জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

জেলাঃ গাইবান্ধা

পরিকল্পনা প্রণয়নে
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গাইবান্ধা

সমন্বয়ে

DREAM, Bangladesh

আগষ্ট, ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian Aid
UNDP Empowered lives. Resilient nations.

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে একটি দুর্যোগ পূর্ণ এলাকা। ব-দ্বীপ আকৃতি ও উপকূলবর্তী বহিগঠন হওয়ায় বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রবণতা বেশী এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ খ্রিঃ প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ক্ষতির বিচারে ১০ টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়তই হচ্ছে। অতীতেও এদেশের দুর্যোগের ইতিহাস উল্লেখ করারমত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৯-অক্টোবর, ১-নভেম্বর, ১৮৭৬ সালে প্রচন্ড জলোচ্ছাসে পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার ৪ লক্ষ প্রাণির জীবন ধ্বংস এবং অপরিমেয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। অক্টোবর ১৮৯৭ সালে প্রচন্ড হ্যারিকেন ও জলোচ্ছাস চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার প্রাণির জীবন ধ্বংস হয়। নভেম্বর, ১৯৭০ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে খুলনা-চট্টগ্রাম উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে এতে প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণের ধ্বংস এবং অগণিত গবাদি পশু মারা যায় এবং বিশাল এলাকার শস্য ও সম্পদ নষ্ট হয়। এপ্রিল, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে পটুয়াখালী-কক্সবাজার উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে এতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার লোক, ৭০ হাজার গবাদি পশু মারা যায় এবং প্রচুর শস্য নষ্ট হয়। এছাড়াও নভেম্বর, ২০০৭ সালের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (সিডর) আঘাতে বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও বাগেরহাটে যেখানে মারা যায় ৩৪০৬ জন, নিখোঁজ হয় ১০০৩ জন, এবং প্রায় ৫৫ হাজার লোক আহত হয়। ২০০৯ এর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের (আইলা) কারণে ৮ হাজার কোটি টাকার ফসল ও সম্পদের ক্ষতি হয় এবং ২০১৩ প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় (মহাসেন) কারণেও ১৫ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতির সম্মুখিন হয়, প্রায় ৪৫,০০০ ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

উপকূল অঞ্চল ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় যেমন বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যা এতদাঞ্চলের তো বটেই সারা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতেও ঋনাত্মক প্রভাব ফেলছে। উত্তর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জেলা গুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা এবং ক্ষতি হচ্ছে সম্পদের। বসত-বাটি, সহায়-সম্বল ও কর্মসংস্থান হারিয়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলা শহরে আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে এবং সেখানে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার সকল দুর্যোগ বেশ সফলতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে আসছে যা বিশ্ববাসীর কাছে প্রশংসিত ও অনুকরনীয় হয়েছে।

প্রতি বছর দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ক্ষতির সম্মুখিন হয় সেটা হ্রাস করতে পারলে দেশের অর্থনীতি যে পর্যায় এসে দাড়িয়েছে তা বেড়ে অচিরেই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এ ব্যাপারে যে ব্যাপক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহন করেছে তা প্রশংসার দাবিদার সেই সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ইউকে এইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নওরোজিয়ান এ্যাম্বেসি, সুইডিস এ্যাম্বেসি, অস্ট্রেলিয়ান এইড ও ইউএনডিপি এই পরিকল্পনা তৈরীতে যে সহযোগীতা প্রদান করছে সেটাও সমভাবে প্রশংসার দাবিদার। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী সংস্থা **"ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট"** (ড্রীম বাংলাদেশ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগীতা নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করেছে যা ভবিষ্যতে দুর্যোগোর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে সে জন্য তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগন যারা এই কার্যক্রমে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি পরিকল্পনা তৈরীতে সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন।

৮/৭/২০১৪

(মোঃ এহছানে এলাহী)
জেলা প্রশাসক ও সভাপতি
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
গাইবান্ধা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র		৩-৪
মুখবন্ধঃ	জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি, গাইবান্ধা।	২
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি		৫-৩৫
১.১	পটভূমি	৫
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৫
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৫-৬
১.৩.১	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৫
১.৩.২	আয়তন	৬
১.৩.৩	জনসংখ্যা	৬
১.৪	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে	৬-৩৫
১.৪.১	অবকাঠামো	৬-১২
১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	১২-৩২
১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	৩২
১.৪.৪	অন্যান্য	৩২-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা		৩৬-৫৮
২.১	দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৩৬
২.২	জেলার আপদ সমুহ	৩৭
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ননা	৩৭
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৩৮
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৩৯
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৩৯-৪৭
২.৭	সামাজিক মানচিত্র	৪৮
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৪৯
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৫০
২.১০	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৫০
২.১১	জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৫০-৫১
২.১২	খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৫১-৫৭
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৫৭-৫৮
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস		৫৯-৭৩
৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫৯-৬৩
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৬৩-৬৮
৩.৩	এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৬৮
৩.৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৬৯
৩.৪.১	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৬৯-৭০
৩.৪.২	দুর্যোগ কালীন	৭১
৩.৪.৩	দুর্যোগ পরবর্তী	৭২
৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৭৩
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান		৭৪-৭৬
৪.১	জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৭৪
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা	৭৪-৭৬
৪.৭	কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৭৬

পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা			৭৭-৭৯
৫.১		ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৭৭-৭৮
৫.২		দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	৭৮
৫.২.১		প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৭৮
৫.২.২		ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	৭৯
৫.২.৩		জনসেবা পুনরারম্ভ	৭৯
৫.২.৪		জরুরী জীবিকা সহায়তা	৭৯
সংযুক্তি			৮০-৮৪
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট			৮০
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি			৮১
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা			৮২
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা			৮৩
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী			৮৪

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১পটভূমি

দূর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অর্ন্তভুক্ত করে জেলা , উপজেলা, পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণের সুপারিশ করা হয়েছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতার, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রনয়ণ করা হবে।

দূর্যোগ প্রবন দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দেশ হিসাবে পরিচিত । এদেশের প্রতিটি জেলাই প্রায় প্রতি বছরেই কম বেশী বিভিন্ন দূর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। **গাইবান্ধ জেলা** একটি অত্যন্ত দূর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা। নদীভাঙ্গন, বন্যা ও খরাএই এলাকার প্রধান দূর্যোগ। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতি বছর দূর্যোগ হয় এবং জন সাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দূর্যোগে পতিত হলেও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি **গাইবান্ধ জেলার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছে।**

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাবস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদিও বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন ত্রান ও তাৎক্ষনিক পূর্ণবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দূর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

অবস্থানঃ

উত্তর বঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জনপদ গাইবান্ধা জেলা ব্রক্ষপুত্র নদের ডান তীরে ২৫০৩^0 থেকে ২৫০৩৯^0 উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯০১২^0 থেকে ৮৯০৪২^0 পূর্ব দ্রঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সীমানাঃ গাইবান্ধা জেলার উত্তরে তিস্তা নদী এবং কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা, উত্তর পশ্চিমে রংপুর জেলার পীরগাছা এবং পশ্চিম পার্শ্বে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা, পশ্চিম-দক্ষিণে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা এবং দক্ষিণে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ ও সোনাতলা উপজেলা এবং পূর্ব পার্শ্বে বহমান ব্রক্ষপুত্র নদ।

আয়তনঃ

গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা যথাক্রমে (১) সদর (২) সুন্দরগঞ্জ (৩) সাদুল্লাপুর (৪) পলাশবাড়ী (৫) গোবিন্দগঞ্জ (৬) ফুলছরি (৭) সাঘাটা উপজেলা। ৮২টি ইউনিয়ন, ১১০১টি মৌজা এবং ২টি পৌরসভা (সদর ও গোবিন্দগঞ্জ) নিয়ে গঠিত। জেলার মোট আয়তন ২১৭৯.২৭ বর্গকিলোমিটার (১০৭.৭ বর্গকিলোমিটার নদীয় আয়তন) এবং জনসংখ্যা **২৩৭৯২৫৫** জন।

ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

গাইবান্ধা জেলা বৃহত্তর বঙ্গ প্লাবন ভুমিতে অবস্থিত হলেও এর উপর দিয়ে প্রবাহিত নদী সমূহের গতিপথ পরিবর্তন এবং ভূ-কম্পন জনিত ভূ-উত্তোলনের ফলে এই জেলার ভূমি গঠনের বৈশিষ্ট্য অপরাপর জেলা গুলির চাইতে কিছুটা ভিন্নতর। গাইবান্ধা জেলার অধিকাংশ ভুমি নদী পলি দ্বারা গঠিত। ভূ-প্রকৃতিঃ কোন দেশের কৃষি, শিক্ষা, ব্যবসা-বানিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনবসতির উপর সেই দেশের ভূ-প্রকৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

১.৩.২ আয়তনঃ

ক্রঃ	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের নাম
১	গাইবান্ধা সদর	১৩	লক্ষ্মীপুর, মালীবাড়ী, কুপতলা, সাহাপাড়া, বল-মঝাড়, রামচন্দ্রপুর, বাদিয়াখালী, ঘাগোয়া, বোয়ালী, গিদারী, খোলাহাটী, মোল্লার চর, কামারজানি,
২	পলাশবাড়ী	৯	কিশোরগাড়ি, হোসেনপুর, পলাশবাড়ি, বরিশাল, মোহাদিপুর, বেতকাপা, পাবনাপুর, মনোহরপুর, হরিনাথপুর,
৩	ফুলছরি	৭	গজারিয়া, ফুলছরি , এরেন্ডাবাড়ী, ফজলুপুর, কঞ্চিপাড়া, উড়িয়া, উদাখালী
৪	সাদুল্লাপুর	১১	রসুলপুর, নলডাংগা, দামোদরপুর, জামালপুর, ফরিদপুর, ধাপেরহাট, ইদিলপুর, ভাতগ্রাম, বনগ্রাম, কামারপাড়া, খোর্দ্দ কোমরপুর
৫	সাঘাটা	১০	পদুমশহর, ভরতখালী, সাঘাটা, মুক্তিনগর, কচুয়া, ঘুরিদহ, হলদিয়া, জুমারবাড়ি,কামালের পাড়া, বোনারপাড়া,
৬	গোবিন্দগঞ্জ	১৭	কামদিয়া, কাটাদিয়া, শাখাহার, রাজাহার, সাপমারা, দরবস্ত, তালুককানুপুর, নাকাই হরিরামপুর, রাখালবুরুজ, ফুলবাড়ি, গুমানিগঞ্চ, কামারদহ, কোচাশহর, শিবপুর, মহিমাগঞ্জ, শালমারা
৭	সুন্দরগঞ্জ	১৫	বামনডাঙ্গা, সোনারায়, তারাপুর, বেলকা, দহবন্দ, সর্বানন্দ, রামজীবন, ধোপডাঙ্গা, ছাপরহাটী, শান্তিরাম, কঞ্চিবাড়ী, শ্রীপুর, চন্ডীপুর, হরিপুর, কাপাসিয়া।
	মোট	৮২	

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

উপজেলা	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোটজনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
ফুলছরি	**৮২৫২৩**	**৮২৮১১**	৬৫১৪২	১১৫৭৩	২৩১৫	**১৬৫৩৩৪**	**৪০৪৮৯**	৯৮৬৪৫
গাইবান্ধা সদর	**২১৩৮১১**	**২২৩৪৫৭**	১৫৪৩৫৬	৩১৯২১	১০৯৩১	**৪৩৭২৬৮**	**১০৯৬২৮**	২,৭৮,৪৯০
গোবিন্দগঞ্জ	**২৫৫৬৩৯**	**২৫৯০৫৭**	১৭৩৯৬৭	৪১৬৯০	১০২৯৪	**৫১৪৬৯৬**	**১৩২৫৭২**	৩,৪৪,১২০
পলাশবাড়ি	**১২০০০৭**	**১২৪৭৮৫**	৮৬৬৫৬	২০৮০৭	৪৪০৬	**২৪৪৭৯২**	**৬৩৩০৭**	১,৬৮৫৩৭
সাঘাটা	**১৩০৬০৬**	**১৩৭২১৩**	৯৯১৬২	২২২২৯	৬৪২৮	**২৬৭৮১৯**	**৬৮৯৫৪**	১,৬৮,৫৩৭
সুন্দরগঞ্জ	**২২৬১১৮**	**২৩৫৮০২**	১৬৭২১৫	৩৪১৮২	৬৪৬৭	**৪৬১৯২০**	**১২২০৯৮**	
সাদুল্লাপুর	**১৪০৪২৩**	**১৪৭০০৩**	৯৯১৬২	৪৪২৬৪	৬৩২৩	**২৮৭৪২৬**	**৭৫২৩৫**	**২,১৪৪৩২**
মোট	**১১৬৯১২৭**	**১২১০১২৮**	**৫৭৯২৮৩**	**২০৬৬৬৬**	**৪৭৫৮৫**	**২৩৭৯২৫৫**	**৬১২২৮৩**	

জনসংখ্যা সর্ম্পকিত তথ্য ০ঃ গাইবান্ধা সদর, *-Source:wwww.gaibandha.gov.bd*

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোরসংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননাথাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

বাধঃ০ঃ

ক্রঃ	উপজেলা	কত কি. মি.	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কোন্ কোন্ ইউনিয়নের অবস্থিত	উচ্চতা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	গাইবান্ধা সদর	৫৪.৭	মালিবাড়ী, ঘাগোয়া, গিদারী-৭.২০ কি.মি। বাগুরিয়া হইতে বাদিয়াখালী - ১৭.৫কি,মি। পুর্ব কোমরসনাই হইতে ঘাগোয়া-১০.কি,মি। নতুন ব্রিজ হইতে কুপতলা-২০ কি,মি।	মালিবাড়ী, ঘাগোয়া, গিদারী, বাদিয়াখালী, খোলাহাটী, পৌরসভা, কুটিপাড়া	১৫-১৮ ফিট	বাঁধ গুলো প্রবল বর্ষা এবং বন্যার কারণে বিভিন্ন স্থানে আংশিক ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে এবং নদী ভাঙ্গন এলাকার লোকজন এসে বাঁধের দুই ধারে বসতি গড়ে তোলায় বাঁধ অনেক ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে।
২	পলাশবাড়ী	৪৩	হরিনাথপুর- ১ ও ৩ নং ওর্য়াডে হোসেনপুর- ফরিদপুর, কশোরগাড়ি- আলসিয়ার বিল হতে দাতোয়ার বিল পর্যন্ত পাবনাপুর -বেতকাপা ইউপি হতে রথের	হরিনাথপুর, হোসেনপুর কশোরগাড়ি, পাবনাপুর	১০-২২ ফিট	

			বাজার নাকাই ইউপি **পযর্ন্ত।**			
৩	ফুলছরি	**১১**	কঞ্চিবাড়ী- কঞ্চিপাড়া হতে হাড়ভাঙ্গা উড়িয়া- উড়িয়া হতে গুনভরি উদাখালী-গুনভরি হতে সিংরিয়া গজারিয়া- কাতলামারী হতে গজারিয়া	কঞ্চিবাড়ী, উড়িয়া, উদাখালী, গজারিয়া	১০-১২ ফিট	ফুলছরি , এরেন্ডাবাড়ী ও ফজলুপুর চর এলাকা, এখানে কোন বাঁধ নেই।
৪	সাদুল্লাপুর	**২৭**	রসুলপুর- মহিষবান্দির হাট হয়ে জুনিদপুর। নলডাংগা-উত্তর শ্রীরামপুর হয়ে লাহিরের ছড়া। দামোদরপুর- উত্তর দামোদরপুর হয়ে দক্ষিণ জামুডাঙ্গা। ইদিলপুর-লালমাটি ব্রীজ হইতে ঢোলভাঙ্গা। বনগ্রাম-উত্তর কাজীবাড়ী। কামারপাড়া-খামার বাজার হইতে হিয়ালি	রসুলপুর, নলডাংগা, দামোদরপুর, ইদিলপুর, বনগ্রাম কামারপাড়া	৫-১০ ফিট	৬ **টি ইউনিয়নে বাধঁ আছে**
৫	সাঘাটা	**৬ক্ষি১**	কচুয়া, ঘুরিদহ, মুজিবনগর, বোনারপাড়া, হলুদিয়া।	সকল ইউনিয়নে বাধঁ আছে	৮-৩৫	**বিভিন্ন বাধেঁর উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন।**
৬	গোবিন্দগঞ্জ	৬৬	হরিরামপুর , তালুকপুর, কাটাবাড়ি, রাকালবুরুজ, ফুলবাড়ি, দরবস্থ, নাকাই, শিবপুর, ওমানিগঞ্জ, মহিমাগঞ্জ, সাপমারা,	সকল ইউনিয়নে বাধঁ আছে	৮-২০	
৭	সুন্দরগঞ্জ	**৩৬.৮**	তারাপুর, সুন্দরগঞ্জ, বেলকা, হরিপুর, চন্ডিপুর, লালচামার, কাপাশিয়া, শ্রীপুর ।	সুন্দরগজ্ঞ, তারাপুর, দহবন্দ, বেলকা, সামিত্মরাম, হরিপুর, কঞ্চিবাড়ী, কাপাসিয়া, শ্রীপুর । মোট ৩৬.৮ কি,মি।	**১৬-১৮ ফিট**	
	মোট	**২৯৮.৫**				

সুইচ গেটঃ

ক্রঃ	উপজেলা	সুইচ গেটের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে অবস্থিত	কাজ করে কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	গাইবান্ধা সদর	**১৫**	কামারজানী-১, কোমরনাই-৩, মানাস-১, দশআনি-১, আলাই-১, পুলবন্দি-১, ত্রিমোহনী-১, বাদিয়াখালী-২,মন্দুয়ার-১,নারায়নপুর-১, পৌরসভা-২।	**ঘাঘট, ব্রম্মপুত্র**	হ্যাঁ	
২	পলাশবাড়ী	**১৩**	বরিশাল, হোসেনপুর, কিশোরগাড়ি, পাবনাপুর,	নলেয়া নদী ও করতোয়া নদী		**১০** টি সচল ও ২টি অচল
	ফুলছরি	**৩**	কঞ্চিপাড়া, উদাখালী ও গজারিয়া	তিস্তা নদীর ও যমুনা নদীর উপর	হ্যাঁ	
	সাদুল্লাপুর	**৭**	রসুলপুর, দামোদরপুর, ফরিদপুর, ভাতগ্রাম, বনগ্রাম, কামারপাড়া		হ্যাঁ	
	সাঘাটা	**১০**	ঘুরিদহ, মুক্তিনগর, হলুদিয়া, ভরতখালি, সাঘাটা, জুমারবাড়ি, পদুমশহর	৫টি যমুনা নদীর সংযোগ স্থলে, ১টিঝিগাগাড়া নলছিয়া খালেরসংযোগ স্থলে অবস্থিত,২টি বাঙ্গালী নদীর		সাঘাটায় অবস্থিত সুইচ গেইটটি সম্পূর্ন ভাল না এবং ঠিকমত কাজ ও করে না।

				সংযোগ স্থলে, ২টিআলাই নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত।		
	গোবিন্দগঞ্জ	**১০**	হরিরামপুর, রাখালবুরুজ , দরবস্ত, নাকাই, কোচাশহর, মহিমাগঞ্জ	১টি আলাই নদীর সংযোগ স্থলে, ১টি কাটাখালি নদীর সংযোগস্থলে, ৬টি করতোয়া নদীর সংযোগ স্থলে, ১টি ভাটরার খালের সংযোগ স্থলে ও ১টি বাঙ্গালী নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত।		রাখালবুরুজ ইউনিয়নের সুইচ গেটটি ত্রুটি পূর্ন এবং ঠিকমত কাজ করে না। কোচাশহর ইউনিয়নের সুইচ গেটটি সম্পূর্ন অকেজো এবং কাজ করে না।
	সুন্দরগঞ্জ	**৬**	লালচামার, তারাপুর, সুন্দরগঞ্জ, বেলকা, হরিপুর, চন্ডিপুর।	তিস্তা,		ব্রিজ গুলোর দেখ ভাল ঠিক মত না থাকায় অনেকটা অকেজ ঠিক মত কাজ করে না।
	মোট	**৬৪**				

ব্রীজঃ

ক্রঃ	উপজেলা	ব্রীজ সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	কোন নদী / খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা
	গাইবান্ধা সদর	১৬০	গাইবান্ধা সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে।	**ঘাগট, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র**	হ্যাঁ
	পলাশবাড়ী	৪৪	**পলাশবাড়ী ছাড়া সকল ইউনিয়নে ব্রীজ আছে।**	নলেয়া নদী ,আলসিয়ার খালের উপর, আয়রাবিল, আকবর নগর, শাহিনদহ বিল, মংলা নদী ও করতোয়া নদী, ভেগির বিল, মালানদহ বিল **সংযোগ স্থলে।**	হ্যাঁ
	ফুলছরি	২১	**সকল ইউনিয়নে ব্রীজ আছে।তবে** উদাখালী**তে ১১টি ব্রীজ আছে।**	তিস্তা, ঘাঘট **ও** যমুনা নদীর উপর	হ্যাঁ
	সাদুল্লাপুর	১০৮	**সকল ইউনিয়নে ব্রীজ আছে।তবে** ফরিদপর ইউনিয়নে ৩**১টি ও** বনগ্রাম ২০টি **ব্রীজ আছে।**	ঘাঘট নদীর উপর, মহেশপুর গ্রাম নালার উপর, নলেয়া নদীর ও হাতিরছড়া বিল এরউপর,	হ্যাঁ
	সাঘাটা	১৫২	**সকল ইউনিয়নে ব্রীজ আছে।**	যমুনা নদীর উপর, বাঙ্গালী নদী, আলাই নদীর উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হেয়েছে।	
	গোবিন্দগঞ্জ	৪৪০	**সকল ইউনিয়নে ব্রীজ আছে।**	আলাই নদী, কাটাখালি নদী, কঞ্চিডোবার নালা, পগইল নালার উপর। নলেয়া নদীর উপর, তপসীয়া নদীর উপর এছাড়া কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হেয়েছে। গাংনাই নদী, পানিতলা খালের উপর।	
	সুন্দরগঞ্জ	৯৬	**সকল ইউনিয়নে ব্রীজ আছে।**		
	মোট	**৩৬৫**			

কালভার্টঃ

	উপজেলা	কালভার্ট সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	কোন নদী/খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কিনা
১.	**গাইবান্ধা সদর**	২৭২	**সকল ইউনিয়নে অবস্থিত।**	রাস্তার উপর, নিচু জমি ও রাস্তার উপর, নালা ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ
২.	**পলাশবাড়ী**	৩৩৭টি	**সকল ইউনিয়নে অবস্থিত।**	**বিভিন্ন নালা ও খালের সংযোগ স্থলে**	হ্যাঁ
৩.	**ফুলছরি**	**১২১**	**সকল ইউনিয়নে অবস্থিত।**	বিভিন্ন নালা, খাল রাস্তার পানি নিঃস্কাশনে স্থাপন করা আছে।	হ্যাঁ
৪.	**সাদুল্লাপুর**	**২৯১**	**সকল ইউনিয়নে অবস্থিত।**	খাল, নালা ও রাস্তার উপর	হ্যাঁ
৫.	**সাঘাটা**	**৩৭৭**	**সকল ইউনিয়নে অবস্থিত।**	কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। এছাড়া বাঙ্গালী নদীর উপর ১টি, কচুয়াহাট ও হাসিলকান্দি খালে ১টি করে।	**হ্যা**
৬.	**গোবিন্দগঞ্জ**	**৯৪০**	**সকল ইউনিয়নে অবস্থিত।**	কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।	**হ্যা**
৭.	সুন্দরগঞ্জ	**৪৫০**			**হ্যা**
	মোট				

কালভাভার্ট সর্ম্পকিত তথ্য ০ঃ গাইবান্ধা সদর, **সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ ও *Source:www.gaibandha.gov.bd***

রাস্তাঃ

ক্রঃ	উপজেলা	রাস্তা	কত কিঃমিঃ	উচ্চতা	কত কি.মি. বন্যামুক্ত	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	গাইবান্ধা সদর	পাকা রাস্তা	**৭৮৩৬**	৫ ফিট	১৩৮	
		HBB রাস্তা	**-**		১৬৩.০৫	
		কাচা রাস্তা	**৪২২৬৮**	৪ ফিট	৩৬৫	
২	**পলাশবাড়ী**	পাকা রাস্তা	১০৪	৫ ফিট	৯৮ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
		HBB রাস্তা	-			
		কাচা রাস্তা	৩৭৬.৫	৫ ফিট	২৭৩.৫ কিঃ মিঃ বন্যা মুক্ত ।	
৩	**ফুলছরি**	পাকা রাস্তা	৭১	৪ ফিট	৬৭পাকা রাস্তাই বন্যামুক্ত	
		HBB রাস্তা	HBB -	-	-	
		কাচা রাস্তা	১৫০	৩.৫/৪ ফিট	১১৮ কি.মি রাস্তা বণ্যা মুক্ত।	
৪	**সাদুল্লাপুর**	পাকা	১১৪ কি,মি	৫ ফিট	৯৮.৫ কি,মি বন্যামুক্ত	
		HBB রাস্তা	-	-	-	
		কাচা রাস্তা	৩১০ কি,মি,	৫ ফিট	২৩১ কি,মি বন্যা মুক্ত	
৫	**সাঘাটা**	পাকা	১২৮	রাস্তার উচ্চাতা ৭-৮ ফিট এর মধ্যে।	মোট কাচাপাকা ২২৬ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।	পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৫৪৮ কি: মি: ।
		কাচা রাস্তা	৪২০			
		HBB রাস্তা	-	**-**	**-**	**-**
৬	**গোবিন্দগঞ্জ**	পাকা সিসি রাস্তা	২৪০ ২	৭-৮ ফিট এর মধ্যে।	**-**	মোট রাস্তা ১১৬১ কি: মি: রাস্তা
		কাচা	৯০৬	৭-৮ফিট এর মধ্যে।	মোট কাচাপাকা ১০০ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।	
		HBB রাস্তা	১৩	**-**	**-**	**-**
	সুন্দরগঞ্জ					

রাস্তা সর্ম্পকিত তথ্য ০ঃ গাইবান্ধা সদর, **সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ ও** *Source:www.gaibandha.gov.bd*

সেচ ব্যবস্থাঃ

ক্রমিক নং	উপজেলা / ইউনিয়ন	কয়টি গভীর নলকুপ	অগভীর হস্ত চালিত নলকুপ	শ্যালো ম্যাশিনের সংখ্যা
	গাইবান্ধা সদর			
	মোট	**৪২**	**১০০২৩০**	**৯২০৫**
	পলাশবাড়ী			
১	বরিশাল	৬	৪৩৬৭	৩০৩
২	বেতকাপা	৫	৭৬২৮	৩০০
৩	হরিনাথপুর	২	৪০৮০	১৬৪
৪	হোসেনপুর	০৪	৫১৭৬	৫০৫
৫	কিশোরগাড়ি	০৭	৪০৭৫	২০০
৬	মোহাদিপুর	৪	৮৪০০	৩৫
৭	মনোহরপুর	০৩	৩১৫৫	১২০
৮	পাবনাপুর	০৪	৬৫২৫	১৮৫
৯	পলাশবাড়ি	০২	৭৮৪৭	৪০২
	মোট	**৩৭**		
	ফুলছরি			
০১	কঞ্চিবাড়ী	৭	৬২৩৫	২৫০
০২	উড়িয়া	২	৪৫৩০	১১৫
০৩	উদাখালী	৬	৫২৫০	১৭৫
০৪	গজারিয়া	৪	৫১২০	২২০
০৫	ফুলছরি	-	৪২৩৫	১৫০
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-	৬৫২৩	২৭৫
০৭	ফজলুপুর	-	৫৬২০	২৬৫
	মোট	**১৯**		
	সাদুল্লাপুর			
০১	রসুলপুর	নাই	৫৭৮১	২৫০
০২	নলডাংগা	০৬	৬৬১০	৩০০
০৩	দামোদরপুর	০৪	৬২৫০	২৫০
০৪	জামালপুর	০২	১৮২৯	৩২০
০৫	ফরিদপুর	০১	৬১৩০	২৪০
০৬	ধাপেরহাট	০১	৭১০০	৪৫০
০৭	ইদিলপুর	০৩	৬৯৩০	২৭৫
০৮	ভাতগ্রাম	০৩	৬৬৯০	২৫৬
০৯	বনগ্রাম	০৪	৬২৫২	২৫০
১০	কামারপাড়া	-	৫৩০৩	৩০০
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	০৬	৩৯৮৯	২৫০
	মোট	**৩০**		
	সাঘাটা			
	মোট	**৬১**		**১৭৮০**
	গোবিন্দগঞ্জ			
	মোট	**৩৭**	**১০১০৫৩**	**৭৩৫১**
	সুন্দরগঞ্জ			
	মোট	**৩৫**	**১০৪২৩১**	**৬৩৮৯**
	মোট সংখ্যা	**২৬১**	**৪১২৬৬**	**১১৮০৫ টি**

হাটবাজারঃ

ক্রমঃ	উপজেলার / ইউনিয়ন	হাট / বাজার সংখ্যা	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্যা	সমিতি সংখ্যা
	গাইবান্ধা				
	মোট	**২৫**		**৯২০**	**১৭৩**
	পলাশবাড়ী				
১	বরিশাল	০১	প্রতিদিন বসে	১৭০	-
২	বেতকাপা	৬	বৃহ ও সোম, বুধ ও শনিবার, বাজার প্রতিদিন	৫১০	৪
৩	হরিনাথপুর	০৩	রবি ও বুধ, বাজার প্রতিদিন	৪১৩	২
৪	হোসেনপুর	০১	শুক্রবার ও মঙ্গলবার	৩০০	৩
৫	কিশোরগাড়ি	০৪	বৃহ ও সোম- হাট প্রতিদিন বাজার	৮০০	৪
৬	মোহাদিপুর	০১	প্রতিদিন বসে	২৫০	১
৭	মনোহরপুর	০৬	প্রতিদিন বসে	৩০০	৫
৮	পাবনাপুর	০৩	শনি, রবি, ও মঙ্গলবার এবং বাজার প্রতিদিন বসে	৫১২	৫
৯	পলাশবাড়ি	০২	শনিবার ওবুধবার এবং বাজার প্রতিদিন বসে	৩০০	৪
	মোট	**২৭টি**		**৩৫৫৫**	**২৮**
	ফুলছরি				
০১	কঞ্চিবাড়ী	৬	শনি ও মঙ্গলবার	২৭৫	২
০২	উড়িয়া	৩	বাজার প্রতিদিন বসে	১৪৫	৩
০৩	উদাখালী	৫	বাজার প্রতিদিন বসে	২৩০	২
০৪	গজারিয়া	৩	শনিবার হাট ও বাজার প্রতিদিন বসে	২২০	২
০৫	ফুলছরি	২	বাজার প্রতিদিন বসে	১৫০	৩
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	২	বাজার প্রতিদিন বসে	১৭৫	১
০৭	ফজলুপুর	১	বাজার প্রতিদিন বসে	১২০	১
	মোট	**২২**		**১৩১৫**	**১৪**
	সাদুল্লাপুর				
০১	রসুলপুর	০৪	বাজার প্রতিদিন বসে	২২০	২
০২	নলডাংগা	০৪	শুক্রবার ও সোমবার	৪০০	২
০৩	দামোদরপুর	০৩	প্রতিদিন বসে	১২০	১
০৪	জামালপুর	০৫	শনি ও সোম বার	৪৫০	৪
০৫	ফরিদপুর	০২	রবি ও বুধবার	৩৫০	১
০৬	ধাপেরহাট	০৩	সোমবার ও বৃহঃবার	৪০০	২
০৭	ইদিলপুর	০২	রবি ও বুধবার	২৩০	১
০৮	ভাতগ্রাম	০২	শনি ও মঙ্গলবার	৩৫০	২
০৯	বনগ্রাম	০৪	মঙ্গলবার ও শুক্রবার	১২০০	৫
১০	কামারপাড়া	০৩	বাজার প্রতিদিন বসে	৩০০	২
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	০৪	শনি, বুধ এবং রবি ও বৃহঃ	৩৫০	২
	মোট	**৩৬**			**২৪**
	সাঘাটা		সাঘাটা উপজেলার ৩৮ টি বাজারের মধ্যে ১৩ টিতে হাট বসে ২৫ টিতে বাজার বসে		
	কচুয়া	০৭	বাজারে হাট বসে রবি ওবৃহস্পতিবার।	৫৬০	-
	ঘুরিদহ	০৩টি	হাট সোমবার ও রবিবার প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৩০৫	০১
	কামালেরপাড়া	০৪টি	হাট সোমবার ও বৃহস্পতিবারও রবিবার প্রত্যেকদিন বাজারবসে।	৮২০	২
	মুক্তিনগর	০৫ টি	হাট বসে শনিবার ও মঙ্গলবার প্রত্যেকদিন বাজারবসে।	৪৪২০	০২
	বোনারপাড়া	০২ টি	হাট শনিবার ও বুধবার প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৭৩০	০২
	হলুদিয়া	০২টি	প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	১২০	-
	ভরতখালি	০২টি	প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৪৫০	০২
	সাঘাটা	০৫	হাট বসে বৃহস্পতিবার শুক্রবার ওমঙ্গলবার, এছাড়াও প্রত্যেকদিন	১১৬০	০২

			বাজার বসে।		
	জুমারবাড়ি	০৪	শনিবার ও বুধবার হাট বসে প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৩৭২	০১টি
	পদুমশহর	০৪	প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৫৪০	৩টি
	মোট				
	গোবিন্দগঞ্জ				
	হরিরামপুর	০৮টি	প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৭৫০	-
	তালুককানুপুর	০৮টি	প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বালুয়া বাজারে রবি ও সোম বার দিন হাট বসে	৮৮০০	০২ টি
	কাটাবাড়ী	০২টা	শনিবার ওমঙ্গল বার দিন হাট বসে, কাটাখালি বাজার প্রত্যেকদিন বসে		০৫টি
	রাখালবুরুজ	০৭ টি	প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৮২০	-
	ফুলবাড়ি	০১ টি	প্রত্যেকদিন বাজারবসে।	৮০টি	-
	দরববস্ত	০৬ টি	শনি ও বুধবার, মঙ্গল ও রবি বার দিন হাট, প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৮৬২	-
	নাকাই	০৪ টি	নাকাইহাট বাজার শনিবার ও মঙ্গলবার দিন হাট বসে	৫২৭	-
	শিবপুর	০৪টা	শনি ও মঙ্গলবার দিন হাট বসে কিন্তু পাছগাছি বাজার প্রত্যেকদিনবাজার বসে।	৪২০	-
	কোচাশহর	০৬টি	বুধবার, সোমবার ও শুক্রবার, শনিবার ও মঙ্গলবার,	১২১৫	-
	শালমারা	০২	বুড়াবুড়ি বাজারে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। শালমারা বাজারে হাট বসে সোম ও বৃহস্পতিবার ।	১৯৫	-
	গুমানিগঞ্জ	০৬ টি	ফুলপুকুরিয়া বাজারে হাট বসে রবি ও বুধবার বাকি বাজারগুলোতে প্রত্যেকদিনবাজারবসে।	৩৮০	-
	কামদিয়া	০২	কামদিয়া বাজারে রবিবার ও বৃহস্পতিবার ও দিঘীরহাট বাজারে শনিবার ও মঙ্গলবার হাটবসে ।	১৭০০	-
	মহিমাগঞ্জ	০১	বাজারে হাট বসে শনিবার ওমঙ্গলবার	২২০	-
	কামারদহ	০১	কামারদহ বাজারে হাট বসে রবিবার ।	১২০০	-
	সাপমারা	০২	সাপমারা বাজারে হাটবসে সোম ও শুক্রবার ও সাহেবগঞ্জ বাজারে হাট বসে শনি ও মঙ্গলবার ।	১৫৫০	-
	শাখাহার	০১	প্রত্যেকদিন বাজার বসে।	৮০টি	-
	রাজাহার	০৩	রাজাহারবাজারে হাট বসে সোম ও শুক্রবার ও বানেশ্বর বাজারে হাট বসে শনি ও মঙ্গলবার ।	৩৫০	-
	মোট		গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ৬৪টি বাজার আছে তারমধ্যে ২২টি বাজারে হাট বসে, ৪২টিতে বাজার বসে		
	সুন্দরগঞ্জ				
	মোট	৫	শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহঃ ও শুক্রবার	৭৫৩	১৩৬
	মোট হাট বাজার	**১৫৫ টি**	শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহঃ ও শুক্রবার	**২১৮৭০**	**৩০১ টি**

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

	উপজেলা/ ইউনিয়ন	মোট ঘরের সংখ্যা	পাকা	আধা পাকা	কাচা	ঝুপরী	কি ধরনের ঘরবাড়ি, কি কি দিয়ে তৈরী ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
	গাইবান্ধা সদর						
	মোট	১০৮৩২০	৩২৪৯৬	৩৮৯১২	৩৬৯১২		
	পলাশবাড়ী						
১	বরিশাল		১০	২৪৬০	৫৫০৬		অধিকাংশ কাচা ঘর বাড়ি টিন, কাঠ, বাশ, ইত্যাদি ব্যবহার করে। টিনের কাচা ঘর-বাড়িতে কাঠ ও বাশঁ ব্যবহৃত হয়। পাকা ঘর-বাড়ি, সিমেন্ট, বালু, রড, কাঠ
২	বেতকাপা		২৫	৪১৯৫	৩৪৩৬		
৩	হরিনাথপুর		৫০০	১৫০০	৩৩০৭		
৪	হোসেনপুর		১১৫	২১৮৯	৩৯৪৩		
৫	কিশোরগাড়ি		৫০	৩৫৫০	৪৫০০		

৬	মোহাদিপুর		১০০	২৮৫০	৬৬৫০		ব্যবহার করে। কিছু পাকা ঘর-বাড়িরীতে চাউনি চিন ব্যবহার করে।
৭	মনোহরপুর		২০	১৬০০	৫৮৫০		
৮	পাবনাপুর		৪০	৪৯১২	২০৮৬		
৯	পলাশবাড়ি		১২৫	২৮৮০	৩১০০		
	মোট	**৫৬৪৫৯**	৯৪৫	২৬১৩৬	৩৮৩৭৮		
	ফুলছরি						
০১	কঞ্চিবাড়ী		২৩০	৩০৫০	৫৩১৫		অধিকাংশ কাচা ঘর বাড়ি টিন, কাঠ, বাশ, ইত্যাদি ব্যবহার করে। টিনের কাচা ঘর-বাড়িতে কাঠ ও বাশঁ ব্যবহিত হয় । পাকা ঘর-বাড়িতে, সিমেন্ট, বালু, রড, কাঠ ব্যবহার করে। কিছু পাকা ঘর-বাড়িরীতে চাউনি চিন ব্যবহার করে।
০২	উড়িয়া		১০	১৮৫০	৩২৫০		
০৩	উদাখালী		১৮৫	২৩৫৬	৪২৩৬		
০৪	গজারিয়া		১৫	১৭৮৩	৩৬০২		
০৫	ফুলছরি		পাকা ঘর নাই	আধা পাকা ঘর নাই	৬২৩০		
০৬	এরেন্ডাবাড়ী		পাকা ঘর নাই	আধা পাকা ঘর নাই	৫৭৮২		
০৭	ফজলুপুর		পাকা ঘর নাই	আধা পাকা ঘর নাই	৫৯৮২		
	সাদুল্লাপুর						
০১	রসুলপুর		৭০	২৫০০	৪৬০০		অধিকাংশ কাচা ঘর বাড়ি টিন, কাঠ, বাশ, ইত্যাদি ব্যবহার করে। টিনের কাচা ঘর-বাড়িতে কাঠ ও বাশঁ ব্যবহিত হয় । পাকা ঘর-বাড়িতে, সিমেন্ট, বালু, রড, কাঠ ব্যবহার করে। কিছু পাকা ঘর-বাড়িরীতে চাউনি চিন ব্যবহার করে।
০২	নলডাংগা		১২০	৩৫০০	৩৮০০		
০৩	দামোদরপুর		৬০	৩৩২০	৩৯২০		
০৪	জামালপুর		৯৫	৩৫০০	৪৭০০		
০৫	ফরিদপুর		৫২	৩৪২৫	৩৬৪৬		
০৬	ধাপেরহাট		১০৫	৩৭৮৫	৪৫০৫		
০৭	ইদিলপুর		৩৫	৩৩৯০	৪৩৫২		
০৮	ভাতগ্রাম		৭৮	৩২৯০	৪১২৩		
০৯	বনগ্রাম		১৭৫	৪১৮৫	৩০০৫		
১০	কামারপাড়া		৫৫	২৫৮০	৩০০৮		
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর		৩৫	২১৭১	২২১৮		
	মোট	৭৮৪০৩	৮৮০	৩৫৬৪৬	৪১৮৭৭		
	সাঘাটা						
		১,৫২,০২২	২১,৬৬৬	-	১,৩০,৩৫৬	-	
	গোবিন্দগঞ্জ						
		২৪৮৮৭৬	৫১৪৪৯	-	১৯৭৩৮১	-	
	সুন্দরগঞ্জ						
		১১৯১২৪	২৯৭৮১	৩৫৭৩৭	৬৩৬০৭		ওয়েবসাইড
	গাইবান্ধা জেলায় মোট ঘর-বাড়ি	**৬১২২৮৩**	**১৫৩০৭২**	**১৮৩৬৮৪**	**২৭৫৫২৮**		**ওয়েবসাইড**

পানি ০ঃ

ক্রঃ	উপজেলা/ ইউনিয়ন	খাবার পানির উৎস	মোট নলকুপ	ভাল নলকুপ	নষ্ট নলকুপ	কয়টি বন্যা লেভেলের উপরে	বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে	কত শতাংশ অধিবাসি নলকুপের পানি পান করে
	গাইবান্ধা সদর							
		ওয়াসা এবং নলকুপ	১০০২৩০	৯৮৪৮০	১৭৫০	৯৫৮৪৫	৯৫৮৪৫	১০০%
	পলাশবাড়ী							
১	বরিশাল	নলকুপ	৪৩৭৭	৪২৬৪	৩৯০০	৩৯০০		১০০%
২	বেতকাপা	নলকুপ	৭০০৮	৫৮৯৫	৫২৭৫	৫২৭৫		১০০%
৩	হরিনাথপুর	নলকুপ	৪৩১৭	৪০০০	৩২৫০	৩২৫০		১০০%

৪	হোসেনপুর	নলকুপ	৪৮৭২	৪৬১৮	৩৭৪২	৩৭৪২		১০০%
৫	কিশোরগাড়ি	নলকুপ	৭৩৭৫	৬৯১৫	৬২৩০	৬২৩০		১০০%
৬	মোহাদিপুর	নলকুপ	৮৬২৪	৭৭২৫	৭৫০০	৭৫০০		১০০%
৭	মনোহরপুর	নলকুপ	৬৪৭০	৫৭৯০	৫০৩০	৫০৩০		১০০%
৮	পাবনাপুর	নলকুপ	৫৩৮৭	৪৯১২	৪৪১২	৪৪১২		১০০%
৯	পলাশবাড়ি	নলকুপ	৫৫২২	৫৫০০	৫১২৫	৫১২৫		১০০%
	মোট		৫৩৯৫২	৪৯৬১৯	৪৩৪৬৪	৪৩৪৬৪		
	ফুলছরি							
০১	কঞ্চিবাড়ী	নলকুপ	৬২২০	৬২০৩	৫২০৩	৫২০৩		১০০%
০২	উড়িয়া	নলকুপ	৪৩০১	৫৪৮৫	৪১২০	৪১২০		১০০%
০৩	উদাখালী	নলকুপ	৪৯৮৯	৪২৯০	৪০২০	৪০২০		১০০%
০৪	গজারিয়া	নলকুপ	৫৫৯৩	৪৯৭৮	৪৩০০	৪৩০০		১০০%
০৫	ফুলছরি	নলকুপ	৫১৮২	৫৫৮০	৪০০১	৪০০১		১০০%
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	নলকুপ	৫৮৭৩	৫১৭৬	৪৪০৬	৪৪০৬		১০০%
০৭	ফজলুপুর	নলকুপ	৫৫০৭	৫৭৮৮	৪১৫০	৪১৫০		১০০%
	মোট		**৩৭৬৬৫**	**৩৭৫০০**	**৩০২০০**	**৩০২০০**		**১০০%**
	সাদুল্লাপুর							
০১	রসুলপুর	নলকুপ	৬৭৮১	৬৬১০	৬০১০	৬০১০		১০০%
০২	নলডাংগা	নলকুপ	৭১৩৯	৬৭৮০	৬৫৬০	৬৫৬০		১০০%
০৩	দামোদরপুর	নলকুপ	৬৮৬৩	৬২৮৫	৫৯৮৫	৫৯৮৫		১০০%
০৪	জামালপুর	নলকুপ	৭৮৮৭	৭৫১০	৭১৮৫	৭১৮৫		১০০%
০৫	ফরিদপুর	নলকুপ	৬৮৭০	৬১৪৫	৫১৪৬	৫১৪৬		১০০%
০৬	ধাপেরহাট	নলকুপ	৭৬৯৫	৭২৫৬	৭১৫৩	৭১৫৩		১০০%
০৭	ইদিলপুর	নলকুপ	৭৩৭৭	৭০১৩	৬৭৮৫	৬৭৮৫		১০০৫
০৮	ভাতগ্রাম	নলকুপ	৭১৯১	৬৮৪৫	৬৫০০	৬৫০০		১০০%
০৯	বনগ্রাম	নলকুপ	৭২৬৫	৭০০৩	৬৪৫১	৬৪৫১		১০০৫
১০	কামারপাড়া	নলকুপ	৫৬৪৩	৫১৪৩	৫০০০	৫০০০		১০০%
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	নলকুপ	৪৪২৪	৪১২৫	৩৯৬৫	৩৯৬৫		১০০%
	মোট		৭৫২৩৫	৭০৭১৫	৬৬৭৪০	৬৬৭৪০		
	সাঘাটা	নলকুপ	৫৮৮৬৭	৫৭৭৩০	১৩২২	১৫৫০০-১৬০০০	৭০০০-৮০০০	৯০%
	গোবিন্দগঞ্জ	নলকুপ	৯৩০৫৫	৯০৫৪৫	২৫৫৯	(বন্যা বেশী হলে) ৩৫৫০০-৩৬০০০	(বন্যা বেশী হলে) ১০০০০-১২০০০	৯০%
	সুন্দরগঞ্জ	নলকুপ	১০৪২৩১	১০২৭৬২	১৪৬৯	৯২৫৩২	৯২৫৩২	১০০%
	মোট সংখ্যা	নলকুপ	৪১৬৩১৪	৪০৮২১২	৮১০২	৪০২১১০	৪০২১১০	১০০%

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

ক্রঃ	উপজেলা/ ইউনিয়ন	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কয়টি	কতগুলো বন্যা লেভেলের উপরে	বন্যার সময় কতগুলো ব্যবহার উপযোগী থাকে	কত শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে
	গাইবান্ধা	১০৪৩২০	১০২০৩৪	১০২০৩৪	
	পলাশবাড়ী				
১	বরিশাল	৪৫১৬	৩৬২৬	৩৬২৬	৮০%
২	বেতকাপা	৬৬২৮	৬১০১	৬১০১	৮০%
৩	হরিনাথপুর	৪৯৮৪	৩৬০০	৩৬০০	৮৫%
৪	হোসেনপুর	৫৬১৫	৪৮৭৫	৪৮৭৫	৯১%
৫	কিশোরগাড়ি	৭১০০	৫৮১৬	৫৮১৬	৮৫%
৬	মোহাদিপুর	৭৭০০	৬৮০০	৬৮০০	৮০%

৭	মনোহরপুর	৫৯৭০	৪৮৭০	৪৮৭০	৮২%
৮	পাবনাপুর	৫১০০	৪৯৭৫	৪৯৭৫	৮৫%
৯	পলাশবাড়ি	৫৪০০	৪৮৮০	৪৮৮০	৯৫%
	মোট	৫৩০১৩	৪৫৫৪৩	৪৫৫৪৩	
	ফুলছরি				
০১	কঞ্চিবাড়ী	৬২৮২	৪৪৬০	৪৪৬০	৯১%
০২	উড়িয়া	৪১১১	২৯১৯	২৯১৯	৯০%
০৩	উদাখালী	৫২০০	৩৬৯২	৩৬৯২	৮৫%
০৪	গজারিয়া	৫৩০০	৩৭৬৩	৩৭৬৩	৯১%
০৫	ফুলছরি	৪৮৯০	৩৪৭২	৩৪৭২	৭৫%
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	৬০২০	৪২৭৪	৪২৭৪	৮৫%
০৭	ফজলুপুর	৫১৭১	৩৬৭১	৩৬৭১	৭০%
	মোট	৩৬৯৭৪			৯১.১৫%
	সাদুল্লাপুর				
০১	রসুলপুর	৬৯৩৯	৬৪১০	৬৪১০	৯২%
০২	নলডাংগা	৬৪৬৩	৬০৬৩	৬০৬৩	৯৩%
০৩	দামোদরপুর	৭৮৮৭	৭৪১২	৭৪১২	৯৪%
০৪	জামালপুর	৬৬৭০	৬৩১৫	৬৩১৫	৯৫%
০৫	ফরিদপুর	৭৪৯৫	৭০০১	৭০০১	৯৩%
০৬	ধাপেরহাট	৭১৭৭	৬৪৩০	৬৪৩০	৯০%
০৭	ইদিলপুর	৬৯৯১	৬১২৫	৬১২৫	৮৮%
০৮	ভাতগ্রাম	৭২৬৫	৬৭৮৫	৬৭৮৫	৯২%
০৯	বনগ্রাম	৫৪৪৩	৫১২০	৫১২০	৯৪%
১০	কামারপাড়া	৪২২৪	৩৮৭৫	৩৮৭৫	৯২%
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	৭২৩৩৫	৬৬৭৮৬	৬৬৭৮৬	৯২%
	মোট	৫৭৮১	৫২৫০	৫২৫০	৭৭%
	সাঘাটা				
		৩২৩০৩	৯৫০০	(বন্যা বেশী হলে) ৫০০০-৬০০০	৭০%
	গোবিন্দগঞ্জ	৯৮৬৪৩	৯৫৩৪২	৯৫৩৪২	৯৫%
		৬৬০২০	২০৫০০-২১০০০	(বন্যা বেশী হলে)৯০০০-১০০০০	৬৫%
	সুন্দরগঞ্জ	১০৫৬৭৮	৯৫৪২৩	৯৫৪২৩	
		ওয়েবসাইড			
	মোট পয়ঃনিষ্কাশর	৫৪৪৯৩২	৫২৯১৬০	৫২৯১৬০	৮৯%

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগারঃ

উপজেলার নাম	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
সাদুল্লাপুর		
	সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়	৩০০
	জুনিয়র বিদ্যালয়	১৮
	উচ্চ বিদ্যালয়	৪৪
	মাদ্রাসা	৪৫
	স্কুল ও কলেজ	৫
	কলেজ	৭
	কারিগরী কলেজ	৩
গাইবান্ধা সদর		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭
	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১

	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৯
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	১৩
	মাদ্রাসা	২০
	স্কুল ও কলেজ	৩
	কলেজ	৬
ফুলছরি		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	৪
	স্কুল ও কলেজ	১
	কলেজ	৫
	কারিগরী কলেজ	১
	মাদ্রাসা	৭
সাঘাটা		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫
	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	৮
	স্কুল ও কলেজ	৩
	মাদ্রাসা	২১
	কলেজ	৫
গোবিন্দগঞ্জ		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭
	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬
	কিন্ডার গার্টেন স্কুল	৫৯
	মাদ্রাসা	৬৪
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭০
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	১২
	কলেজ	৮
সুন্দরগঞ্জ		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৯
	মাদ্রাসা	৫৪
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬২
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	২০
	স্কুল ও কলেজ	৩
	কলেজ	১২
পলাশবাড়ী		
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭
	মাদ্রাসা	২২
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	১০
	স্কুল ও কলেজ	১
	কলেজ	৬
গাউবান্ধা জেলার	**মোট সংখ্যাঃ**	
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪৫
	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২
	কিন্ডার গার্টেন স্কুল	৫৯

	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৫
	নিম্ন মার্ধমিক বিদ্যালয়	৮৫
	মাদ্রাসা	২৩৩
	কলেজ	৪৯
	স্কুল ও কলেজ	১৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসম্পর্কীত তথ্যঃ *Source:www.gaibandha.gov.bd*

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

ক্রঃ	উপজেলা	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জ	কয়টি	কোথায় অবস্থিত
১	গাইবান্ধা সদর	মসজিদ	৩৯৩	উপজেলার ইউনিয়নে
		মন্দির	৬৪	
২	পলাশবাড়ী	মসজিদ	২৯৭	
		মন্দির	৭৭	
৩	ফুলছরি	মসজিদ	২৭০	
		মন্দির	২২	
৪	সাদুল্লাপুর	মসজিদ	৬০০	
		মন্দির	৮৬	
৫	সাঘাটা	মসজিদ	৪৩১	
		মন্দির	৪৬	
৬	গোবিন্দগঞ্জ	মসজিদ	৬০৯	
		মন্দির	১০২	
৭	সুন্দরগঞ্জ	মসজিদ	৩৬৩	
		মন্দির	৯৩	
মোট		মসজিদ	২৮৮৬	
মোট		মন্দির	৪৩৩	

ঈদগাহঃ

উপজেলার নাম	সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত (ইউনিয়নের নাম)
গাইবান্ধা সদরঃ		
	১০	লক্ষীপুর ইউনিয়ন
	১১	মালিবাড়ি ইউনিয়ন
	১৪	কুপতলা ইউনিয়ন
	৮	সাহাপাড়া
	১৩	বলম্নমঝাড়
	৮	রামচন্দ্রপুর
	৬	বাদিয়াখালি
	১০	বোয়ালী ইউনিয়ন
	৮	ঘাগোয়া
	১৬	গিদারী
	১২	খোলাহাটি
	৮	মোলম্নার চর
	৬	কামারজানি
মোট	১৩০	
পলাশবাড়ী		
	৮	কিশোরগাড়ী
	৮	হোসেনপুর
	১৫	পলাশবাড়ী

	২০	বরিশাল
	১৯	মহদীপুর
	১২	বেতকাপা
	১১	পবনাপুর
	৫	মনোহরপুর
	৮	হরিনাথপুর
মোট	**১০৬**	
সাদুল্লাপুর		
	১২	রসূলপূর
	০৮	নলডাঙ্গা
	৩৪	দামোদরপুর
	২৬	জামালপুর
	২৮	ফরিদপুর
	১৩	ধাপেরহাট
	১৬	ইদিলপুর
	১৩	ভাতগ্রাম
	১৬	বনগ্রাম
	৮	কামারপাড়া
	১৩	খোর্দ্দ কোমরপুর
মোট	**১৮৭**	
সাঘাটা		
	৯	পদুমশহর
	৯	ভরতখালী
	১১	সাঘাটা
	১০	মুক্তিনগর
	৪	কচুয়া
	৩	ঘুরিদহ
	৮	হলদিয়া
	৭	জুমারবাড়ী
	১৮	কামালের পাড়া
	৫	বোনার পাড়া
মোট	**৮৪**	
গোবিন্দগঞ্জ		
	৯	কামদিয়া
	৬	কাটাবাড়ী
	৮	শাকাহার
	১০	রাজাহার
	৮	সাপমারা
	৯	দরববস্ত
	২৪	তালুককানুপুর
	৩১	নাকাই
	১০	হরিরামপুর
	-	রাখালবুরুজ
	৮	ফুলবাড়ী
	৮	গুমানীগঞ্জ
	২১	কামারদহ
	৮	কোচাশহর
	১০	শিবপুর
	৩	মহিমাগঞ্জ

	-	শালমারা
মোট	**১৭৩**	
সুন্দরগঞ্জ		
	৩৬	বামন ডাঙ্গা
	২০	সোনারায়পুর
	১৬	তারাপুর
	৮	বেলকা
	১৮	দহবন্ধ
	৩৭	সর্বনন্দ
	৮	ধোপাডাঙ্গা
	১১	ছাপরহাটী
	৮	শামিত্মরাম
	৩৫	কঞ্চিবাড়ী
	৮	শ্রীপুর ইউনিয়ন
	১৩	চন্ডিপুর
	১০	কাপাসিয়া
	৪	হরিপুর
মোট	**২৩২**	
জেলার মোট	**৯১২**	

স্বাস্থ্য সেবাঃ

উপজেলা	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা	সেবার মান ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
গাইবান্ধা সদর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২	**গাইবান্ধা সদরে**		
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	-			
	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩৮			
	প্রাইভেট ক্লিনিক	৫			
পলাশবাড়ি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	**পলাশবাড়ী সদর ইউনিয়ন**	ডাঃ-৭ জন এবং নার্স-৯ জন	
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৫	বরিশাল, হোসেনপুর, কিশোরগাড়ি, পাবনাপুর		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৪	বেতকাপ, কিশোরগাড়ি, মোহাদিপুর, মনোহরপুর		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩২			
	প্রাইভেট ক্লিনিক	-			
ফুলছরি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	উদাখালী ইউনিয়ন	ডাঃ-৫ নার্সঃ-৬	
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১	কঞ্চিপাড়া,		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৫	কঞ্চিপাড়া, উড়িয়া, উদাখালী, এরেন্ডাবাড়ী, ফজলুপুর		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৪	সকল ইউনিয়নে আছে		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	-			
সাদুল্লাপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১		ডাঃ ৫জন, নার্সঃ ৯ জন	
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৬	রসুলপুর, নলডাঙ্গা, ফরিদপুর, ধাপেরহাট, ভাতগ্রাম, খোদ্দ কোমরপুর		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০	রসুলপুর, নলডাঙ্গা, ফরিদপুর, ধাপেরহাট, ইদিলপুর, ভাতগ্রাম, খোদ্দ কোমরপুর, কামারপাড়া		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩৫	সাদুল্লাপুরসকল ইউনিয়নে		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	০			

সাঘাটা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	সাঘাটা সদর	ডাক্তারঃ ৪ নার্সঃ৭	
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	-	-		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৯	সকল ইউনিয়নে একটি করে		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	৯			
	প্রাইভেট ক্লিনিক	-			
গোবিন্দগঞ্জ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১		ডাক্তারঃ০৮, নার্সঃ১২	
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	মহিমাগঞ্জ, গুমানিগঞ্জ		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১৩	হরিরামপুর, তালুককানুপুর, কাটাবাড়ি, রাখালবুরুজ , দরববস্ত, নাকাই, শিবপুর, শালমারা, গুমানিগঞ্জ, কাচাশহর, কামদিয়া, মহিমাগঞ্জ, সাপমারা		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	১২৪	**সকল ইউনিয়নে আছে**		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	১০			
সুন্দরগঞ্জ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১			
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৮			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৭			
	কমিউনিটি ক্লিনিক	৬০			
	প্রাইভেট ক্লিনিক	-			
গাইবান্ধা জেলার মোট	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৭	৭ উপজেলায় **৭টি**	ডাক্তারঃ ২৯ নার্সঃ৩৪	**গাইবান্ধা সদর ও** সুন্দরগঞ্জ এর ডাক্তার ও নার্স এর তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি।
	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২৪	**সকল উপজেলায়**		
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৪৮	**সকল উপজেলায়**		
	কমিউনিটি ক্লিনিক	৩১২	**সকল উপজেলায়**		
	প্রাইভেট ক্লিনিক	১৫	**গাইবান্ধা সদর ও গোবিন্দগঞ্জ**		

গাইবান্ধা সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য *Source০ঃwww.gaibandha.gov.bd*

ব্যাংকঃ গাইবান্ধা জেলা

ক্রঃ	উপজেলার নাম	মোট সংখ্যা	ব্যাংকের নাম	কোথায় অবস্থিত এবং কয়টি	সার্ভিস ইত্যাদি
১	গাইবান্ধা সদর	৬	১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২। জনতা ব্যাংক ৩। সোনালী ব্যাংক ৪। অগ্রনী ব্যাংক ৫। পুবালী ব্যাংক ৬। গ্রামীন ব্যাংক	জনতা ব্যাংক-১টি, হাট লক্ষ্মীপুর বাজার, লক্ষীপুর ইউনিয়ন। গ্রামীন ব্যাংক-১টি, কুপতলা স্কুলের বাজারের সংলগ্ন এবং কৃষি ব্যাংকু ১টি, কুপতলা স্কুলের বাজারের সংলগ্ন, কুপতলা ইউনিয়ন। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক - ১টি বালুয়া বাজার, রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে । বর্তমানে বাদিয়াখালী ইউনিয়নে রূপালী ও গ্রামীণ এ দুইটি ব্যাংক অবস্থিত। গ্রামীন ব্যাংক-১টি, দাড়িয়াপুর, ঘাগোয়া। গিদারী ইউনিয়ন-কোন তথ্য	মালীবাড়ী কোন ব্যাংক নেই। বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারী কোন ব্যাংক সুবিল (সাহাপাড়া) এবং বোয়ালী ইউনিয়নে ইউনিয়নে কার্যক্রম নেই। স্থানীয় জনগন বিদেশ থেকে রেমিটেন্স ট্রাষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারছে। সুবিল ইউনিয়নে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রেমিটেন্স এর টাকা ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নের বুথ থেকে উত্তোলন করতে পারে। বল্লমঝাড় ইউনিয়নে সরকারি কোন ব্যাংক নেই । তবে বেসরকারি ব্যাংক গ্রামীন ব্যাংকের একটি শাখা আছে । বর্তমানে বাদিয়াখালী ইউনিয়নে রুপালী ও গ্রামীণ এ দুইটি ব্যাংক অবস্থিত। স্থানীয় জনগণ বিদেশ থেকে টাকা রুপালী ব্যাংকের মাধ্যমে

				নেই খোলাহাটি ইউনিয়নের কোন তথ্য নেই। সোনালী ব্যাংকু ১টি , কামারজানি বাজার, কামারজানি ইউনিয়ন ।	উত্তোলন করতে পারছে। সাধারণ জনগণ ক্ষুদ্র ঋনের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে লেন দেন করে আসছে। বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারী কোন ব্যাংক বোয়ালী ইউনিয়নে কার্যক্রম নেই। স্থানীয় জনগণ বিদেশ থেকে রেমিটেন্স ট্রাষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারছে। সুবিল ইউনিয়নে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রেমিটেন্স এর টাকা ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নের বুথ থেকে উত্তোলন করতে পারে। বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারী কোন ব্যাংক মোল্লারচর ইউনিয়নে কার্যক্রম নেই।
২	সাদুল্লাপুর	৬ ব্যাংক এর মোট ১২ টি শাখা ইউনিয়ন তথ্যে হিসাব পাই ৮ টির	১. অগ্রণী ব্যাংক ২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৩. সোনালী ব্যাংক ৪. রূপালী ব্যাংক ৫. জনতা ব্যাংক ৬. গ্রামীণ ব্যাংক	□ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-০৫টি শাখা, রসুলপুর, বনগ্রাম, খোদ্দকমরপুর ইউনিয়ন, □ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক- ০৩টি শাখা, বনগ্রাম, কামারপাড়া দামোদরপুর, □ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-১টি শাখা, বনগ্রাম ইউনিয়ন □ রূপালী ব্যাংক লিমিটেড- ১টি , ধাপেরহাট, ইউনিয়ন □ জনতা ব্যাংক লিমিটেড-০১টি শাখা □ গ্রামীণ ব্যাংক-০১শাখা, খোদকমোরপুর ইউনিয়ন	রসুলপুর ইউনিয়নে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স এর জন্য অগ্রণী ব্যাংকই কাজ করে যাচ্ছ। নলডাঙ্গা ইউনিয়নের কোন তথ্য নেই। বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারী কোন ব্যাংক ৪নং জামালপুর, ভাতগ্রাম এবং ইদিলপুর ইউনিয়নে কার্যক্রম নাই। বিদেশ থেকে রেমিটেন্স এর জন্য ডাচ বাংলা এবং ট্রাষ্ট ব্যাংক ইতিমধ্যেই কার্যক্রম শুরুকরার প্রস্তুতি নিচ্ছে।এছাড়া ভাতগ্রাম ইউনিয়নে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে এবং ইুদলপুর ইউনিয়ন বিকাশ ও পোষ্টা অফিসের মাধ্যমে রেমিটেন্স এর টাকা ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নের বুথ থেকে উত্তোলন করতে পারে। ফরিদপুর ও কামারপাড়া ইউনিয়নে ব্যাংককার্যক্রম নেই। স্থানীয় জনগন বিদেশ থেকে রেমিটেন্স ট্রাষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারছে। ফরিদপুর ইউনিয়নে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রেমিটেন্স এর টাকা ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নের বুথ থেকে উত্তোলন করতে পারে।
৩	পলাশবাড়ী	৭	জনতা ব্যাংক	হরিনাথপুর-তালুকজামিরা=১, পলাশবাড়ি-৬ (কিশোরগাড়ী-৩, জামালপুর-১ গিরিধারীপুর-২,)	অর্থ জমা ও ঋণ প্রদান হয়। টিটি, ডিডিও পে-অর্ডার এবং সোনালী ব্যাংকের অনলাইন সার্ভিস সুবিধা আছে। এফডি আর, এম ডি এস ও ডিপি এস সার্ভিস সুবিধা ও আছে। এই উপজেলায় সোনালী, গ্রামীন, অগ্রনী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক তাদের সার্ভিস প্রদান করে। দূর্যোগকালীন সময়ে এইসব ব্যাংক খোলা থাকে।

					বর্তমানে যে সব ইউনিয়নে সরকারি বা বেসরকারী কোন ব্যাংকের কার্যক্রম নেই সে সব জায়গায় স্থানীয় জনগণ বিদেশ থেকে রেমিটেন্স ট্রাষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারছে। পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রেমিটেন্স এর টাকা ও য়েষ্টার্ন ইউনিয়নের বুথ থেকে উত্তোলন করতে পারে। **স্থানীয় জনগণ বিকাশ ও ডাচ বাংলার মাধ্যে ও দেশের মধ্যে টাকা পাঠানো ও উত্তোলন করতে পারছে।**
৪	সাঘাটা	১৪	সোনালী, রূপালি অগ্র নী, ইসলামী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, সিটি ব্যাংক কৃষি ব্যাংক ও আনছার ভিডিপি ব্যাংক আর বে-সরকারী ব্যাংক ব্রাক ও গ্রামীন ব্যাংক।	সোনালী ব্যাংক আছে ০৩টি রূপালি ব্যাংক আছে ০১টি অগ্র নী ব্যাংক আছে ০২টি, ইসলামী ব্যাংক আছে ০২টি, গ্রামীণ ব্যাংক আছে ০৩টি, সিটি ব্যাংক আছে ০১টি, কৃষি ব্যাংক আছে ০১টি ও আনছার ভিডিপি ব্যাংক আছে ০১টি আর বে-সরকারী ব্যাংক ব্রাক ও গ্রামীনব্যাংক। ব্যাংকগুলো বোনারপাড়া বাজার, সাঘাটা,পদুমশহর, কামালেরপাড়া অবস্থিত।	ব্যাংকগুলোতে টাকা আদান প্রদান ছাড়াও ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম এবং মানিঅর্ডার, টি.টি ও মানি গ্রামের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মেয়াদি প্রকল্প কার্যক্রম চালু আছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বে -সরকারী অফিসের বেতন ভাতাদি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করাহয়ে থাকে।
৫	গোবিন্দগঞ্জ	২৩	১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২। জনতা ব্যাংক ৩। সোনালী ব্যাংক ৪। অগ্রনী ব্যাংক ৫। পুবালী ব্যাংক ৬। গ্রামীন ব্যাংক	সোনালী ব্যাংক আছে ০৩ টি রূপালি ব্যাংক আছে ০১ টি জনতাব্যাংক আছে ০২ টি অগ্রনী ব্যাংক আছে ০২ টি কৃষি ব্যাংক ০১টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০২টি, মার্কেন্টাইল ব্যাংক আছে ০১টি, মিচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক আছে ০১টি, ইসলামী ব্যাংক আছে ০২টি, গ্রামীণ ব্যাংকআছে ০৫ টি, সিটি ব্যাংক আছে ০১ টি, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক আছে ০১ টি, ডাচ বাংলা ব্যাংক ০১টি	গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ব্যাংক আছে ২৩ টি, ব্যাংকগুলোর মধ্যে সরকারী ব্যাংক ১১টা ও বেসরকারীব্যাংক আছে ১২টা । ব্যাংকগুলোতে টাকা আদান প্রদান ছাড়াও ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম এবং মানিঅর্ডার, টি.টি ও মানি গ্রামের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মেয়াদি প্রকল্প কার্যক্রম চালু আছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বে -সরকারী অফিসের বেতন ভাতাদি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করাহয়ে থাকে।
৬	ফুলছরি	৫	সানালী, গ্রামীন,অগ্রনী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক	উদয়খালী-কালির বাজার- ৪টি গজারিয়া- ফহলছুড়ি বাজার- ১টি	অর্থ লেন-দেন এর কাজ হয়ে থাকে। অর্থ জমা ও ঋণ প্রদান হয়। টিটি, ডিডি ও পে-অর্ডার এবং সোনালী ব্যাংকের অয়ান লাইন সার্ভিস সুবিধা আছে। এফডিআর, এমডিএস ও ডিপিএস সার্ভিস সুবিধাও আছে। এই উপজেলায় সোনালী, গ্রামীন,অগ্রনী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক তাদের সার্ভিস প্রদান করে। গজারিয়া ইউনিয়নে অগ্রণী ব্যাংক সার্ভিস প্রদান করে। দূযোগকালীন সময়ে এসব ব্যাংক খোলা থাকে।
৭	সুন্দরগঞ্জ	১২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন	জশাহী কৃষি উন্নয়নঃ ব্যাংক,	

			ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক,া	সুন্দরগঞ্জ-১টি, ডোমের হাট-১টি, ধর্মপুর -১টি শাখা ২। জনতা ব্যাংকঃ মীরগঞ্জ-১টি, বামনডাঙ্গা -১টি, ৩। সোনালী ব্যাংকঃ সুন্দরগঞ্জ -১টি, ৪। অগ্রনী ব্যাংকঃ সুন্দরগঞ্জ -১টি, পাঁচপীর-১টি, ৯। গ্রামীণ ব্যাংকঃ মীরগঞ্জ-১টি, ছাইতানতলা-১টি, বামনডাঙ্গা-১টি,শোভাগঞ্জ-১টি,	
	মোট	**৭০**	**গাইবান্ধা জেলায় ব্যাংক ৭০ টি**		

গাইবান্ধা সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ব্যাংক সম্পর্কীত তথ্য *Source*ঃ *www.gaibandha.gov.bd*

পোস্ট অফিসঃ গাইবান্ধা জেলা

ক্রঃ	উপজেলার নাম	কয়টি	কোথায় অবস্থিত	সার্ভিস ইত্যাদি
১	গাইবান্ধা সদর	৩৬		
২	সাদুল্লাপুর			
১	রসুলপুর	০৩	মহিষবান্দি, ছান্দিয়াপুর, গোপীগ্রাম	ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসকল সাব পোস্ট অফিস আসে তারা চিঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। রেভিনিউ স্টাম্প বিক্রি করে। কোন স্থানে টাকা পাঠাতে চাইলে টাকা পাঠানো যায়। কিন্তু টাকা উত্তোলনের কাজ উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিস থেকে করতে হয়। কেবল মাত্র উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিসে সঞ্চয়-এর বিভিন্ন স্কিম কার্যক্রম আছে এবং বিভিন্ন দ্রব্য -সামগ্রী পার্শেল সুবিধা আছে।
২	নলডাংগা	-	-	
৩	দামোদরপুর	০১	ভাঙ্গামোর কামত্মানগর	
৪	জামালপুর	০১	বড় জামারপুর	
৫	ফরিদপুর	০২	ঘেগার বাজার ও গোপীগ্রাম	
৬	ধাপেরহাট	২	ধাপেরহাট , বকশীগঞ্জ	
৭	ইদিলপুর	০২	মহিপুর ও মাদারহাট	
৮	ভাতগ্রাম	০১	ভাতগ্রাম বাজার	
৯	বনগ্রাম	০১	সাদুল্লাপুর	
১০	কামারপাড়া	০১	কামারপাড়া বাজার	
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	০২	খোর্দ্দ কোমরপুর, বড় গোপালপুর	
	মোট	১৬		
	পলাশবাড়ী			
১	বরিশাল	০২	আমলাগাছী, বাসুদেবপুর	ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসকল সাব পোস্ট অফিস আসে তারা চিঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। রেভিনিউ স্টাম্প বিক্রি করে। কোন স্থানে টাকা পাঠাতে চাইলে টাকা পাঠানো যায়। কিন্তু টাকা উত্তোলনের কাজ উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিস থেকে করতে হয়। কেবল মাত্র উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিসে সঞ্চয়-এর বিভিন্ন স্কিম কার্যক্রম আছে এবং বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী পারসেল সুবিধা আছে।
২	বেতকাপা	০১	রওশনবাগ	
৩	হরিনাথপুর	০১	তালুক জামিরা	
৪	হোসেনপুর	০১	মেরিরহাট	
৫	কিশোরগাড়ী	০১	কিশোরগাড়ী	
৬	মোহাদিপুর	০১	ঠুটিয়া পুকুর	
৭	মনোহরপুর	০২	মনোহরপুর, হালিমবাজার	
৮	পাবনাপুর	০৪	চরেরহাট, ফকিরে হাট, গোপীনাথপুর, ফরিদপুর	
৯	পলাশবাড়ি	০১	জামালপুর	
	মোট	**১৫টি**		
৪	সাঘাটা	০৮		
	কচুয়া	৩টি	কচুয়া, তীরমোহনী/ রামনগর ও উলম্না সোনাতলা।	পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।
	ঘুড়িদহ	১টি	ডাকবাংলা বাজার ঘুড়িদহ।	
	কামালেরপাড়া	২টি	বারকোনা ও কামালেরপাড়া বাজারে।	
	মুক্তিনগর	১টি	খামার ধনারম্নয়া।	

	বোনারপাড়া	২টি	বোনারপাড়া ও পূর্ব শিমুলতাইর।	
	হলদিয়া	১টি	হলুদিয়া বাজারে।	
	ভরতখালি	২টি	ভরতখালি ও উত্তর ঘটিয়া।	
	সাঘাটা	৩টি	সাঘাটা, মুন্সিরহাট ও ভরতখালি বাজারে।	
	জুমারবাড়ি	১টি	জুমারবাড়ি বাজারে।	
	পদুমশহর	২টি	চকদাতেয়া ও নয়াবন্দর।	
	মোট	১৮		
৫	**গোবিন্দগঞ্জ**			
	হরিরামপুর	১টি	হরিরামপুর বাজারে।	পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয়। পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়।
	তালুককানুপুর	২টি	উ: ছয়ঘরিয়া ও তালুককানুপুর বাজারে।	
	কাটাবাড়ী	১টি	কাটাখালি বাজারে ।	
	রাখালবুরম্ন জ	২টি	কাজলা ও আমতলী বাজারে।	
	ফুলবাড়ি	১টি	ফুলবাড়ি।	
	দরববস্ত	৩টি	কোমরপুর হাট, বগুলাগাড়ি বাজার ও বিশুবাড়ি।	
	নাকাই	২টি	নাকাইহাট ও রথের বাজারে।	
	শিবপুর	১টি	সরদার হাট ভিটাসাখইল।	
	কোচাশহর	৩টি	চাদপাড়া, রতনপুর ও কোচাশহর বাজারে।	
	শালমারা	২টি	জালালাবাদ ও বারপাইকা।	
	গুমানীগঞ্জ	২টি	ফুলপুকুরিয়া ও পারগয়ারা।	
	কামদিয়া	১টি	কামদিয়া বাজারে।	
	মহিমাগঞ্জ	২টি	জগদিশপুর ও মহিমাগঞ্জ বাজারে।	
	কামারদহ	১টি	ফাসিতলা।	
	শাপমারা	৩টি	পন্ডিতপুর, শাপমারা ও সাহেবগঞ্জ বাজার।	
	শাখাহার	৬টি	রাজাবিরাট, পন্ডিতপুর, শহরগাছি, দামগাড়ি, দিগীরহাট ও আলীগ্রাম।	
	রাজাহার	২টি	পানিতলাহাট ও রাজাবিরাট বাজারে।	
	মোট	৩৫		
৬	ফুলছরি			
০১	কঞ্চিপাড়া	০১	সমিতির বাজার	ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসকল সাব পোস্ট অফিস আসে তারা চিঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। রেভিনিউ স্টাম্প বিক্রি করে। কোন স্থানে টাকা পাঠাতে চাইলে টাকা পাঠানো যায়। কিন্তু টাকা উত্তোলনের কাজ উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিস থেকে করতে হয়। কেবল মাত্র উপজেলা সদর পোষ্ট-অফিসে সঞ্চয়-এর বিভিন্ন স্কিম কার্যক্রম আছে এবং বিভিন্ন দ্রব্য -সামগ্রী পার্শেল সুবিধা আছে।
০২	উড়িয়া	০১	গুনভরি বাজার	
০৩	উদাখালী	০১	কালিতলা	
০৪	গজারিয়া	০১	গজারিয়া ফুলছরি বাজার	
০৫	ফুলছরি	০১	টেংরাকান্দি বাজার	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	০১	এরেন্ডাবাড়ী বাজার	
০৭	ফজলুপুর	০১	খাটিয়ামারী বাজার	
	সুন্দরগঞ্জ	৭		
	মোট	গাইবান্ধা জেলায় পোস্ট অফিস মোট ১২৭টি		

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

ক্রমঃ	উপজেলা ভিত্তিক	কয়টি	কোথায়	সমাজ সেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা ইত্যাদি
	পলাশবাড়ী			
১	বরিশাল	নাই		ক্লাব গুলো বিভিন্ন সময় যেমন শীতের সময় শীত বস্ত্র বিতরন করে থাকে, বন্যার সময় সেচ্ছাসেবকের কাজ করে ।
২	বেতকাপা	০৪	মাঠেরহাট, মুরারীপুর, কৃষ্ণপুর, চান্দুরা	
৩	হরিনাথপুর	নাই		
৪	হোসেনপুর	৪	দৌলতপুর, আলতাফনগর, শিশুদহ, চেরেঙ্গা	
৫	কিশোরগাড়ি	নাই		

৬	মোহাদিপুর	নাই		
৭	মনোহরপুর	০২	নিমগাছির ভিটা, কুমতপুর	
৮	পাবনাপুর	০৬	চরহাট, পবনাপুর, ফকিরের হাট, গোপীনাথপুর,	
৯	পলাশবাড়ি	০১	নুনিয়াগাড়ী	
	মোট	**১৭টি**		
	ফুলছরি			
০১	কঞ্চিপাড়া	০২	সমিতির বাজার, কঞ্চিপাড়া বাজার	ক্লাব গুলো বিভিন্ন সময় যেমন শীতের সময় শীত বস্ত্র বিতরন করে থাকে, বন্যার সময় সেচ্ছাসেবকের কাজ করে।
০২	উড়িয়া	-	-	
০৩	উদাখালী	০৩	কালির বাজার-২, উদাখালী বাজার	
০৪	গজারিয়া	০১	ফুলছরি বাজার	
০৫	ফুলছরি	-	-	
০৬	এরেন্ডাবাড়ী	-	-	
০৭	ফজলুপুর	০১	খাটিয়ামারি বাজার	না
	মোট	**৭**		
	সাদুল্লাপুর			
১	রসুলপুর	০৩	রসুলপুর, মহিষবান্দি, তরফ কামাল	এই উপজেলার সকল ক্লাব তাদের নিজস্ব উদ্যোগে মানুষের পাশে থাকে এবং সমাজসেবা মূলক কাজ সহ বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে পাশে থাকে সহযোগিতা করে।
২	নলডাংগা	০১	নলডাংগা শহীদ মিনার	
৩	দামোদরপুর	০১	ভাঙ্গামোর কামত্মানগর	
৪	জামালপুর	নাই		
৫	ফরিদপুর	০১	মিরপুর	
৬	ধাপেরহাট	০২	ধাপেরহাট, বকশীগঞ্জ	
৭	ইদিলপুর	নাই		
৮	ভাতগ্রাম	নাই		
৯	বনগ্রাম	০২	সাদুল্লাপূর	
১০	কামারপাড়া	নাই		
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	নাই		
মোট		**১০**		
	সাঘাটা			
	কচুয়া	১টি	কচুয়া আদর্শ ক্লাব	কচুয়া আদশ ক্লাব, নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব,কামালেরপাড়া আদর্শ ক্লাব, মুক্তিনগরআদর্শ ক্লাব, টেপাপদুমশহর যুব সংহতি ক্লাব, বোনারপাড়া আদর্শ ক্লাব ও বাশহাটা ইয়ং ক্লাবএই ৭টি ক্লাব সমাজ সেবা ও উন্নয়ন মূলক কাজ করে বাকি ক্লাবগুলো কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করেনা।
	জুমারবাড়ি	৬টি	নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব,পাটোয়া যুব সংহতি ক্লাব, রথের বাজারে ইয়ং ক্লাব, পোগইল একতা ক্লাব, ধানখুনিয়া আদর্শ ক্লাব ওপুরানদহ শীতলগ্রাম ষ্টার ক্লাব	
	কামালেরপাড়া	৩টি	কামালেরপাড়া আদর্শ ক্লাব, বারকোনা যুবসংহতি ক্লাব, পাকুরতলা জনতা ক্লাব	
	মুক্তিনগর	৩টি	মুক্তিনগর আদর্শ ক্লাব, ভরতখালি যুবসংহতি ক্লাব, শ্যামপুর জনতা ক্লাব	
	পদুমশহর	৩টি	টেপাপদুমশহর যুব সংহতি ক্লাব,ডিমলাপদুমশহর জনতা ক্লাব চকদাতেয়া আদর্শ ক্লাব	
	বোনারপাড়া	২টি	বোনারপাড়া আদর্শকাল ব, রাগবপুর যুব সংহতি ক্লাব	
	সাঘাটা	৩টি	সাঘাটা আদর্শ ক্লাব, ভরতখালি যুব সংহতিক্লাব, বাশহাটা ইয়ং ক্লাব,	
	মোট	**২১**		
	গোবিন্দগঞ্জ			
	হরিরামপুর	৫টা	রামপুরা আদর্শ ক্লাব, শিবের বাজার যুব সংহতি ক্লাব, হরিপুর সততা ক্লাব,খেয়ার ঘাট একতা ক্লাব,হাজীর বাজার আদর্শ ক্লাব	৫টির মধ্যে ০৩টি ক্লাব কোন প্রকার সমাজসেবা উন্নয়নমূলক কাজ করে না।
	দরববস্ত	৪টা	কোমরপুর আদর্শ ক্লাব, কালিতলা যুব সংহতি ক্লাব, বগুলাগাড়ি একতা ক্লাব,বিশুবাড়ি আদর্শ ক্লাব	সমাজসেবা/উন্নয়নমূলক কাজকরে না শুধু আদর্শ ক্লাব মাজসেবা বা

	কামারদহ	১টা	ইউনিয়নে ক্লাব, ফাসিতলা আদর্শ ক্লাব।	উন্নয়নমূলককাজ করে । শুধু মহিমাগঞ্জ বন্দর আদর্শ ও কুমারডাঙ্গা ক্রিয়াসংস্থা/ ক্লাব সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজ করে নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব ছাড়াবাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকার সমাজসেবা বা উন্নয়ন মূলক কাজ করে না। শুধুমাত্রা মাদারদহ একতা ক্লাব সমাজসেবা /উন্নয়নমূলক কাজ করে। প্রভূরামপুর আদর্শ ক্লাব ছাড়া বাকি ক্লাবগুলো কোন প্রকারসমাজসেবা বা উন্নয়ন মূলক কাজ করে না। শালমারা যুব উন্নয়ন শাপলা ক্লাব ছাড়া বাকি গুলো কোন সমাজসেবা বা উন্নয়ন মূলক কাজ করে না। সমাজসেবা/ উন্নয়নমূলক কাজ করে। শুধুমাত্রা মালঞ্চা আনছার বিডিপি ক্লাব সমাজসেবা/ উন্নয়নমূলককাজ করে। শুধুমাত্রা কাটাখালি বালুয়া আদর্শ ক্লাব ও তালুককানুপুর আদর্শ সমাজসেবা বা উন্নয়ন মূলক কাজ করে না।
	কামদিয়া	২টা	কামদিয়া ক্রিয়া সংগঠন ও চালিতা ক্রিয়া সংস্থা।	
	কাটাবাড়ি	২টা	বাগদা আদর্শ ক্লাব, বিশলিয়া একতা ক্লাব	
	কোচাশহর	৫টা	কোচাশহর আদর্শ ক্লাব, রতনপুরযুব সংহতি ক্লাব ও চাদপাড়া একতা ক্লাব	
	মহিমাগঞ্জ	৪টা	ইউনিয়নে ক্লাব, মহিমাগঞ্জ বন্দর আদর্শ ক্লাব, রংপুর চিনিকল যুব সংহতি ক্লাব, কুমারডাঙ্গাক্রিয়া সংস্থা, পুনতাইর একতা ক্লাব, হাজীর বাজার আদর্শ ক্লাব।	
	নাকাই	৬টা	নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব, পাটোয়া যুব সংহতি ক্লাব, রথের বাজারে ইয়ং ক্লাব,পোগইল একতা ক্লাব, ধানখুনিয়া আদর্শ ক্লাব ও পুরানদহ শীতলগ্রাম ষ্টার ক্লাব।	
	রাখালবুরম্ন জ	৪টা	রাখালবুরুজ আদর্শ ক্লাব, ধর্মপুর একতা ইয়ং ক্লাব, লোনতলা সমবায়সমিতি, মাদারদহ একতা ক্লাব।	
	রাজাহার	৫টা	প্রভূরামপুর আদর্শ ক্লাব, শিবের বাজার যুব সংহতি ক্লাব, বানেশ্বর সততা ক্লাব,রাজাহার একতা ক্লাব, বেউরগ্রাম আদর্শ ক্লাব।	
	শাখাহার	১টা	শাখাহার আদর্শ ক্লাব।	
	শালমারা	২টা	দামগাছা বেনিফিট ক্লাব, হিয়াতপুর আইডিয়াল ক্লাব, শালমারা যুব উন্নয়নশাপলা ক্লাব, শাখাহাতি জন কল্যান ক্লাব।	
	শাপমারা	১টা	শাপমারা আদর্শ ক্লাব।	
	শিবপুর	৩টা	উ: ষোলাগাড়ি সমবায় সমিতি, সরদার হাট সমবায় সমিতি ও মালঞ্চা আনছারবিডিপি ক্লাব ।	
	তালুককানুপুর	৪টা	তালুককানুপুর আদর্শ ক্লাব, চন্ডিপুর যুব সংহতি ক্লাব, সুন্দাইল জনতাক্লাব, কাটাখালি বালুয়া বাজার আদর্শ ক্লাব।	
	মোট	৪৯		
	সুন্দরগঞ্জ			
	মোট	**১০৪ট**	**গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৪৯টি। এর মধ্যে ১৫টি ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে বাকি গুলো সমাজ উন্নয়নমূলক কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয়।**	

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ ০ঃ

ক্রমঃ	এনজিও	দুর্যোগে কাজ করে কিনা	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
	সাঘাটা				
১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	হ্যা	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৬,২৭৮	১/১/০৮ হতে৩১/১২/২০১৪
২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	হ্যা	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৬,৫৬৯	১/১/১০ হতে৩১/১/২০১৪
৩	এস কে এস	হ্যা	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১০,৮৬৭	১/৬/১১ হতে৩০/৬/২০১৪
৪	ব্রাক	হ্যা	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৫,৮৯৭	১/১/১০ হতে৩০/০৮/২০১৪
৫	সি সি ডি বি	হ্যা	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৬,৮৯৭	১/১/১১ হতে৩১/১২/২০১৫
৬	আর.ডি.আর.এস	হ্যা	স্কুল ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম	৬,৮৫০	১/১/১১ হতে৩১/১২/২০১৫
	গোবিন্দগঞ্জ				
১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	হ্যা	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭,২৭০	১/১/০৯ হতে৩১/১২/১৩
২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	হ্যা	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮,৫৬০	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
৩	ইউএসটি	হ্যা	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১২,৮৬৪	১/৬/১১ হতে৩০/৬/১৩ ইং
৪	আর.ডি.আর.এস	হ্যা	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৭,৮৬৭	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
৫	সি সি ডি বি	হ্যা	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৮,৫৯৭	১/১/১১ হতে৩১/১২/১৪ ইং
৬	ব্রাক	হ্যা	নারী অধিকার ও ক্ষুদ্র ঋন	৬,৪৮৩	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৩ ইং
৭	এস কে এস	হ্যা	নারী অধিকার ও ক্ষুদ্র ঋন	৭,৮৫০	১/১/১১ হতে৩১/১২/১৪ ইং

খেলার মাঠঃ

উপজেলার/ ইউনিয়ন নাম	কয়টি	কোথায় অবস্থিত	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে কিনা এবং কি ভাবে ইত্যাদি
গাইবান্ধা			
পলাশবাড়ী			
বরিশাল	০১	বাসুদেবপুর	হ্যাঁ -দূর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঝড়/ টর্নেডোতে দরিদ্র জনসাধারণের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে গেলে তাবু টানিয়ে এখানে লোকজন আশ্রয় নেয়।
বেতকাপা	৩	কৃষ্ণপুর, মুরারীপুর, সাতারপাড়া	
হরিনাথপুর	০৫	১,৩,৭,৮ও২ নং ওয়ার্ড	
হোসেনপুর	০১	কদমতলী	
কিশোরগাড়ি	০১	কিশোরগাড়ী	
মোহাদিপুর	নাই		
মনোহরপুর	০২	হালিমবাজার, কাজির বাজার	
পাবনাপুর	**০১**		
পলাশবাড়ি	০২	সরকারি কলেজমাট, এস,এম স্কুল মাঠ	
মোট	**১৬টি**		
ফুলছড়ি			
কঞ্চিপাড়া	০১	একাডেমী স্কুল মাঠ	হ্যাঁ -দূর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
উড়িয়া			
উদাখালী	০১	উদাখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	
গজারিয়া	০১	পাইলট স্কুল মাঠ	
ফুলছড়ি	-		
এরেন্ডাবাড়ী	-		
ফজলুপুর	-		
মোট	**৩**		
সাদুল্লাপুর			
রসুলপুর	০১	রসুলপুর	হ্যাঁ -দূর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খেলার মাঠ গুলো উচু হওয়ায় বন্যার পানি সহজে উঠতে পারে না, এবং অনেক লোক জনের অস্থায়ী আশ্রয়ের স্থান হিসাবে বেছে নেয়।
নলডাঙ্গা	২	নলডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ খেলার মাঠ উমেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ	
দামোদরপুর	০৩	নিয়ামত নগর, ভাঙ্গামোর, দামোদরপুর	
জামালপুর	নাই		
ফরিদপুর	০১	ঘেগার বাজার	
ধাপেরহাট	০৪	নিজপাড়া, বকশীগঞ্জ, ধাপেরহাট-২	
ইদিলপুর	০১	কুঞ্জমহিপুর	
ভাতগ্রাম	০১	ভাতগ্রাম হাইস্কুল মাঠ	
বনগ্রাম	০১	সাদুল্লাপূর	
কামারপাড়া	০১	মধ্য হাট বামুনী	
খোর্দ্দ কোমরপুর	০২	ঢোলভাঙ্গা, খোর্দ্দ কোমরপুর	
মোট	১৭		
সাঘাটা			
কচুয়া	০৪ টি	কচুয়া, তীরমোহনী/ রামনগর, উলম্লা সোনাতলা ও ওসমানের পাড়া ইত্যাদি।	দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গ রম্ন-ছাগল আশ্রয় নেয় এবংবন্যার সময় তিনটি খেলার মাঠে পানি উঠে ।
ঘুড়িদহ	০৪ টি	বটতলা, ঘুড়িদহ, ঝারাবর্ষা ও যাদুরতাইর ইত্যাদি।	
কামালেরপাড়া	০৬টি	কামালেরপাড়া, বারকোনা, ফলিয়া, জালালতাইর, কৈচরা ওশিলমানের পাড়া ইত্যাদি।	
মুক্তিনগর	০৬টি	মুক্তিনগর, কচুয়াহাট, খামার ধনারম্নয়া, কুখাতাইর, বেলতৈল ও চকচকিয়াইত্যাদি।	
বোনারপাড়া	০১টি	বোনারপাড়া	

হলদিয়া	০৩ টি	গোবিন্দপুর, বেড়া ও নলছিয়া ইত্যাদি।	
সাঘাটা	০৪টি	সাঘাটা, কচুয়া, মুন্সিরহাট ও দক্ষিন যুগিপাড়া ইত্যাদি।	
পদুমশহর	০৪ টি	চকদাতেয়া, টেপাপদুমশহর, নয়াবন্দর ও ডিমলা পদুমশহর ইত্যাদি।	
মোট	**৩২**		
গোবিন্দগঞ্জ			
হরিরামপুর	০৬	রামচন্দ্রপুর, ক্রোরগাছা, রামপুরা, সোনাইডাঙ্গা বৈকন্ঠপুর, তালুকসোনাইডাঙ্গা্	সব কয়টিখেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।
তালুককানুপুর	০৫ টি	নারিচাগাড়ি, তালুককানুপুর, তালতলা, জামালপুর, উ:ছয়ঘরিয়া ইত্যাদি।	সব কয়টিখেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।
কাটাবাড়ি	৬টা	বাগদা, বেগুনবাড়ি, কাঠালবাড়ি, নাছিরাবাদ, মালিগাও ও আসকুরাইত্যাদি।	দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।
রাখালবুরুজ	০৪টি	চকমাকরা, লোনতলা, রাখালবুরুজ ও হরিনাথপুর ইত্যাদি।	দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে।
ফুলবাড়ি	০৪টি	ফুলবাড়ি, বড় সাতাইল বাতাইল, বড় সোহাগী, কোয়াগাড়ি কৃষ্ণপুরইত্যাদি।	
দরববস্ত	০৪ টি	কালিতলা, বিশুবাড়ি, মারিয়া ও বগুলাগাড়ি ইত্যাদি।	
নাকাই	০৪ টি	নাকাইহাট, রথের বাজার, শীতলগ্রাম ও পোগইল	
শিবপুর	০৪ টি	নাকাইহাট, রথের বাজার, শীতলগ্রাম ও পোগইল	
কোচাশহর	০৩ টি	কোচাশহর, চাদপাড়া ও বুনাতলা ইত্যাদি।	
শালমারা	০৪ টি	শালমারা, কলাকাটা হামছাপুর, বুড়াবুড়ি ও পচারিয়া ইত্যাদি।	
গুমানিগঞ্জ	০৬ টি	কৃষ্ণপুর, পারগয়ারা, বালুভরা, ঘুগা, কালিতলা ও কাইয়াগঞ্জইত্যাদি।	
কামদিয়া	০৪ টি	কামদিয়া, কাচেরচড়া, দিঘীরহাট, চক মানিকপুর ইত্যাদি।	
মহিমাগঞ্জ	০৫ টি	মহিমাগঞ্জ বন্দর, মহিমাগঞ্জ হাইস্কুল, রংপুর চিনিকল,কুমারডাঙ্গা, মহিমাগঞ্জ কলেজ মাঠ ইত্যাদি।	
কামারদহ	০৪ টি	চাপরীগঞ্জ, মোগলটুলি, বার্না আকুব ও মহানগর ইত্যাদি	
শাপমারা	০৪ টি	সাপমারা, সাহেবগঞ্জ, পন্ডিতপুর ও মদনপুর	
শাখাহার	০৫টি	শহরগাছি, শাখাহার, বৈরাগিরহাট, দিগীরহাট ও আলীগ্রাম	
রাজাহার	০৩ টি	পানিতলাহাট, রাজাবিরাট ও বানেশ্বর	
মোট	**৭৫**		
সুন্দরগঞ্জ			
মোট	**১৪৩**		

কবর স্থান/ শ্মশান ঘাট

উপজেলা	কবর স্থান/ শ্মশান ঘাট	কয়টি	কোথায় অবস্থিত (ইউনিয়নের নাম)	বন্যা লেভেলের উপরে কিনা ইত্যাদি
গাইবান্ধা সদর	কবর স্থান	১০	লক্ষণীপুর	
	কবর স্থান	২	মালিবাড়ি	
	কবর স্থান	৫	কুপতলা	
	কবর স্থান	৩	সাহাপাড়া	
	কবর স্থান	২০০	বলস্নমঝাড়	
	কবর স্থান	১০	রামচন্দ্রপুর	
	কবর স্থান	৪	বাদিয়াখালি	
	কবর স্থান	১০	বোয়ালী	

	কবর স্থান	১	ঘাগোয়া	
	কবর স্থান		গিদারী	
	কবর স্থান	২	খোলাহাটি	
	কবর স্থান	২	মোলম্নার চর	
	কবর স্থান	৩	কামারজানি	
মোট	কবর স্থান	**২৫২**		
পলাশবাড়ী	কবর স্থান	২০	বরিশাল	
	কবর স্থান	২	বেতকাপা	
	কবর স্থান	৬	হরিনাথপুর	
	কবর স্থান	১০	হোসেনপুর	
	কবর স্থান	১০	কিশোরগাড়ি	
	কবর স্থান	১২	মোহাদিপুর	
	কবর স্থান	৮	মনোহরপুর	
	কবর স্থান	১০	পাবনাপুর	
	কবর স্থান	১	পলাশবাড়ি	
মোট	কবর স্থান	**৮০**		
ফুলছরি	কবর স্থান	১৬	কঞ্চিপাড়া	
	কবর স্থান	১১	উড়িয়া	
	কবর স্থান		উদাখালী	
	কবর স্থান	৮	গজারিয়া	
	কবর স্থান	১৮	ফুলছরি	
	কবর স্থান		এরেন্ডাবাড়ী	
	কবর স্থান	১৪	ফজলুপুর	
মোট		**৬৭**		
সাদুল্লাপুর		-	রসুলপুর	
	কবরস্থান	৩	নলডাংগা	
	কবরস্থান	১	দামোদরপুর	
	কবরস্থান	৯	জামালপুর	
	কবরস্থান	৪৫০	ফরিদপুর	
	শ্বশান	৭	ফরিদপুর	
	কবরস্থান	২	ধাপেরহাট	
	কবরস্থান	-	ইদিলপুর	
	কবরস্থান	-	ভাতগ্রাম	
	কবরস্থান	৪	বনগ্রাম	
	কবরস্থান	১০	কামারপাড়া	
	কবরস্থান	১	খোর্দ্দ কোমরপুর	
মোট	**কবরস্থান**	**৪৯৯**		
মোট	**শ্বশান**	**৭**		
সাঘাটা	শ্মশান	১	পদুমশহর	
	কবর স্থান		ভরতখালী	
	কবন স্থান	৬	সাঘাটা	
	কবর স্থান	১৮	মুক্তিনগর	
	কবর স্থান		কচুয়া	
	কবর স্থান		ঘুরিদহ	
	কবর স্থান	১৩	হলদিয়া	
	কবর স্থান	৪৫	জুমারবাড়ী	
	কবর স্থান	১০	কামালের পাড়া	
	কবর স্থান	২	বোনার পাড়া	
মোট	**শ্মশান**	১		

মোট	**কবর স্থান**	৯৫		
গোবিন্দগঞ্জ	কবর স্থান	৬	কামদিয়া	
	কবর স্থান	৬	কাটাবাড়ী	
	কবর স্থান	১০	শাকাহার	
	কবর স্থান	২৩	রাজাহার	
	কবর স্থান	১৬	সাপমারা	
	কবর স্থান	-	দরববস্ত	
	কবর স্থান	১০	তালুককানুপুর	
	কবর স্থান	৮	নাকাই	
	কবর স্থান		হরিরামপুর	
	কবর স্থান		রাখালবুরুজ	
	কবর স্থান		ফুলবাড়ী	
	কবর স্থান		গুমানীগঞ্জ	
	কবর স্থান		কামারদহ	
	কবর স্থান	১০	কোচাশহর	
	কবর স্থান		শিবপুর	
	কবর স্থান	৩	মহিমাগঞ্জ	
	কবর স্থান		শালমারা	
মোট		**৯২**		
সুন্দরগঞ্জ	কবর স্থান	১	বামন ডাঙ্গা	
	শ্বশান	১		
	কবর স্থান	১০	সোনারায়পুর	
	কবর স্থান	৩	তারাপুর	
	কবর স্থান	১০	বেলকা	
	কবর স্থান	৮	দহবন্ধ	
	কবর স্থান		সর্বনন্দ	
	কবর স্থান		রামজীবন	
	কবর স্থান	১০	ধোপাডাঙ্গা	
	কবর স্থান		ছাপরহাটি	
	কবর স্থান		শামিত্মরাম	
	কবর স্থান		কঞ্চিবাড়ি	
	কবর স্থান	৪	চন্ডিপুর	
	কবর স্থান		কাপাসিয়া	
	কবর স্থান	৪	হরিপুর	
মোট	**কবর স্থান**	**৫০**		
	শ্বশান	**১**		
মোট	কবর স্থান	১১৩৫		
মোট	শ্বশান	৯		

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

ক্রঃ	উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম	বাহন	সংখ্যা
	পলাশবাড়ী		
১	কিশোরগাড়ী	বাস, সি,এন,জি, অটোরিক্সা ইত্যাদি।	বাস=নেই, সি,এন,জি=২৫ , অটোরিক্সা/ভ্যানঃ ৫৫
২	পলাশবাড়ী	অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	বাস=১০, সিইনজি=৪৫, অটো=৩৫, ভটভঠি=৪০
৩	হোসেনপুর	সি,এন,জি ,অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি	বাস=৩টি, সিইনজি=২৮, অটো=২৫, ভটভটি=২০
৪	বরিশাল	সি,এন,জি, অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি	সি ইন জি=৩০টি,অটো=২৫টি, কাঠবডি=৩০টি।

৫	মোনহরপুর	অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	সি ইন জি=১৫টি,অটো=১৮টি, কাঠবডি=২৫টি।
৬	মহদীপুর	অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	ভ্যান=৪০টি,অটো=৩০টি,কাঠবডি=১৫টি।
৭	বেতকাপা	সি,এন,জি,অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি	বাস=৫টি,অটো=৩০টি, ভ্যান=৪০টি,।
৮	হরিনাথপুর	অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	ভ্যান=৫০, সিইনজি=৩০, অটো=৪০, কাঠবডি=৩০।
৯	পবনাপুর	অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	ভ্যান=২৬, সিইনজি=১৫, অটো=৩৫, কাঠবডি=২৮
	ফুলছরি		
	এরেন্ডাবাড়ী	ভ্যান, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা	ভ্যান-১৫ , ঘোড়ারগাড়ি-৭, নৌকা-১০, মোট- ৩৮
	ফজলুপুর	ভ্যান, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা	ভ্যান-৫, ঘোড়ার গাড়ি-৫, নৌকা-৬, মোট= ১৬
	ফুলছরি	ভ্যান, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা	ভ্যান-১০, ঘোড়ার গাড়ি ৬, নৌকা-১০, মোট =২৬
	উদাখালী	ভ্যান, ঘোড়ার গাড়ি, অটোরিক্সা,সি,এন,জি কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)	ভ্যান-৫০, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-৪০, অটোরিক্সা-৩৫ সি,এন,জি-০৮ টি মোটঃ ১৩৩ টি।
	উড়িয়া	ভ্যান, কাঠবডি, নৌকা, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত), নৌকা	ভ্যান-২০, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-১৫ টি, অটোরিক্সাঃ ৫ , নৌকা-০৩ টি মোটঃ ৪৩ টি।
	কঞ্চিপাড়া	ভ্যান, অটোরিক্সা, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)	ভ্যান-৪৫, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-২০ টি, অটোরিক্সাঃ ২০, মোটঃ ৮৫ টি।
	গজারিয়া	ভ্যান, অটোরিক্সা, কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)	ভ্যান-৪৮ টি কাঠবডি (স্যালোমেশিন চালিত)-১০ টি, অটোরিক্সাঃ ১৫ , নৌকা-০৫ টি মোটঃ ৭৮
	সাদুল্লাপুর		
	সাদুল্লাপুর	জেলা হইতে উপজেলা বাহন গুলো হলো যেমন, বাস, সি,এন,জি, অটোরিক্সা ইত্যাদি।	বাসঃ ৫ টি, সি,এন,জিঃ ২৫ টি, অটোরিক্সাঃ ২০ টি।
০১	রসুলপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	অটো -২০ টি, ভ্যান-৩৫ টি, রিক্সা-১৫ টি, কাঠবডি-৪৫ টি
০২	নলডাংগা	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- সিএনজি, অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	সি,এন,জি-১২ টি, অটো-২০ টি, ভ্যানঃ ৩৫ টি, রিক্সাঃ ১৫ টি, কাঠবডিঃ ৪৫ টি
০৩	দামোদরপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- সি,এন,জি , অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি	সিএনজি-১২ টি, অটো -১৫, ভ্যান-৪০, রিক্সা-১২ টি, কাঠবডিঃ ৪০ টি
০৪	জামালপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	অটোঃ ২৫ টি, ভ্যানঃ ৬০ টি, রিক্সাঃ ২৫ টি, কাঠবডিঃ ৫৫ টি
০৫	ফরিদপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	অটোঃ ২৫ টি, ভ্যানঃ ৬৫ টি, রিক্সাঃ ২০ টি, কাঠবডিঃ ৪৫ টি
০৬	ধাপেরহাট	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- সি,এন,জি,অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	৫৫০ টি
০৭	ইদিলপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	অটোঃ ২০ টি, ভ্যানঃ ৬৫ টি, রিক্সাঃ ২৫ টি, কাঠবডিঃ ৪০ টি
০৮	ভাতগ্রাম	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	
০৯	বনগ্রাম	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- সি,এন,জি অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	সি,এন,জিঃ ১৫ টি, অটোঃ ৩৫ টি, ভ্যানঃ ৫০ টি, রিক্সাঃ ৩৫ টি, কাঠবডিঃ ৪০ টি
১০	কামারপাড়া	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	অটোঃ ২৫ টি, ভ্যানঃ ৫৫ টি, রিক্সাঃ ২০ টি, কাঠবডিঃ ৪২ টি
১১	খোর্দ্দ কোমরপুর	উপজেলা হইতে ইউনিয়নের বাহন গুলো হলো- অটোরিক্সা, ভ্যান, রিক্সা, কাঠবডি ইত্যাদি।	অটোঃ ২৫ টি, ভ্যানঃ ৫৫ টি, রিক্সাঃ ২০ টি, কাঠবডিঃ ৪২ টি
	সাঘাটা		
		সাঘাটা উপজেলার যোগাযোগের মাধ্যম স্থল পথ, রেল পথ ও নৌ-পথ। এই এলাকার বেশীরভাগ মানুষ স্থল পথে যাতায়াত করে। পরিবহন ব্যবস্থা মধ্যে রয়েছে টেম্পু, অটোরিক্সা, সি এন জি, ভ্যান , রিক্সা, নছিমন, নৌকা ও ট্রলার ইত্যাদি।	টেম্পু ২২০ টি, অটোরিক্সা / সি এন জি ৩৬টি, রিক্সা ৫২০ টি, ভ্যান ৭৭০ টি, নছিমন ২৩০ টি, নৌকা-২২ টি, ও ট্রলার-০৮টি।
	গোবিন্দগঞ্জ		
		গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগের মাধ্যম স্থল পথ,	বাস ০৮টি, টেম্পু ২৭৫ টি, অটোরিক্সা-১৪০টি,

		রেল পথ ওনৌ-পথ। পরিবহন ব্যবস্থা বাস, টেম্পু, অটোরিক্সা, সি এন জি, ভ্যান, নছিমন, নৌকা, ট্রলার ও রেল গাড়িইত্যাদি।	সি.এন.জি-১৫২টি, রিক্সা ৭১৮৫টি, ভ্যান৭৬১৬টি, নছিমন ৪৯২টি, নৌকা- ৪২টি, ট্রলার-০৫টি।
	সুন্দরগঞ্জ		
		সুন্দরগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগের মাধ্যম স্থল পথ, রেল পথ ওনৌ-পথ। পরিবহন ব্যবস্থা বাস, টেম্পু, অটোরিক্সা, সি এন জি, ভ্যান, নছিমন, নৌকা, ও রেলগাড়ি ইত্যাদি।	বাস ৩৫টি, টেম্পু ২০ টি, অটোরিক্সা-৩২৫টি, সি.এন.জি-১১৫টি, রিক্সা ২১৩০টি, ভ্যান ৮২৫৪টি, নছিমন ১৪৫৬ টি, নৌকা- ২৫টি, ।

বন ও বনায়নঃ

গাইবান্ধা জেলায় কোন উলেস্নখ্যযোগ্য কোন বনায়ন নাই

১.৪.৩আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারাঃ

গাইবান্ধা জেলায় সচরাচর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, গ্রীষ্ম মৌসুমেমাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ও কাল-বৈশাখী ঝড়, ঘুর্নিঝড় হয় আবার মাঝে মাঝে শীলাবৃষ্টি হয় শীত মৌসুমেবৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। কখনও কখনও বসন্ত কালে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয়না এতে খরার সৃষ্টি হয়নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর ডোবা শুকিয়ে যায় তখন কৃষি কাজ ব্যহত হয় এবং ফসল ও গাছপালার প্রচুরক্ষতি হয়।

তাপমাত্রাঃ

গাইবান্ধা জেলা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ৩৪°-৩৬° ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৪°-২৫° ডিগ্রি পর্যন্ত আর শীত ও বসন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ২৮°-৩০° ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৮°-১০° ডিগ্রি পর্যন্ত । তাপমাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার শীত মৌসুমে তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৪°-৫° ডিগ্রিতে নেমে যায় এবং শৈত্য প্রবাহ শুরম্ন হয় এতে মানুষ মারা যায় ও ফসলের ক্ষতি হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির বস্তরঃ

জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গড় পানির বস্তর এক নয় কোথাও ৩৫-৪০ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৮৫-৯০ ফুট নীচে পানির বস্তর। খুব বড় ধরনের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই কারন আগেও পানির বস্তর ছিল কোথাও ২৫-৩০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবারকোথাও ৭৫-৮০ ফুট নীচে পানির বস্তর, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির বস্তর স্থান বেধে কোথাও ৮৫-৯০ ফুটনীচে আবার কোথাও ১৫৫-১৬০ ফুট নীচে চলে যায় । তখন শ্যালো মেশিন ও নলকূপে পানি কম উঠে ।অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নলকূপে পানিই উঠেনা । এতে করে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি ও খাবার পানির তীব্রসংকট হয় এতে করে এই এলাকার মানুষের খাবার পানি ও রানড়বার পানির খুব কষ্ট হয়।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	মোট জমির পরিমাণ	আবাদী	অনাবাদী	এক ফসলী	দুই ফসলী	তিন ফসলী	চার ফসলী	বসতি এলাকার কত অংশী
১	**গাইবান্ধা সদর**	৮০০৭৫.৭৯ একর	৫০৮৭৭.৭৯ একর	২৯১৯৮ একর	১০৩১২ একর	২৫৯২৪.৭৯ একর	১৪২৬২.০০ একর	৪৫ একর	১২%
২	**সাদুল্লাপুর**	৫৬৩৩৫	৪৬৬৮৩	৯৬৫২	১৮৩৯৩	১৮৭৯৯	৯৪৮৩	-	১৭%
৩	**পলাশবাড়ী**	৪৯৮৮৪	৪১৯৮৪	৫০০০	১২৯৩১	২২৩৭৩	৬৬৬০	-	১৬%
৪	**সাঘাটা**	৫৭,০৮৬ একর	৪৪,৬০০ একর	১,১২৮ একর	১, ৫০০ একর	৩১, ২৫০ একর	১১ ,৮৫০ একর	**-**	**৭%**
৫	**গোবিন্দগঞ্জ**	৪৬,৫০৩ হেক্টর	৩৭৬০০ হেক্টর	৯২৮ হেক্টর	৩,৬৫০ হেক্টর	২১,৩২০ হেক্টর	১২,২৫০ হেক্টর	১০৫০ হেক্টর	**৭%**
৬	**ফুলছরি**	৩০১১২	২৬১৬১	৩৯৫১	১২৩০৬	১২০৭৭	১৭৮২		১৩%
৭	**সুন্দরগঞ্জ**	৩৩৬৩৮. ৯৯ হেক্টর	৩৩২৩৪.০৯ হেক্টর	৪০৪.৯ হেক্টর	৪০৮৪.৪৬ হেক্টর	২৪৬৮৯.৬০ হেক্টর	৪৪৬০ হেক্টর	-	১৪%
	মোট								

কৃষি ও খাদ্যঃ

ক্রমঃ	ইউনিয়নের নাম	প্রধান প্রধান ফসল	উৎপাদনের পরিমাণ	ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য	প্রধান খাদ্যসমূহ	খাদ্যাভাস ইত্যাদি
১	গাইবান্ধা সদর					
২	সাদুল্লাপুর					
৩	পলাশবাড়ী	ধান, পাট, গম	৯৯৬৩১ মেঃ টন		ধান, ভুট্টা, গম, আলু	ভাত,মাছ, রুটি, ইত্যাদি
৪	সাঘাটা	ধান, পাট,গম, ভুট্টা, সরিষা, আলু আখ ও সবজি ইত্যাদি।	বিঘা প্রতি ধান উৎপাদন হয় ৩০-৩৫ মণ, গম ১৫-২০ মণ, আলু ৫০ -৫৫ মণ, ভুট্টা ২৫-৩০মণ ।	বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	ভাত, মাছ, রুটি ও আলু	এক বেলা রুটি ও দুই বেলা ভাত, মাছ সবজিখেয়োকেন।
৫	গোবিন্দগঞ্জ	ধান, পাট,গম, ভুট্টা, সরিষা, আলু আখ ও সবজি ইত্যাদি।	বিঘাপ্রতি ধান উৎপাদন হয় ৩০-৩৫ মন, গম ১৫-২০ মন, আলু ৫০-৫৫মন, ভুট্টা ২৫-৩০মণ	বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	ভাত, মাছ, রুটি ও আলু	এক বেলা রুটি ও দুই বেলা ভাত, মাছসবজি খেয়েথাকেন।
৬	ফুলছরি	ধান, পাট, গম, ভুট্টা মরিচ	৫৯১৯১ মেঃ টন		ধান, ভুট্টা, গম,	
৭	সুন্দরগঞ্জ	ধান, পাট,গম, ভুট্টা, সরিষা, আলু আখ ও সবজি ইত্যাদি।				
	মোট					

নদীঃ

ক্রমঃ	উপজেলার নাম	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	গাইবান্ধা সদর	৪	নদীতে মাছ পাওয়া যায়, নদীর পানিসেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায়।	বর্ষার সময় নদীতে বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাংগনের সৃষ্টি হয় এবং শুকনা মৌসুমে নদীতে নৌকা চলা চল না করায় চর এলাকার মানুষের যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থা সহ ফসলী জমির ক্ষতি সাধিত হয়।	গাইবান্ধা উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হযেগেছে ৪ টি নদী| ব্রক্ষ্মপুত্র নদ, ঘাঘট নদী, মানস নদী, আলাই নদী
২	সাদুল্লাপুর	৩	নদীতে মাছ পাওয়া যায়, নদীর পানিসেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায়।	বর্ষার সময় নদীতে বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাংগনের সৃষ্টি হয় এবং শুকনা মৌসুমে নদীতে নৌকা চলা চল না করায় চর এলাকার মানুষের যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থা সহ ফসলী জমির ক্ষতি সাধিত হয়।	সাঘাটা উপজেলার উল্লেখযোগ্য যমুনা ও বাঙ্গালী নদী। সাঘাটা উপজেলার পূর্ব পাশ দিয়ে ভরতখালী, সাঘাটা ও হলদিয়া ইউনিয়ন ঘেসে যমুনা প্রবাহিত হয়েছে।
৩	পলাশবাড়ী	২	নদীতে মাছ পাওয়া যায়, নদীর পানিসেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায়।	বর্ষার সময় নদীতে বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাংগনের সৃষ্টি হয় এবং শুকনা মৌসুমে নদীতে নৌকা চলা চল না করায় চর এলাকার মানুষের যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থা সহ ফসলী জমির ক্ষতি সাধিত হয়।	নদনদী- ২ টি (আখিয়া নদী স্থানীয় নাম মর্চ নদী ও নলেয়া নদী। করতোয়া নদী উপজেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।),
৪	সাঘাটা	এই উপজেলার মধ্যে দিয়ে ছোট বড় ৫টা নদী প্রবাহিত হয়েছে	নদীতে মাছ পাওয়া যায় ও মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, নদীর পানিসেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায়।	নদীতে অপকার নদী দ্বারা বন্যা হয় ও নদী ভাঙ্গন হয় এতে ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও রাস্তাঘাটসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	যমুনা, ঘাগট, আলাই, বাঙ্গালী, ও এলেঙ্গা।

ক্রমঃ	উপজেলার নাম	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
৫	গোবিন্দগঞ্জ	এই উপজেলার মধ্য দিয়ে ৬টা নদী প্রবাহিত হয়েছে	নদীতে মাছ পাওয়া যায় ও মাছের অভয়াশ্রম হিসাবেব্যবহৃত হয় নদীর পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায়	নদীতে অপকার নদী দ্বারা বন্যা হয় ও নদী ভাঙ্গন হয় এতে ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও রাস্তাঘাটসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	কাটাখালি, আলাই, বাঙ্গালী, করতোয়া, আখিরা ও নলেয়া।
৬	ফুলছরি	২	নদীতে মাছ ধরে জেলেরা জীবিকা নির্বাহ করে।	নদীতে পানি বেশি হলে নদীভাংগন, ফসল, মানুষের দৈনিন্দ জীবন যাত্রার মান ব্যহত হয়।	২ টি (ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘট)
৭	সুন্দরগঞ্জ	৩	নদীতে মাছ পাওয়া যায়, নদীর পানিসেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায়।	বর্ষার সময় নদীতে বৃদ্ধির ফলে আশে পাশের এলাকা প্লাবিত হয়। নদী ভাংগনের সৃষ্টি হয় এবং শুকনা মৌসুমে নদীতে নৌকা চলা চল না করায় চর এলাকার মানুষের যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেচ ব্যবস্থা সহ ফসলী জমির ক্ষতি সাধিত হয়।	সুন্দরগঞ্জে উল্লেখযোগ্য নদী তিস্তা, ব্রহ্মনপুত্র ও ঘাঘট। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তিস্তা নদী। নদীর দুই তীর পানি উন্নয়ণ বোর্ড কর্তৃক বেড়ী বাধ নির্মাণ করা আছে। বর্তমানেও সীমিত আকারে তিস্তা নদীর মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মালামাল পার করা হয়। তাছাড়া যখন বেড়ী বাধ ছিলনা এই তিস্তা ও ঘাঘট নদীর কারণে সুন্দরগঞ্জ উপজেলাবাসী খুব কষ্টের সাথে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেছে। বর্তমানে এই তিস্তা নদীর পানি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। অধিকন্তু এই নদীতে অনেক মাছ পাওয়া যায়।
	মোট	৫	গাইবান্ধা জেলায় মোট ৫টি নদী		

পুকুরঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	কয়টি	ব্যবহার (কি কি কাজে)	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	গাইবান্ধা সদর	২৮২৮	মাছ চাষ ও দৈনিন্দন ব্যবহারের কাজে	পুকুরের সংখ্যাঃ ২০৯৮৬ টি । মৎস খামারঃ ৬৪ টি । মৎস পোনা উৎপাদন কারী খামারঃ ২২৩ টি। খাস পুকুরের সংখ্যাঃ ৭২টি।	ব্যক্তি মালিকানা-২০৭৮৮৫ টি,সরকারী-৩০টি, প্রতিষ্ঠানিক-১৭টি। উপজেলা নার্সারী পুকুর সংখ্যা ১৫৪টি, বেসরকারী হ্যাচারী৬ ০টি। বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা৪০৭০.৫৫ মেঃটন। বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন । ২৮৪২.২৩ মেঃটন
২	সাদুল্লাপুর	৪৩৪৭			
৩	পলাশবাড়ী	৫৯৮			
৪	সাঘাটা	১,৩০৭			
৫	গোবিন্দগঞ্জ	৬২২৭			
৬	ফুলছরি	৮২৫			
৭	সুন্দরগঞ্জ	৪৮৫৪			
	মোট	২০৯৮৬			

খালঃ

ক্রমঃ	উপজেলার নাম	কয়টি	উপকার	অপকার	সংক্ষিপ্ত বর্ননা ইত্যাদি
১	গাইবান্ধা সদর	০৬	খালের পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, খালে মাছ পাওয়া যায়, গবাদিপশুগোসল করানো যায় এবং খালের পাড়ে ফল ও কাঠের বৃক্ষ রোপন করা যায়। খালের পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, খালে মাছ পাওয়া যায়, গবাদিপশু গোসল করানো যায় এবং খালের পাড়ে ফল ও কাঠের বৃক্ষ রোপন করা যায়।	খালের আপকার নদীর জোয়ারের পানি খালে প্রবেশ করে আনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে দেয় এবং বীজতলা তলিয়ে যায়। খালের আপকার নদীর জোয়ারের পানি খালে প্রবেশ করে আনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে দেয় এবং বীজতলা তলিয়ে যায়।	জুমারবাড়ি খাল, দলদলিয়া খাল, হেলেঞ্চা খাল, কালপানি খাল,নলছিয়া খাল, বেড়া খাল, জৈলতলা খাল, কৈচড়া খাল, চরপাড়া খাল, ঝিগাগাড়া খাল ও সাতালিয়া খাল। খালের দৈর্ঘ ৯০ কি:মি: ভেবরার খাল, ভিটা সাখইল খাল, সোনাতলা খাল, মাঝারেরখাল, বেড়া খাল, কোরগাছা খাল, ঝাউলাপাড়া খাল, কুটিপাড়া খাল ও নাওভাঙ্গা খাল। খালের দৈর্ঘ ৯০কি:মি:
২	সাদুল্লাপুর	০৯			
৩	পলাশবাড়ী	১৪			
৪	সাঘাটা	২৮			
৫	গোবিন্দগঞ্জ	১৪			
৬	ফুলছরি	১			
৭	সুন্দরগঞ্জ	২১			
	মোট	৭৪			

বিলঃ

ক্রমঃ	ইউনিয়নের নাম	কয়টি	ব্যবহার	উপকারীতা
১	গাইবান্ধা সদর	০৬	ব্যবহার বিলে মাছ পাওয়া যায়, বিলের জমিতে কৃষি কাজকরা যায়, শুষ্ক মৌসুমে গরু, মহিষ, বেড়া ও ছাগল চরানো যায়, এবং উপকার মাছ পাওয়া যায়, বিলের জমিতে কৃষি কাজ করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল চরানো যায়।	
২	সাদুল্লাপুর	৪৯		
৩	পলাশবাড়ী	২৪		
৪	সাঘাটা	৬৫		
৫	গোবিন্দগঞ্জ	৭০		
৬	ফুলছরি	১৬		
৭	সুন্দরগঞ্জ	১৫		
	মোট	১৪০		

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১. দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

গাইবান্ধা জেলার প্রধান আপদ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘুর্নিঝড় খরা ও শৈত্যপ্রবাহ। দুর্যোগগুলো সকল উপজেলায় কম-বেশী হয়ে থাকে। কোন উপজেলায় বন্যা বেশী , কোন উপজেলায় নদীভাঙ্গন বেশী আবার কোন কোন উপজেলায় খরা ও শৈত্যপ্রবাহ কম বেশী হয়ে থাকে।বন্যা আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। অতিবৃষ্টি, ও প্রাকৃতিক কারণে বন্যা হয়। অতীতে বন্যার পানির উচ্চতা ১২ -১৫ ফুট হয়েছিল । ৩-৫ দিনের মধ্যে পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল ।বন্যার পানি ২৫-৩০ দিন স্থায়ী হয়েছিল।বন্যার পানি ও কাল বৈশাখী ঝড় সাধারনত দক্ষিন-পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর কোন হতে প্রবাহিত হয়েছিল। ।।নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘটে। নদীর ঢেউ ও নদীর স্রোতের কারণে নদী ভাঙ্গন হয়। খরা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয় কাল বৈশাখী ঝড় বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে হয় এবং শৈত্যপ্রবাহ পৌষ-মাঘ মাসে হয় । মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমানঃ বন্যায় ক্ষতি হয় প্রায় ৭৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় প্রায় ২৩১ কোটি ১০ লক্ষ, কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ৮ কোটি ৯৫ লক্ষ ও শৈত্যপ্রবাহে ক্ষতি হয় প্রায় ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয় ও খরায় ক্ষতি হয় প্রায় ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

সাম্প্রতিক কয়েকটি দুর্যোগের খুব সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১২ সালে নদী ভাঙ্গন, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে বন্যা, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে কাল বৈশাখী ঝড়, ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ সালে খরা ও ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে শৈত্য প্রবাহ এতে মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয়।

উপজেলার নাম	দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/ উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
গাইবান্ধা সদর	কালবৈশাখী ঝড়	২৩-০৪-২০০৫	৩০,৭৫০০০/-	ঘরবাড়ী, ফসল, গাছপালা, প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
	বন্যা	০৭-০৯-২০০৮	৩৯,৯৫১২৭/-	ঘরবাড়ী, ফসল , রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
সাদুল্লাপুর	কালবৈশাখী ঝড়	২৩-০৪-২০০৫	৪৫,০০০০০/-	ঘরবাড়ী, ফসল, গাছপালা, প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
	টর্নেডো	২০-০৩-২০০৫	১,৩০০০০০০/-	ঘরবাড়ী, ফসল, গাছপালা, প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
পলাশবাড়ী	বন্যা	১৬-১০-২০০৫	১৮,০০০০০/-	ঘরবাড়ী, ফসল , রাস্তাঘাট, গবাদীপশু পাখি ইত্যাদি।
সুন্দরগঞ্জ	বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরা, কালবৈশাখী, শৈত্য প্রবাহ	১৯৯৮,২০০৫ ও ২০১২	বেলকা ইউনিয়নের ৩৪১০টি পরিবারের বসতভিটায় পানি ওঠে সম্পদ নষ্ট হয়ে আনুমানিক ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়,	**বেলকা ইউনিয়নের ১৪টি স্কুলের মাঠে পানি ওঠে ১ নং ওয়ার্ডের ব্যাক্রিরীর চর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২নং ওয়ার্ডের চর বিরহিম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২নং ওয়ার্ডের শ্যারায়ের পাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪ নং ওয়ার্ডের** পঞ্চান্দ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫নং ওয়ার্ডের মন্ডলপাড়া বে- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ নং ওয়ার্ডের চর বেলকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ নং ওয়ার্ডের পূর্ব কিশামত নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, ৭নং ওয়ার্ডেল বটতলী দাখিল মাদ্রাসা, ৭ নং ওয়ার্ডের ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮নং ওয়ার্ডের বেগুনবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮ নং ওয়ার্ডের চৌমহনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮ নং ওয়ার্ডের মজিদপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৯ নং ওয়ার্ডের জহুরুল্ল হক সরদার উচ্চ বিদ্যালয়, ৯ নং ওয়ার্ডের তালুক বেলকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭০০০ জন ছাত্র/ ছাত্রীর লেখা পড়া বন্ধ হয়। বেলকা ইউনিয়নের ৩১৭৬ টি পরিবার ১৫৮০ একর জমির বীজ ডুবে গিয়ে আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকার বীজতলা ক্ষতি হয় বেলকা ইউনিয়নের ৪০০০ টি পরিবারের ২০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে পরিবার গুলোর আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার ফসল ক্ষতিহয় ।

২.২ উপজেলার আপদসমূহ

আপদ	অগ্রাধিকার
১. নদীভাঙ্গন	১. বন্যা
২. বন্যা	২. নদীভাঙ্গন
৩. খরা	৩. কালবৈশাখী ঝড়
৪. কালবৈশাখী ঝড়	৪. খরা
৫. অতিবৃষ্টি	৫. শৈতপ্রবাহ
৬. শৈত্যপ্রবাহ	৬. অতিবৃষ্টি

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ণনাঃ

১। বন্যাঃ

গাইবান্ধা একটি বন্যা কবলিত জেলা। আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। আবাদী জমিতে বালি পড়ার কারণে কোন ফসল চাষ করা যায় না।। প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালের বন্যা ছিলসবচেয়ে ব্যাপক।

২। নদীভাঙ্গনঃ

গাইবান্ধা জেলার সকল উপজেলায় প্রতি বছরই কম-বেশী নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। এ। প্রতিবৎসর নদীভাঙ্গন অব্যহত থাকে। নদীভাঙ্গন আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত । যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে ফুলজোড় নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। সরকারী ভাবে নদীতে কৃষক দ্বারা বাঁধ, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং বন্যার সময় পানি কমানোর জন্য টি বাঁধ নির্মাণ করা না হলে বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বহু আবাসস্থল বিলীন হয়ে যাবে। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গনহলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালেরনদী ভাঙ্গনে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৩। কালবৈশাখীঃ

গাইবান্ধা জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।। বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে বিলিন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। ফলে রাস্তার ও বাড়ীর আশে পাশে অধিক হারে গাছ লাগাতে হবে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাতে হবে।এর মধ্যে ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালেরকালবৈশাখী ঝড়ে এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৪. খরাঃ

গাইবান্ধা জেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে। খরা সাধারনত ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বাড়ে,ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ মারা যায়। সাঘাটায় ২০০৩, ২০০৯, ও২০১৩ সালের খরায় এবং গোবিন্দগঞ্জে ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও২০১৩ সালের খরায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৫. শৈত্য প্রবাহঃ

প্রায় প্রতি প্রতি বছরই জেলায় শৈত্য প্রবাহ প্রকট আকার ধারন করে। শৈত্য প্রবাহসাধারনত পৌষ-মাঘ মাসে হয়। শৈত্যপ্রবাহের ফলে মানুষের কষ্ট বাড়ে, ফসলের ক্ষতি হয় ও মানুষ মারাযায়। এর মধ্যে ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের শৈত্যপ্রবাহে গোবিন্দগঞ্জ এলাকায় সবচেয়ে বেশীক্ষতি হয়। সাঘাটা এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিহয় ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের শৈত্যপ্রবাহে।

৬. ঘূর্ণিঝড়ঃ

মাঝে মাঝে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ঘুর্নিঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসেই ঘুর্নিঝড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংশ হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। ২০০১,২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ৩০১৩ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উপজেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৭. জমিতে বালু পড়াঃ

জেলায় ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বন্যা হলে নদীভেঙ্গে ও বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জমিতে বালি পড়ে। জমিতে বালি পড়ার কারণে কোন ফসল চাষ করা যায় না জমিতে বালি পড়ার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। তারমধ্যে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে জমিতে বালু পড়ারকারণে ক্ষতির পরিমান ছিল সবচেয়ে বেশী। যার ফলে এই উপজেলার প্রায় ৩০০-৩৫০একর জমিতে চাষবন্ধ ছিল ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা-

আপদ	বিপদাপন্ন	সক্ষমতা
১. বন্যা	▯ বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়। ▯ কাচা ঘর-বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ▯ ব্যবসা ক্ষেত্রে বাজারের দোকান-পাট/মজুদগৃহে দ্রব্য-সামগ্রী বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়, এতে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ▯ দিন-মজুরদের কাজের অভাব হয়। ▯ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষতি হয়। ▯ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । যোগাযোগ কষ্টসাধ্য হয়। ▯ স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় বন্যার পানিতে ভেসে যায় । এসকল অবকাঠামো ক্ষতি-গ্রস্থ হয়। বন্যার সময় ছাত্র-ছাত্রিদের লেখা-পড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অবকাঠামো মেরামত না হওয়ার কারণেও ছাত্র-ছাত্রিদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। ▯ জেলার নদী তীরবর্তী এলাকা, নীচু এলাকা ও চর এলাকা বন্যার পানিতে সম্পন্নভাবে ডুবে যায়। এখানকার মানুষ চড়মভাবে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ▯ জেলার কবরস্থান ডুবে যায়। ▯ বন্যার সময় শিশু প্রতিবন্ধি, গর্ভবতী, বয়স্করা বেশি ঝুকিতে থাকে।	• বন্যার সময় শিশু, প্রতিবন্ধি বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম করা হয়। • বাঁধ/রাস্তার দু-ধারে বন্যা সহনশীলতা বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ আছে। • নদী ভাঙ্গন রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক তৈরী করার সুযোগ আছে। • বাধঁ নির্মাণের সুযোগ আছে • দুস্থ মানুষদের জমিতে স্থানান্তর করার সুযোগ আছে। • বন্যায় ডুবে যাওয়া এলাকার ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট,বিভিন্ন অবকাঠামো, কবরস্থান, খেলার মাঠ বন্যা লেভেলের উপরে তৈরী করার সুযোগ আছে।
২. নদীভাঙ্গন	▯ বাসস্থাননদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ▯ ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায়, মসজিদ, বিভিন্ন অবকাঠামো নদীগর্ভে হারিয়ে যায়। ▯ আবাদী জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। । ▯ রাস্তাঘাট,ব্রীজ, কালভার্ট, নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়।	• উপজেলায় নদীভাঙ্গন রোধে টি-বাঁধ আছে। • পানি উন্নয়ন বোড কর্তৃক নদী ভাঙ্গন রোধে পদক্ষেপ গ্রহন করেন। • নদী ভাঙ্গন রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক তৈরী করার সুযোগ আছে। • নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিংকরার আছে • বাধের দু ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করে বেড়ীবাঁধ মজবুত করার যায় • নেতুন বেড়ীবাঁধ করার জন্য জায়গা আছে
৩. কালবৈশাখী ঝড়	▯ ঝড়ে গাছপালার ক্ষতি হয়। ▯ ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। ▯ ফসলেরও ক্ষতি হয়।	• উপজেলা বনবিভাগ হইতে বেশি বেশি করে বনায়ন সৃষ্টি করা । • পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কাঁচাঘর গুলোতে শক্ত খুঁটি দ্বারা মেরামত করা হয়। • সকল ধরনের অবকাঠামো কালবৈশাখী ও ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করে তৈরীর সুযোগ আছে।
৬. শৈত্যপ্রবাহ	▯ ফসলের ক্ষতি হয়। ▯ গাছপালার ক্ষতি হয়। ▯ জীবন যাত্রার কষ্টকর হয়ে পড়ে।	• শৈত প্রবাহ একটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। বেশি বেশি বনায়নের সৃষ্টি করারসুযোগ আছে। • উপজেলায় শৈত প্রবাহ মোকাবেলায় শীত বস্ত্রের ব্যবস্থা করার সুযোগ আছে।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্নজনসংখ্যা
নদীভাঙ্গন	সাঘাটা , ফুলছরি , সুন্দরগঞ্জ উপজেলা,	নদী এলাকা (এই উপজেলা গুলির পাশ দিয়ে তিস্তা এবং বক্ষ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হয়েছে।	প্রায় ৩০,৬৭০ পরিবার
বন্যা	সাঘাটা , ফুলছরি , সুন্দরগঞ্জ উপজেলা,	নদী এবং নিচু এলাকা (এই উপজেলা গুলির পাশ দিয়ে তিস্তা এবং বক্ষ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হয়েছে।	প্রায় ৩০,৬৭০ পরিবার
খরা	সাঘাটা , ফুলছরি , সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ , পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর উপজেলা	জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বন, জঙ্গল উজার হয়ে যাওয়া।	
ঝড়	সাঘাটা , ফুলছরি , সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ , পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর উপজেলা	জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বন, জঙ্গল উজার হয়ে যাওয়া।	
কালবৈশাখী ঝড়	সাঘাটা , ফুলছরি , সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ , পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর উপজেলা	জলবায়ুর পরিবর্তন, মৌসুমী আবহওয়া এবং বন, জঙ্গল উজার হয়ে যাওয়া।	
শৈত্যপ্রবাহ	সাঘাটা , ফুলছরি , সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ , পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর উপজেলা	জলবায়ুর পরিবর্তন, মৌসুমী আবহওয়া এবং বন, জঙ্গল উজার হয়ে যাওয়া।	

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাতে সমন্বয়
কৃষি	**সাদুল্ল্যাপুরঃ** ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্যপ্রবাহ** হলে ৪৬৬৮৩ একর জমির মধ্যে ৩১০০ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, পেয়ারা, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলায় **খরার** কারণে ৪৬৬৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে কিংবা বড় ধরনের কাল বৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ৪৬৬৮৩ একর জমির মধ্যে ২৪০০ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, পেয়ারা , শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৯৯৬ সালের মত **বন্যা** হলে মোট ৬৬৮৩ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৩০৪ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। **পলাশবাড়ী০ঃ** ▯ পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **বন্যা** হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর , মহদীপুর ইউনিয়নের ২৩২৫৫ একর জমির মধ্যে ১২২৩ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কূল, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▯ পলাশবাড়ী উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে কিংবা বড় ধরনের কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ২৫০০ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ▯ পলাশবাড়ী উপজেলায় ৯ ইউনিয়নে **খরার** কারণে ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ৭০০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে	▪ আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা ▪ কলমের ফল গাছ (রুট কাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ ▪ জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা ▪ ঝড় ও খাড়া পূর্বে পাকা ধান গাছ মাটির সাথে চাপা দেওয়া ▪ বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন করা ▪ খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

	পারে। □ পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১১, ২০১২ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট ৭৫০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৫০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। **ফুলছরিঃ** □ ফুলছরি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ফজলুপুর, উড়িয়া, ফুলছরি , গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালীর মোট **২২০৪০** একর আবাদী জমির মধ্যে ৫৮৭০ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। □ ফুলছরি উপজেলায় ২০১২ সালের মত **নদী ভাঙ্গন** হলে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট **১০৯৮৪** একর ফসলী জমির মধ্যে ৩৮০০ একর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে এবং ২৫৪ জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে । □ ফুলছরি উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কাল বৈশাখী** ঝড় আঘাত হানলে উড়িয়া, ফুলছরি , গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী, কঞ্চিপাড়া, ফজলুপুর **২৬১৬১** একর জমির মধ্যে ৩৫৮৯ একর জমির (আমন ধান, রবিশষ্য, কুল, পেয়ারা , শাক সবজি) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। □ ফুলছরি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। **সাঘাটাঃ** □ সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের **বন্যায়** হলদিয়া ইউনিয়নের ২৭০৬টি পরিবারের বসত ভিটায় পানি উঠে ১০ লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় । পুনরায় এধরনের কোন বন্যা হলে এর মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। সাঘাটা উপজেলায় ২০০৬, ২০১২ সালের মত **বন্যা** হলে মোট ৪৪৬০০ একর জমির মধ্যে ৩২৫০ একর জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে । □ সাঘাটা উপজেলায় ২০০৫, ২০১২ সালের মত **শৈত প্রবাহ ও কালবৈশাখী ঝড়** হলে সাঘাটা উপজেলার মোট জমির ৪৪৬০০ একর জমির মধ্যে ১৪৩৫ একর জমির ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এতে মোট ১১৭৭৫ পরিবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । □ ১৯৯৮ সালেরর মত **নদী ভাঙ্গন** হলে হলে সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা, হলুদিয়া, জুমারবাড়ি, ঘুড়িদহ, কামালেরপাড়া, ও ভরতখালি। ইউনিয়নের ২৩২৫ একর জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাবে। ফলে ৩২৪৬০ টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের শিকার হতে পারে। □ **খরা ০ঃ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে ৩২৪৫ একর জমির ধান চাষ ব্যহত হতে পারে । এবং ৬৮৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমান কে ছাড়িয়ে যাবে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** □ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে উপজেলার ২৩৫ একর জমির শষ্য নষ্ট হওয়া সহ ১,৫২,০০০০.০০ টাকার (ঘর বাড়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গাছপালার)ক্ষতি হতে পারে । □ শৈতপ্রবাহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে সমস্ত উপজেলার ২৫৬৮ একর জমির আমন চাষ ব্যাহত হতে পারে, এবং বিভিন্ন প্রজাতির ২৫৪১টি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।	

	▯ **খরা** ঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে ৩৫৪২ একর জমির ধান চাষ ব্যহত হতে পারে । **সুন্দরগঞ্জ ঃ** ▯ ২০০৫ সালেরর মত **নদী ভাঙ্গন** হলে হলে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ৩৪৫৫ একর জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাবে। ফলে ৬৪৫২টি পরিবার নদী ভাঙ্গনের শিকার হতে পারে । ▯ **খরা**ঃ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে ৪২৫১ একর জমির ধান চাষ ব্যহত হতে পারে এবং ১২৩৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমান কে ছাড়িয়ে যাবে। ▯ **শৈতপ্রবাহঃ সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ২৪৭৮ একর জমির আমন চাষ ব্যাহত হতে পারে, এবং বিভিন্ন প্রজাতির ২৬৫৪টি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে । **গাইবান্ধা সদরঃ** ▯ **গাইবান্ধা সদর** উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ৩৬২০ একর জমির আমন চাষ ব্যাহত হতে পারে এবং বিভিন্ন প্রজাতির ৩২১৪টি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ▯ **খরাঃ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে ২৪২১ একর জমির ধান চাষ ব্যহত হতে পারে এবং ২৫৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমান কে ছাড়িয়ে যাবে। ▯ **গাইবান্ধা সদর** উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে সমস্ত উপজেলায় ১০,১৭৬টি পরিবারের বসত ভিটায় পানি উঠেবে এবং ৬৫৪২ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।	
মৎস্য	**সাদুল্যাপুরঃ** ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলাতে ১৯৯৬ সালের মত বন্যা হলে মোট ৪৩৫৪ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ২১৫৪ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছ ভেসে যেতে পারে । ▯ আবার **খরার** কারণে ইউনিয়নের বেশিরভাগ পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ফলে মাছ চাষ ব্যহত হয়। **পলাশবাড়ীঃ** ▯ পলাশবাড়ী উপজেলাতে **ঝড়ের** কারণে মোট ৫৯৮ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ১০ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছের ক্ষতি হতে পারে। ▯ বন্যা হলে এই উপজেলার কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর, মহদীপুর ইউনিয়নের ৫৫ টি পুকুরের পানি বেড়ে মাছ ভেসে যাবে। ▯ আবার **খরার** কারণে ইউনিয়নের বেশিরভাগ পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ফলে মাছ চাষ ব্যহত হয়। **ফুলছরিঃ** ▯ ফুলছরি উপজেলাতে **বন্যার** কারণে ফজলুপূর, উড়িয়া, ফুলছরি , গজারিয়া, এরেন্ডাবাড়ী, উদাখালী, কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মোট ৮২৫ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ২১৯ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছের ক্ষতি হতে পারে। ▯ আবার **খরার** কারণে ইউনিয়নের বেশিরভাগ পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ফলে মাছ চাষ ব্যহত হয়।**শৈতপ্রবাহের** কার•ণ সকল ইউানিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ▯ আবার **খরার** কারণে ইউনিয়নের বেশিরভাগ পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ফলে মাছ চাষ ব্যহত হয়। ▯ **সাঘাটাঃ**	▯ **পুকুরের** পাড় মজবুত করা- ▯ বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা ▯ মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ▯ প্রতিবছর **পুকুর** সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ পাড় উচু করা ▯ **তিন** স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা ▯ বন্যা/জরোচ্ছাসের সময় ঘের জালবেষ্টিত রাখা ▯ ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা মাছের বাজার উন্নতকরন

	▯ সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত বন্যা হরে ৩২৪টি পুকুরের মাছ ভেসে যেতে পারে । যা আগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। ▯ খরা ঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে ৬৮৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমান কে ছাড়িয়ে যাবে। **▯ গোবিন্দগঞ্জঃ** ▯ শৈতপ্রবাহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ১১২০ টি পুকুরের ব্যাহত হতে পারে। ▯ খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে ১৫৬৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে **▯ সুন্দরগঞ্জ ঃ** ▯ খরাঃ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে ১২৩৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমান কে ছাড়িয়ে যাবে। ▯ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ১৯৯৮ সালর মত **বন্যা** হলে ১২০০টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, **▯ গাইবান্ধা সদরঃ** ▯ খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে ২৫৪টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমান কে ছাড়িয়ে যাবে। ▯ **গাইবান্ধা সদর** উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে সমস্ত উপজেলায় ৮৫২টি পুকুরের মাছ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে । যা আগের ক্ষতির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।	
পশুসম্পদ	**সাদুল্ল্যাপুরঃ** ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলাতে ২০০৫ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে হলে ২০০ টি গরু, ৫০০ টি ছাগল, ২৫০ টি ভেড়া, ১৪ টি মহিষ, ৮০০ টি হাঁস , ৯৫৪ টি মুরগী, ২০২ টি বন্য পশূপাখি, ঝড়ের আঘাতে বিলিন হওয়া সহ মারা যেতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ** পলাশবাড়ী উপজেলাতে **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ৩২০০ টি গরু , ৪০০০ টি ছাগল, ১৫০০ টি ভেড়া, ২০ টি মহিষ, ৬০০০ টি হাঁস , ৮০০০ টি মুরগী, ঝড়ের আঘাতে মারা যেতে পারে বা আংশিক ক্ষতি হতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতি হওয়া সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **ফুলছুড়িঃ** • ফুলছরি উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের **বন্যা** হলে ৪২৫০ টি গরু , ৫৬৩১ টি ছাগল, ৩২১০ টি ভেড়া, ২৫ টি মহিষ, ৫২৪১ টি হাঁস , ৯২৫৭ টি মুরগী, বিভিন্ন রোগে, আক্রান্ত হয়ে আথবা ভেসে গিয়ে মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতি হওয়া সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **▯ সাঘাটাঃ** ▯ সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত বন্যা হরে ১৪৪০টি পশুপাখি বিভিন্ন রোগে, আক্রান্ত হয়ে আথবা ভেসে গিয়ে মারা যেতে পারে। ▯ খরা ও শৈত্যপ্রবাহে সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালর মত খরা ও শৈত্যপ্রবাহে হলে ১২৫০টি পশুপাখি প্রচন্ড তাপদাহে ও তীব্র শীতে ক্ষতি হতে পারে। **▯ গোবিন্দগঞ্জঃ** ▯ খরা ও শৈতপ্রবাহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ৬৪০টি পশুপাখি প্রচন্ড তাপদাহে ও তীব্র শীতে ক্ষতি হতে পারে।	• মাটির কিল্লা নির্মান করা • সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চরনভুমি তৈরি করা • পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভুত করা • পশাপশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা • আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্ভুত করা • পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা

	সুন্দরগঞ্জ □ **খরা** ও শৈতপ্রবাহ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** ও শৈতপ্রবাহ হলে ৪৩০টি পশুপাখি প্রচন্ড তাপদাহে ও তীব্র শীতে ক্ষতি হতে পারে। □ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ১৯৯৮ সালর মত **বন্যা** হলে ১২০০টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, □ **গাইবান্ধা সদরঃ** □ খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** ও শৈতপ্রবাহ হলে ৩৫০টি পশুপাখি প্রচন্ড তাপদাহে ও তীব্র শীতে ক্ষতি হতে পারে। □ **গাইবান্ধা সদর** উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে সমস্ত উপজেলায় ৭৬০টি পশুপাখি বিভিন্ন রোগে, আক্রান্ত হয়ে অথবা ভেসে গিয়ে মারা যেতে পারে।	
স্বাস্থ্য	**সাদুল্লাপুরঃ** □ সাদুল্লাপুর উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ২৪৪৭৯২ জন সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন রোগে (ডায়েরিয়া, আমাশয়, টাইফয়েট, লোকের জন্ডিস ইত্যাদি) ১% আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার পতিটি পরিবার আর্থিক অস্বচ্ছলতা সহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। □ **খরা ও শৈত্যপ্রবাহে** ৩% -৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ** □ পলাশবাড়ী উপজেলায় **বন্যা** হলে ২৪৪৭৯২ জন সংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। □ **খরা ও শৈত্যপ্রবাহে** ২% -৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। □ পলাশবাড়ী উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ২৪৪৭৯২ জন জন সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন রোগে (ডায়েরিয়া, আমাশয়, টাইফয়েট, লোকের জন্ডিস ইত্যাদি) ১% আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। **ফুলছুড়িঃ** □ফুলছরি উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের **বন্যা** হলে ৪২৫০ টি গরু , ৫৬৩১ টি ছাগল, ৩২১০ টি ভেড়া, ২৫ টি মহিষ, ৫২৪১ টি হাঁস , ৯২৫৭ টি মুরগী, বিভিন্ন রোগে, আক্রান্ত হয়ে আথবা ভেসে গিয়ে মারা যেতে পারে। □ **খরা ও শৈত্যপ্রবাহে** ২% -৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **সাঘাটাঃ** সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালর মত **খরা ও শৈতপ্রবাহ** হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। উপজেলায় ২০০৭ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৪-৬% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৩-৫% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে	• স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা • দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমোনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা • প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ওষধ সরবারহ নিশ্চিত করা • বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা • দুর্যোগের কারণে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা • পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা

	পারে। **সুন্দরগঞ্জ** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০৮ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৪-৬% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **গাইবান্ধা সদর** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০৮ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৩-৫% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে।	
জীবিকা	**সাদুল্লাপুরঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবি , মৎস্যজীবি , ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবি । **বন্যার** কারণে কৃষিজীবি ৪০ % মৎস্যজীবি ৩%ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ৬০% শ্রমিক ও চাকুরীজীবি ৭ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিতগ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ** পলাশবাড়ী উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবি , মৎস্যজীবি , ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবি । **বন্যার** কারণে কৃষিজীবি ৪০% মৎস্যজীবি ২% ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ৮০% শ্রমিক ও চাকুরীজীবি ১০ % অন্যন্য ১৮% প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। **ফুলছুড়িঃ** ফুলছরি উপজেলায় মোটামুটি ৫ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যথা-কৃষিজীবি , মৎস্যজীবি , ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবি। বন্যার কারণে কৃষিজীবি ৪০ %, মৎস্যজীবি ৪০%, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ১০% শ্রমিক ৪০%, ও চাকুরীজীবি ৫ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা • টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা • স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে জীবিকা নিশ্চিত করা • জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা • সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা • বিপদাপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা
গাছপালা	**সাদুল্ল্যাপুরঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলাতে **শৈত্যপ্রবাহ** হলে ১০০০০ ফলজ গাছ ১৩৫০ বনজ গাছ, ৪২৫ ঔষধি গাছ সহ ৫০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। সাদুল্লাপুর উপজেলাতে **বন্যা** হলে ১৫০০০ ফলজ গাছ, ৫০০ বনজ গাছ, ৩০০ ঔষধি গাছ সহ ২০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ** পলাশবাড়ী উপজেলাতে **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ১৫০০০ ফলজ গাছ ১০০০ ঔষধি গাছ সহ ৩০০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। পলাশবাড়ী উপজেলাতে বন্যা কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, হরিনাথপুর , মহদীপুর ইউনিয়নের ৭০০০ ফলজ গাছ, ৫০০ বনজ গাছ, ৩০০ ঔষধি গাছসহ ৭০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। **ফুলছুড়িঃ** ফুলছরি উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৫৪২০টি	• রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা; • বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন। • প্যারাবন সৃষ্টি করা; • পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা। • বসত বাড়ীর ভিটা উচু করতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা তৈরী (1.5-2 ফুট ব্যাসের) ও উচু করতে হবে । • নিচু জমিতে বড়গাছ মেহেগুনি ও গাছ লাগাতে হবে। • মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময়

	ফলজ গাছ ২১৫০ ঔষধি গাছ সহ ৫০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। ▯ ফুলছরি উপজেলাতে ২০০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ২৫০ টি ফলজ গাছ, ৩০০ টি ঔষধি গাছ সহ ৪০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। **সাঘাটাঃ** ▯ সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ৫০০০টি চারা গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে। ▯ খরা ও শৈত্যপ্রবাহে সাঘাটা উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা ও শৈত্যপ্রবাহে হলে ১৪৫০টি চারা গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** খরা ও শৈতপ্রবাহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ৭৪০টি গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে । **সুন্দরগঞ্জ** খরা ও শৈতপ্রবাহ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** ও শৈতপ্রবাহ হলে ১২০০টি গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে। **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ১৯৯৮ সালর মত **বন্যা** হলে ৪২৫০টি গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে। ▯ **গাইবান্ধা সদরঃ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** ও শৈতপ্রবাহ হলে ৮৫০টি গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে । **গাইবান্ধা সদর** উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে সমস্ত উপজেলায় ১৩৬০টি গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে ।	বাষ্পিভবন রোধ করবে। • ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বসত বাড়ীর চারপাশে গুল্ম জাতিয় গাছ বেশী করে লাগাতে হবে। সাথে সাথে ফলদ গাছের চারা শক্ত খুঁটি দিয়ে বাঁধতে হবে।
অবকাঠামো	**সাদুল্লাপুরঃ** ▯ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে হলে ২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ৬ টি সরকারী ও বেসরকারী অফিস ২ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ** ▯পলাশবাড়ী উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ৪০ টি মসজিদ, ২৫ টি মন্দির, ৬ টি সরকারী ও বেসরকারী অফিস ১ টি হাসপাতাল, ৮ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **ফুলছরিঃ** ▯ফুলছরি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ৩০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ২০ টি মসজিদ, ও সরকারী, বেসরকারী অফিস সহ ১ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৪ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়ে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফুলছরি উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ৩	• রাস্তা উচু ও পাকা করা • *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;* • প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা • সুইচগেট নির্মান করা • *পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা* • অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা;

	টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ও সরকারী, বেসরকারী অফিস আংশিক ধবংস অথবা সম্পুর্ণ ধবংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **সাঘাটাঃ** উপজেলায় ২০০৭ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে হলে ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১০ টি মসজিদ, ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** □ উপজেলায় ২০০১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে হলে ১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১০ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **সুন্দরগঞ্জ** □ উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে হলে ১২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ১০ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **গাইবান্ধা সদরঃ** □ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে হলে ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১১ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ঝড়ের আঘাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। □ সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বিগত সনের বন্যায় দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো ২০%ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অধিকাংশ কাঁচা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ৩০-৪০% পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় □ সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বিগত সনের কাবৈশাখী ঝড়ে দেখা গেছে কাচাঁঘর ১০-১৫% ও আধাপাকা ১-২% ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	
ঘরবাড়ী	**সাদুল্ল্যাপুরঃ** □ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০০৫ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ১৩৪৪ টি কাঁচা ঘর ২৫ টি পাকা ঘর , ২১১ টি আধাপাকা ঘর বাড়ী ঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। □ পলাশবাড়ী উপজেলায় **বন্যা** বৃদ্ধি পেতে থাকলে ৪০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ী, ১৫০ টি পাকা ঘর , ১০০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ী পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে **পলাশবাড়ীঃ** □ পলাশবাড়ী উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ১২২৫ টি কাঁচা ঘর ১৫ টি পাকা ঘর, ১২০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ী ঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **ফুলছুড়িঃ** □ ফুলছরি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ৫৮০ টি কাঁচা ঘর , ৫৫ টি পাকা ঘর বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়ে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। □ ফুলছরি উপজেলায় ২০১১ সালের মত **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ১২৮ টি কাঁচা ঘর , ১৫ টি পাকা ঘর আংশিক ধবংস অথবা সম্পুর্ণ ধবংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। □ সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বিগত সনের বন্যায় দেখা গেছে কাচাঁঘর ৭০-৮০% ও আধাপাকা ১০-১৫% ক্ষতিগ্রস্থ হয়। □ সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বিগত	• বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা; • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করা • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করার জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা • *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;* • বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা;

	সনের কালবৈশাখী ঝড়ে দেখা গেছে কাচাঁঘর ১০-১৫% ও আধাপাকা ১-২% ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	
স্যানিটেশন	**সাদুল্ল্যাপুরঃ** ১৪০০ টি কাঁচা ২৮৫ টি আধাপাকা পায়খানা, ৫৬ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ** □ পলাশবাড়ী উপজেলায় **কালবৈশাখী ঝড়** হলে ১৩০০ টি কাঁচা ২০০ টি আধাপাকা পায়খানা, ৪০ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **ফুলছুড়িঃ** □ ফুলছরি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ১১০০ টি কাঁচা ১৫০ টি আধাপাকা পায়খানা আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। □ ১৫ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। □ সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বিগত সনের বন্যায় দেখা গেছে কাচাঁ পায়খানা ৭০-৮০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	• স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো • পুকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুন:খনন • পর্যাপ্ত পন্ডস্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা , • দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা • পানিও পয়:নিষ্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

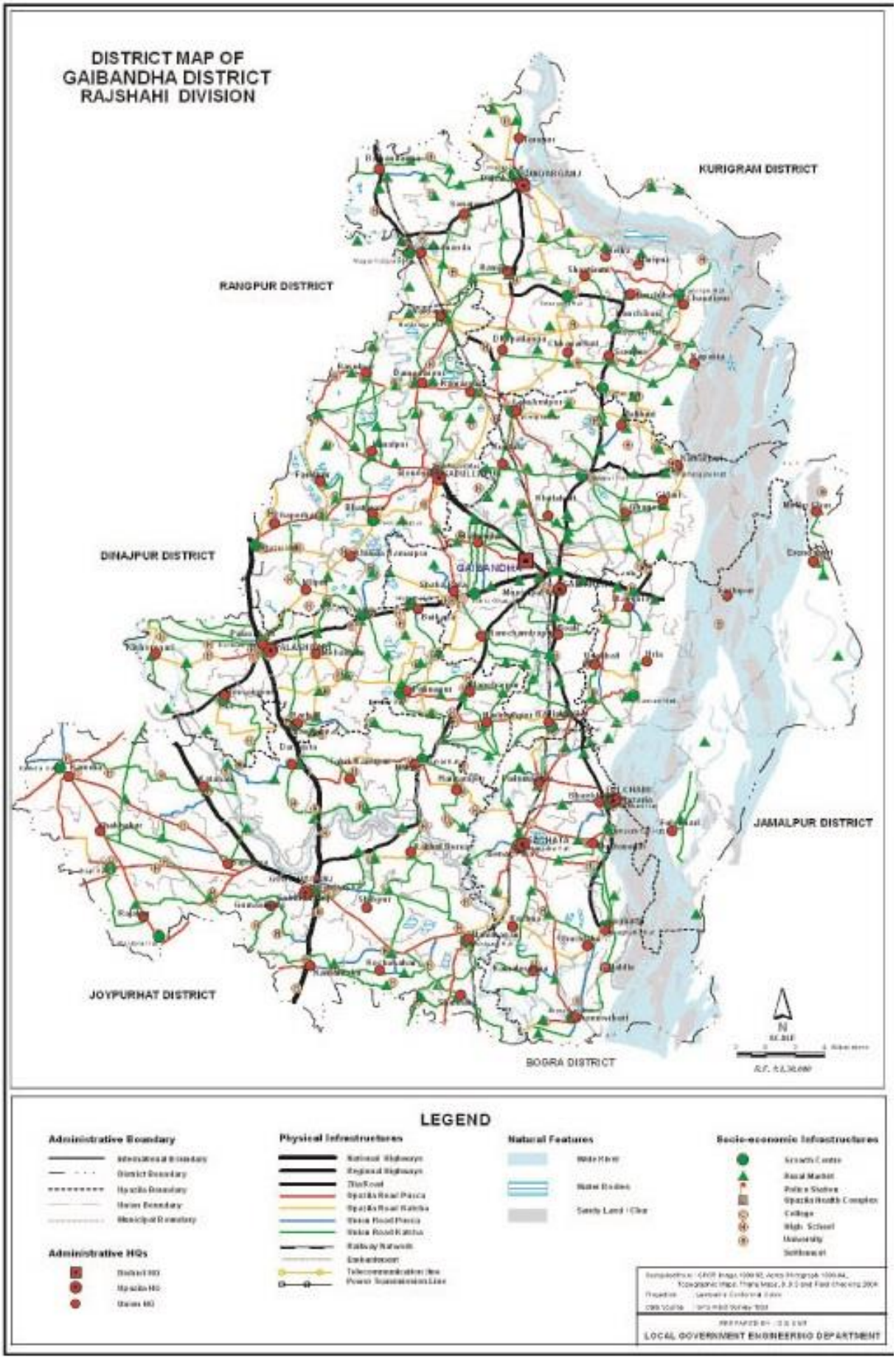

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

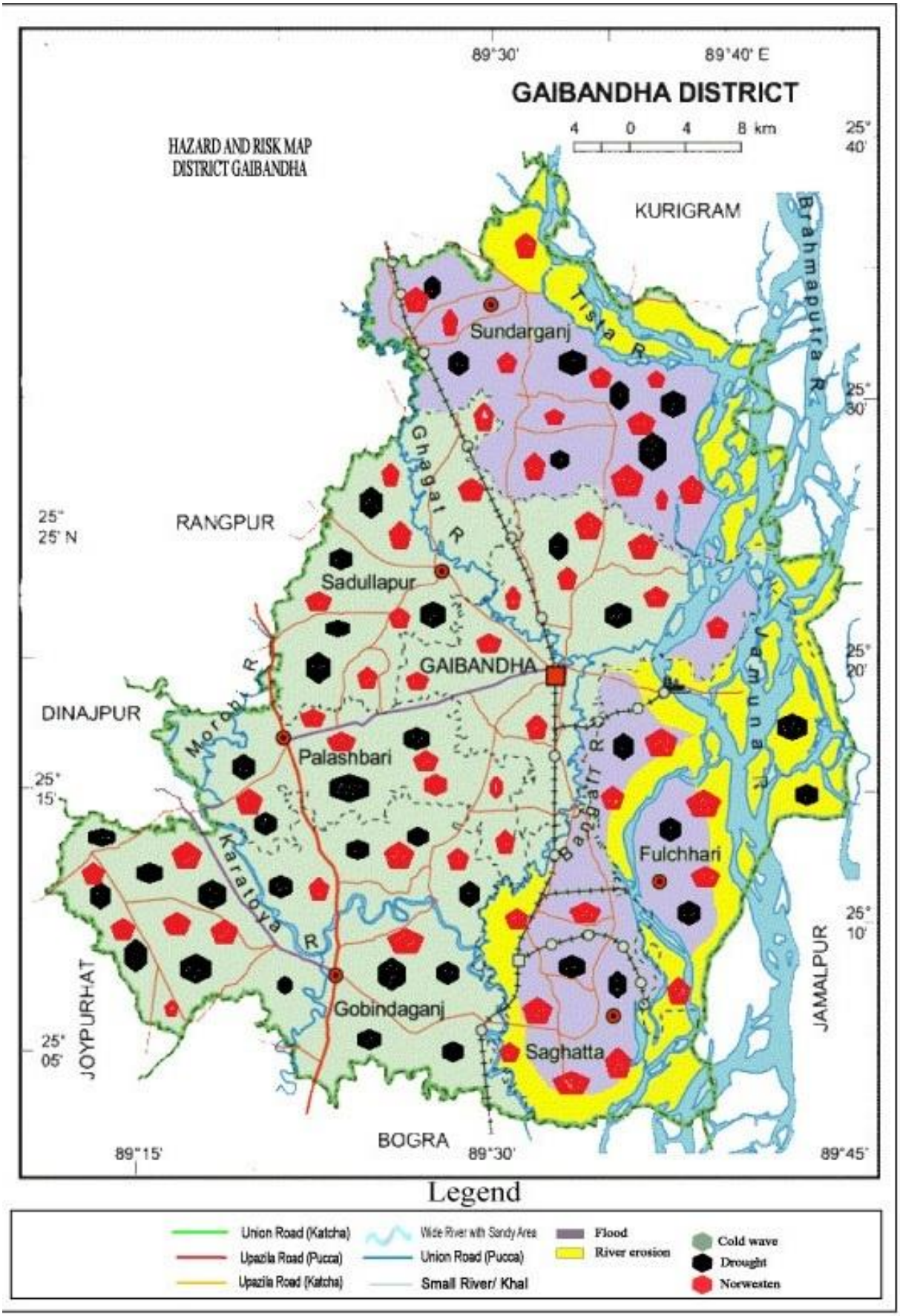

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপুঞ্জি

ক্রঃ	জীবিকাসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	বন্যা												
০২	নদীভাংগন												
০৩	খরা												
০৪	কালবৈশাখী ঝড়												
০৫	জমিতে বালু পড়া												

দিনপুঞ্জি বিশ্লেষণঃ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপুঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। এ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়:

- বন্যা হয় নদীভরাটের কারণে। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জৈষ্ঠ্য মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত নদীভরাট হয়।
- নদী ভাঙ্গন এই দুর্যোগটি জৈষ্ঠ্য থেকে আর্তিক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। নদী ভাঙ্গনে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ফসলসহ জমি, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট গাছ-পালা ইত্যাদি।
- কালবৈশাখীঝড় ও ঘূর্ণিঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে| ফসলেরও ক্ষতি হয়। কালবৈশাখীঝড় চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং ঘূর্ণিঝড় সেপ্টম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।
- গাইবান্ধা জেলায় খরা সংঘঠিত আপদের মধ্যে একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। এপ্রিলমাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপুঞ্জি

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	কৃষক												
০২	মৎসজীবি												
০৩	দিনমজুর												
০৪	ব্যবসায়ী												

কৃষকঃকৃষকদের ক্ষেত্রে জৈষ্ঠ্য থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বোর ধান লাগানোর কাজে ব্যাবস্ত থাকে এবং শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন মাস পর্যন্ত তাদের কোন কাজ থাকে না কার্তিক এর মাঝামাঝি থেকে অগ্রাহায়ন মাসে তারা ধান মাড়াই করার কাজে ব্যাবস্ত থাকতে হয় এবং মাঘ ফাল্গুন মাসে ইরি লাগানো কাজে ব্যাবস্ত হয়ে পড়ে।

মৎসজীবিঃ-জৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসে বন্যার আশংকা থাকে বন্যার কবল থেকে মাছের বাচ্চার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি রাখতে হয়। পৌষ মাঘ মাসে পানির স্তর নিচে যেতে থাকে যার কারণে মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং কম সময়ে মাছ বিক্রি করতে হয়। যার কারণে তাদের জীবিকার খানিকটা প্রভাব পড়ে।

দিনমজুরঃজৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে এই এলাকায় ইরি ধান কাটার কাজ করে কার্তিক মাস পর্যন্ত তাদেরকে বসে থাকতে হয় যার ফলে তাদের চার মাস এলাকার বাইরে কাজের সন্ধানে যেতে হয়।

ব্যবসায়ীঃ-ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় কার্তিক অগ্রাহায়ন পৌষ এই ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবসা ভাল চললেও বাকী ছয় মাস এলাকায় কাজ না থাকায় এবং লোক জনের আয় কমে যাওয়ায় ব্যবসায় বেচা কেনা অনেকাংশে কমে যায়।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রমিক নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ				
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝড়
০১	কৃষক					
০২	মৎসজীবি					
০৩	দিনমজুর					
০৪	ব্যবসায়ী					

বন্যাঃ

বন্যায় কৃষি ফসল ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়। শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর জনগণের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দরিদ্র কৃষক ও দিনমজুরদের কাচা ঘর-বাড়ি বন্যায় ক্ষতি হলে ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ যোগান দরিদ্রদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বন্যায় পুকুরের মাছ ও পোনা ভেসে যায়। এত মৎস্যচাষীদের ক্ষতি হয়। বন্যার কারণে দিনমজুররা কাজ পায়না ফলে অর্থনৈতিকভাবে কষ্টে দিন কাটে। ব্যাবসায়ীদের ব্যবসার দ্রব্য-সামগ্রী বন্যার পানিতে ক্ষতি-গ্রস্থ হয় এতে ব্যবসায়ীর ব্যবসার ক্ষতি হয়। এছাড়া বেচা-কেনা কম হয়। ফরে ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

নদীভাঙ্গনঃ

নদী ভাঙ্গনে আবাদী জমিসহ ঘর-বাড়ি রাস্তা-ঘাট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। দরিদ্র মানুষ ঘর বাড়ী জায়গা-জমি হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। সরকারী পর্যায়েও আর্থিক ক্ষতির সম্মুক্ষক্ষন হয়। কারণ সরকারকে আবার নদী গর্ভে বিলিন হওয়া স্কুল কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়।

শৈত প্রবাহঃ

শৈত্যপ্রবাহে কৃষি ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে কৃষক আর্থিক সংকটে দিন জাপন করে। এছাড়া এসময়ে দিনমজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়। এবং শৈত্য প্রবাহের কারণে দিনমজুরাও কাজে যেতে পারেনা। ফলে তারা আর্থিক সংকটে দিন কাটায়।

খরাঃ

খরায় ফসলসহ গাছ-পলা, সবজি মরে যায়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কাল বৈশাখী ঝড়ঃ

কালবৈশাখী ঝড়ে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালাসহ ফসলের ক্ষতি হয়। নতুন করে ঘর তৈরী ও মেরামত করতে হয়। ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলনের ঘাটতি পড়ে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো পূনঃ নির্মাণ করা দরকার হয়।

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালার্ভাট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা										
নদীভাঙ্গন										
শৈত প্রবাহ										
খরা										
কাল বৈশাখী ঝড়										

আপদ	ঝুঁকির বর্ণনা
বন্যা	**কৃষিঃ** **সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৯৯৬ সালের মত বন্যা হলে** নলডাঙ্গা **ইউনিয়নের মোট ৪০৩৩ একর ফসলী জমির মধ্যে ৬৪৫ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫৭২ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** রসুলপুর **ইউনিয়নের মোট ৪৫৩০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৪১ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** দামোদরপুর **ইউনিয়নের মোট ৫২৮৭ একর ফসলী জমির মধ্যে ২৫৭ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** জামালপুর **ইউনিয়নের মোট ৪৯৯০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫৪০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** ফরিদপুর **ইউনিয়নের মোট ৩৬৯০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৩১ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৫৮ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** ধাপেরহাট **ইউনিয়নের মোট ৪৭৮০ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪২৬ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** ইদিলপুর **ইউনিয়নের মোট ৪৯৯৫ একর ফসলী জমির মধ্যে ৩৪৭ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** ভাতগ্রাম **ইউনিয়নের মোট ৪১৯৭ একর ফসলী জমির মধ্যে ৩৪৮ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪২২ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** বনগ্রাম **ইউনিয়নের মোট ৩৮০১ একর ফসলী জমির মধ্যে ১২০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** কামারপাড়া **ইউনিয়নের মোট ৩৯৮০ একর ফসলী জমির মধ্যে ১৬২ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৮ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।** খোর্দ্দ কোমরপুর

আপদ	ঝুঁকির বর্ণনা
	ইউনিয়নের মোট ২৪০০ একর ফসলী জমির মধ্যে ১৪১ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। নলডাংগা ইউনিয়নের ছোটবড় মোট ৮৫ টি পুকুরের দেশী মাছ চাষ ব্যাবহ হবে এবং এর ফলে ৯৫ টি পরিবার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। রসুলপুর ইউনিয়নের ছোটবড় মোট ৬৫ টি পুকুরের দেশী মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং এর ফলে ৮৪ টি পরিবার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০০৫ এবং ২০০৮ সালের মত বন্যা হলে হরিনাথপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০৫ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫২০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এবং ৫০ একর জমির পাট, ২৫০ একর জমির কলা, ৮০ একর জমির অন্য শষ্য , বীজতলা ।কিশোরগাড়ী,ইউনিয়নেরঃ আবাদী মোট ৭০৮১ একর একর ফসলী জমির মধ্যে ৯৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হোসেনপুর ইউনিয়নেরঃ ৫৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মহদীপুর ইউনিয়নেরঃ মোট ৪২১২ একর জমির মধ্যে ৭৮০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং ৪৫ একর জমির পাট, ৯০ একর জমির কলা, ৪৫ একর জমির শস্য নষ্ট হতে পারে। **ফুলছরি** উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে **উরিয়া ইউনিয়নের** মোট ৩২৪৭ একর ফসলী জমির মধ্যে ৮৫০ একর জমির আমন চাষের, **ফুলছরি ইউনিয়নের** আবাদী মোট ৩৮১৯ একর ফসলী জমির মধ্যে ৫৬০ একর জমির আমন চাষের, **ফজলুপুর ইউনিয়নের** ৩৬৮১ একর জমির মধ্যে ৯৫ একর আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। **মৎসঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৬ সালের মত **বন্যা** হলে সাদুল্লাপুর উপজেলাতে ১৯৯৬ সালের মত বন্যা হলে মোট ৪৩৫৪ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ২১৫৪ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছ ভেসে যেতে পারে । কামারপাড়া ইউনিয়নের ছোটবড় মোট ৮৫ টি পুকুরের দেশী মাছ চাষ ব্যহত হবে এবং এর ফলে ৮০ টি পরিবার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নলডাংগা ইউনিয়নের ছোটবড় মোট ৮৫ টি পুকুরের দেশী মাছ চাষ ব্যাবহ হবে এবং এর ফলে ৯৫ টি পরিবার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। রসুলপুর ইউনিয়নের ছোটবড় মোট ৬৫ টি পুকুরের দেশী মাছ চাষ ব্যহত হবে এবং এর ফলে ৮৪ টি পরিবার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০০৫ এবং ২০০৮ সালের মত বন্যা হলে হরিনাথপুর, কিশোরগাড়ী, মহদীপুর ইউনিয়নের ৫৪ টি পুকুরের মাছ চাঘ ব্যহত হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৮২৫ পুকুরের ৭৫০টি পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়াসহ মাছ চাষের ব্যাহত হবে । **গাছাপালাঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলাতে ১৯৯৬ সালের মত বন্যা হলে **সাদুল্লাপুর** উপজেলাতে বন্যা বা হলে ২০০০০ ফলজ গাছ, ১২০০০ বনজ গাছ, ৩০০০ ঔষধি গাছ সহ ২০ টি নার্সারীর চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০০৫ এবং ২০০৮ সালের মত বন্যা হলে হরিনাথপুর ইউনিয়নের ১২০০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ১০৪৫ টি ঔষধি গাছ, কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের ৮৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , ৮৫২ টি ঔষধি গাছ, হোসেনপুর ইউনিয়নের ৪৫০ বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , ৮৫২ টি ঔষধি গাছ ও মহদীপুর ইউনিয়নের ১১৪৭ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছসহ ৯৮৭ টি ঔষধি গাছে সহ ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। **ফুলছরি** উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে এরেন্ডাবাড়ী ইউনিয়নের ৫০০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ২০০ টি ঔষধি গাছে, **ফুলছরি ইউনিয়নের** ৫৪০ টি বিভিন্ন জাতের ফলজ গাছসহ ২৫০ টি ঔষধি গাছ ও **ফজলুপুর ইউনিয়নের** ৫২২ বিভিন্ন জাতের ফল গাছসহ ১৫০ টি ঔষধি গাছের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। **ঘরবাড়ী০ঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৬ সালের মত বন্যা হলে ৫৫০ টি কাঁচা ঘর বাড়ী, ১০০ টি পাকা ঘর , ২০০ টি আধাপাকা ঘর বাড়ী পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় **বন্যা** বৃদ্ধি পেতে থাকলে ৪০০ টি কাঁচা ঘর বাড়ী, ১৫০ টি পাকা ঘর , ১০০ টি আধাপাকা ঘর বাড়ী পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **ফুলছরড়ি** উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ৫৮০ টি কাঁচা ঘর, ৫৫ টি পাকা ঘর বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়ে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **অবোকাঠামেঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে হলে ২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ৬ টি সরকারী ও বেসরকারী অফিস ২ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ঝড়ের আঘাতে

আপদ	ঝুঁকির বর্ণনা
	আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে ১৯৯৬ সালের মত বন্যা হলে মোট ১১টি ইউনিয়নের অবকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ২৫ টি, কালভাট ২৫ টি, কাচা রাস্তা ২ কিমি., পাকারাস্তা ১ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮ টি, নষ্ট হয়ে যেত পারে। **ফুলছড়ি** উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ৩০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ২০ টি মসজিদ, ও সরকারী, বেসরকারী অফিস সহ ১ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৪ টি ক্লিনিক , ২০ টি কালভার্ট, ১৫ টি ব্রীজ, ১৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়ে আংশিক বা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **স্বাস্থ্যঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় বন্যা হলে ২৮৭৪২৬ জন সংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়েরিয়া, ৩% লোক আমাশয় ২% টাইফয়েট ২% লোকের জন্ডিস ৬% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় **বন্যা** হলে ২৪৪৭৯২ জন সংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। ফুলছরি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে মোট জনসংখ্যা **১৬৫৩৩৪** এর মধ্যে ৬% লোক ডায়েরিয়া, ১০% লোক আমাশয় ২% টাইফয়েট ৪% লোকের জন্ডিস ৬% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৬% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার পতিটি পরিবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **পানি ও পয়ঃনিষ্কাষনঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ফুলছরি উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ১৪০০ টি কাঁচা ২৮৫ টি আধাপাকা পায়খানা, ৫৬ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ঝড় হলে ১৩০০ টি কাঁচা ২০০ টি আধাপাকা পায়খানা, ৪০ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। **ফুলছড়ি** উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত **বন্যা** হলে ১১০০ টি কাঁচা ১৫০ টি আধাপাকা পায়খানা আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ১৫ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পুর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
শৈতপ্রবাহ	**কৃষিঃ** **সাদুল্লাপুরঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** উপজেলার মোট আবাদী ৪৬৬৮৬ একর জমির মধ্যে ১৫,৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । **পলাশবাড়ীঃ** পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। মোট ৯ টি ইউনিয়নের ১০ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ৭৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২টি ঔষধি গাছ ক্ষতি হয়েছে । ডায়রিয়া ৪% লোক আক্রান্ত হয়েছে। কৃষিজীবি ১০%-৩০%, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবি ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে **ফুলছুড়িঃ** ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউনিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ফুলছরি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত শৈতপ্রবাহ হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । **গাছপালাঃ** **সাদুল্লাপুরঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** মোট ১১টি ইউনিয়নের ২৪৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৩৩ টি ঔষধি গাছ ক্ষতি হতে পারে । **পলাশবাড়ীঃ** পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্যপ্রবাহ** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট ৭৫২টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ, (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২টি ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে । **ফুলছুড়িঃ ফুলছড়ি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট ৫৫০টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ, (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৭০০টি ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। **মৎসঃ**

আপদ	ঝুঁকির বর্ণনা
	সাদুল্লাপুর ঃ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** মোট ১১টি ইউনিয়নের ২৪৫ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে পলাশবাড়ী উপজেলার মোট ৯ টি ইউনিয়নের ১০ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে । **ফুলছরি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউানিয়নের ছোট, বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । **পশুপাখিঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে মোট পশুপাখির ১০%-১৫% মারা যাওয়াসহ ক্ষতি-গ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে পলাশবাড়ী উপজেলার ৩৫১ টি পশু পাখি মারা যেতে পারে, **ফুলছড়ি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে সকল ইউনিয়নের মোট পশুপাখির ১০%-১৫% মারা যাওয়াসহ ক্ষতি-গ্রস্থ হতে পারে। **স্বাস্থ্যঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে উপজেলার বিভিন্ন রোগে ৬% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হতে পারে। **পলাশবাড়ীঃ**পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** পলাশবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন রোগে ৫% মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। **ফুলছরি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
খরা	**কৃষিঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার মোট ৪৬৬৮৩ একর আবাদী জমিরমধ্যে ১৪৩৮ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হতে পারে। ৭৬ একর জমির পাট চাষ, ৭০ একর জমির সবজি চাষ, ২০০ একর জমির আলু , ২৪০ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ৪১৯৮৪ একর আবাদী জমিরমধ্যে ১৫৭০ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৪৬ একর জমির পাট চাষ, ২০ একর জমির সবজি চাষ, ৩৫ একর জমির আলু, ৭৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমির মধ্যে ১২৩৪ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৫ একর জমির পাট চাষ, ৩০ একর জমির সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু চাষ ব্যহত হতে পারে। **গাছপালাঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার মোট ১৩৫৪ ফলজগাছ ২৪৫ বনজগাছ এবং ৪৭৮ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ১২৫৪ ফলজগাছ ২৩৫৪ বনজগাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, **ফুলছরি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছরি উপজেলায় মোট ৬৭৫ ফলজ গাছ এবং ২১৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, **মৎসঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, **ফুলছরি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছরি উপজেলায় মোট ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, **পশুপাখিঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার পশু খাদ্যাভাব ঘটে ও প্রচন্ড তাপে ১৫%-২০% পশুপাখি মারা যাওয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায়

আপদ	ঝুঁকির বর্ণনা
	মোটপশুপাখির পশু খাদ্যাভাব ঘটে ও প্রচন্ড তাপে ১৫%-২০% পশুপাখি মারা যাওয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **ফুলছরি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছরি উপজেলায় পশু খাদ্যাভাব ঘটে ও প্রচন্ড তাপে ১৫%-২০% পশুপাখি মারা যাওয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **স্বাস্থ্যঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে মোট জনসংখ্যার ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। **ফুলছরি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছরি উপজেলায় মোট সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ২% জন্ডিস, ৭% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে।
কালবৈশাখীঝড়	**কৃষিঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ৩৫৫ একর জমির ইরি ধান ৮০ একর জমির সবজি চাষ ১৩৩ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হতে পারে। পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ৩৪০ একর জমির ইরি ধান ৬০ একর জমির সবজি চাষ ১২৫ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা ঘর ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ৫ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধংশ হয়ে যেতে পারে । ফুলছরি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর ২প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মসজিদ ৫ টি মুরগীর খামার, ২১৫৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে । **গাছপালাঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের মত কালবৈশাখী হলে ২৬৫৫ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধংশ হয়ে যেতে পারে পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ২১৫৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে। **ঘরবাড়ীঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের মত কালবৈশাখী হলে ৪৫০ টি কাঁচা ৪০ পাকা ঘর আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা ঘর আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । ফুলছরি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । **অবকাঠামোঃ** **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের মত কালবৈশাখী হলে ৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ২ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে পারে। পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ৫ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । ফুলছরি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড় হলে ঘর ২প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মসজিদ ৫ টি মুরগীর খামার, আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ।
নদীভাঙ্গন	**পলাশবাড়ী** উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের কারণে **কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের** মোট আবাদী জমির ৫৫ একর জমি, অসংখ্য ঔষধি এবং ফলের গাছ, ২৪০ টি পশু পাখি, ১২ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। ২৪৫ টি কাচা ঘর , ১৫ টি পাকা ঘর , ২ কিলোমিটার কাচা রাস্তা, ৫ কিলমিটার পাকা রাস্তা, ৫ টি কালভাট, ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় , ১ মাদ্রাসা, ২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। ১২৪ টি নলকুব ৮০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে ২৪৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

আপদ	ঝুঁকির বর্ণনা
	হোসেনপুর ইউনিয়নের ঃ মোট ৫০৫৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৫ একর জমি, ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় , ১ মাদ্রাসা, ২ কিলোমিটার পাকা ৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তা , ১৪৫ টি কাচা ঘর, ১০ টি পাকা ঘর । অসংখ্য ঔষধি এবং ফলের গাছ , ১৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। ১৪৭ টি নলকুব ৫৪ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে ১৪২ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **ফুলছরি** উপজেলায় **নদী ভাঙ্গনের** কারণে **উরিয়া ইউনিয়নের** মোট আবাদী জমির ২৯০ একর জমি, ১৬০ টি ঔষধি এবং ২৫০ টি ফলের গাছ, ২১০ টি পশু, পাখি, ৮ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। ২৬০ টি কাচা ঘর , ১৩ টি পাকা ঘর , ৩ কিলোমিটার কাচা রাস্তা, .২ কিলমিটার পাকা রাস্তা, ৬ টি কালভাট ,১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ মাদ্রাসা, ৮০ টি নলকুব ৬০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ২৬৯ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ঃ** মোট ৪১২১ একর আবাদী জমির মধ্যে ৪২৭ একর জমির শষ্য , ১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় , ১ মাদ্রাসা, ১কিলোমিটার পাকা ২কিলোমিটার পাকা রাস্তা , ১১০ টি কাচা ঘর , ৬০ টি পাকা ঘর । অসংখ্য ঔষধি এবং ফলের গাছ , ২০ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ৮০ টি নলকুব ৬০ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে ২৩৭ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **গজারিয়া ইউনিয়নের ঃ** মোট ৩৬১৬ একর আবাদী জমির মধ্যে ২১০ একর জমির শষ্য , ১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২কিলোমিটার কাচা রাস্তা , ২৫০ টি কাচা ঘর , ঔষধি এবং ফলের গাছ ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। ৬৫ টি নলকুব ৭৫ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে য়েতে পারে। যার ফলে ১৬৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা: মোঃওবায়দুররহমান,উপজেলা কৃষিকর্মকতা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা। ০১৭১২০৩৪২০১

কেন বিপদাপন্ন, কিভাবে বিপদাপন্ন সুনির্দিষ্ট ভাবে কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে এবং এবং সে গুলো কি ভাবে করতে হবে ঃ

বিপদাপন্নতা সামাজিক উপাদান	বিপদাপন্নতা নিরসনের উপায়					
	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝর	বন্যা	নদী ভাঙ্গন	ঘুর্নিঝর
ফসল	এলাকার সকল রাস্তার দুই পাশ্বে গাছ লাগাতে হবে।	রাস্তার দুই পাশ্বে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও আবাদী জমির আইল দিয়ে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে।	রাস্তার দুই পাশ্বে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও আবাদী জমির আইল দিয়ে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে।	বন্যা কবলিত এলাকার নদীর পাশ্ব দিয়ে উচু বাঁধ তৈরী করতে হবে। এবং প্রতিটি নদী খনন করে নদীর গভীরতা বৃদ্বি করতে হবে।	পাইলিং এর মাধ্যমে নদীর গতি পথ ঠিক রাখা।	এলাকার সকল রাস্তার দুই পাশ্বে গাছ লাগাতে হবে।
গাছপালা	অধিক শীত সহনীয় জাতের চারা লাগাতে হবে।	খরা সহনীয় জাতের চারা বপন করতে হবে।	শক্ত মজবুত এবং ঝড় সহনশীল জাতের গাছ লাগাতে হবে।	বন্যা সহনীয় চারাগাছ লাগাতে হবে।	নদী ভাঙ্গন রোধে নদীন শাসণ ও নদী ড্রেজিং অব্যহত রাখতে হবে।	শক্ত মজবুত এবং ঝড় সহনশীল জাতের গাছ লাগাতে হবে।
পশু সম্পদ	পশুদের আশ্রয় কেন্দ্র গুলি শক্ত মজবুত এবং চারপাস দিয়ে বেড়া থাকতে হবে। ঘরের ভিতরে তাপের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধিক তাপ/ খরা সহনীয় জাত নির্বাচন করতে হবে।	ঝড়ের সময় পশু সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।	বন্যার সময় উচু স্থানে পশু সম্পদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	নদী ভাঙ্গনের সময় পশুসম্পদ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।	ঝড়ের সময় পশু সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখতে হবে।
মৎস সম্পদ	পুকুরের চারপাশ্বে অধিক পরিমানে গাছ লাগাতে হবে।	খরার সময় প্রতিটি পুকুরে সেচের মাধ্যমে পানি দিতে হবে।	ঝর মৎস সম্পদের তেমন কোন ক্ষতি করে না।	বন্যার সময় পুকুরের চার পাশের পার উচু রাখতে হবে ।	নদী ভাঙ্গন এলাকায় কোন স্থায়ী ভাবে মৎস ক্ষেত্র করা যাবে না।	ঝর মৎস সম্পদের তেমন কোন ক্ষতি করে না।

বিপদাপন্নতা সামাজিক উপাদান	বিপদাপন্নতা নিরসনের উপায়					
	শৈত প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখী ঝর	বন্যা	নদী ভাঙ্গন	ঘুর্নিঝর
ঘর বাড়ী	শৈতপ্রবাহ শুরুর পুর্বে ঘরবাড়ী ঠিক করতে হবে। এবং বাড়ির চারপাশে বেড়া দিতে হবে।	বাড়িব আসে পাসে অধিক পরিমানে গাছ লাগাতে হবে।	ঝড়ের পুর্বে ঘর বাড়ি মেরামত করতে হবে।	বন্যা প্রবন এলাকায় বসত ভিটা উচু করে ঘর বাড়ি বানাতে হব।	নদী ভাঙ্গন এলাকায় স্থয়ী বসত বাড়ি করা যাবে না।	ঝড়ের পুর্বে ঘর বাড়ি মেরামত করতে হবে।
রাস্তা ঘাট	শৈতপ্রবাহে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	খরায় রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	ঝড়ে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।	বন্যার পুর্বে রাস্তা ঘাট উচু করতে হবে।	পাইলিং এর মাধ্যমে নদীর গতি পথ ঠিক রাখা।	ঝড়ে রাস্তা ঘাটের তেমন কোন ক্ষতি হয়না।

২.১৩জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় ঘন ঘন আগাম শৈত্য প্রবাহ, খরা, বন্যা, নদী ভাঙ্গান, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি খাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিখাতে বন্যা, শৈত্য প্রবাহ, খরা, , নদী ভাঙ্গানে প্রতিবছর ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে । ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২ সালে কৃষিখাতে বিভিন্ন দুর্যোগে যে ক্ষতি দেখা গেছে তাতে অতীত থেকে বর্তমানে ৫% থেকে ১০% ক্ষতি বেড়ে গেছে । দুর্যোগের মাত্রা এভাবে বাড়তে থাকলে ভবিষ্যৎতে গাইবান্ধা জেলায় ক্ষতির পরিমাণ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ হয়ে যাবে।
মৎস্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ব্যাপক **বন্যা** হয়। এতে সাধারণ বন্যায় যতটুকু এলাকা প্লাবিত হয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ এলাকা বেশী প্লাবিত হয়েছে। অধিকাংশ পুকুরের মাছ ভেসে গেছে । যারা মৎস চাষ ও মাছের পোনা উৎপাদন ও মৎস পেশায় জড়িত তারা মারাত্নকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে মাছের অভাব দেখা গেছে। বন্যায় মাছ চাষের পুকুরগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে বন্যার প্রভাব আরো বেড়ে গেলে মাছের উৎপাদন কমে যাবে। এতে মৎসচাষী ও মৎস ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২ সালের খরা ও শৈত্যপ্রবাহে মৎস খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গ্রীষ্মকালে খরা মৌসুমেসাধারণত পুকুরের পানি কমে, যায় কিন্তু ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২ খরায় অধিকাংশ পুকুরের পানি কমে যাওয়ায় মাছের উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় মৎস ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়। শীত মৌসুমে পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় সাধারণত পুকুরে পানি থাকে না জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির স্তর দিন দিন আরো নীচে নেমে যাচ্ছে এতে মাছের উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে মাছ উৎপাদন কম হচ্ছে। শৈত্যপ্রবাহে প্রচন্ড ঠান্ডায় মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মরে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে শৈত্যপ্রবাহে আরো বেড়ে গেলে মৎস খাতে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাওয়া ও **বন্যা** বেশী দিন অবস্থান করার কোন কোন প্রজাতির গাছ মারা যায় এবং ছোট বা চারা গাছ বন্যার পানিতে ডুবে গেলে মারা যায় । ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ব্যাপক বন্যা হয়। গাইবান্ধা জেলায় প্রচুর গাছ মারা যাওয়াসহ ক্ষয়-ক্ষতি হয়। **বন্যার** প্রকোপ বেড়ে গেলে ভবিষ্যতে এই ক্ষয়-ক্ষতি আরো বেড়ে যাবে। গাছপালা জলবায়ূ পরিবর্তনে বিশেষ ভুমিকা রাখে। গাছপালা কম থাকলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় গাইবান্ধা জেলায় খরার প্রকোপ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে খরা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচন্ড তাপদাহে গাছপালা আংশিক মরে যাচ্ছে ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
স্বাস্থ্য	১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২ সালের খরা ও শৈত্যপ্রবাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দুর্যোগের মধ্যে বন্যা, খরা ও শৈত্যপ্রবাহ স্বাস্থ্য খাতে ক্ষতি করে । জলবায়ু পরিবর্তনে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় অতীতের চেয়ে বন্যা বেশী হচ্ছে এবং বন্যা আগের চেয়ে বর্তমানে বেশী দিন স্থায়ী হচ্ছে। বন্যায় নলকুপসহ পুকুর, খাল বিল নদী সব কিছু ডুবে যায়। । ফলে পানি দূষিত হয়ে এলাকায় বিভিন্ন পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বহু লোক, কলেরা, ডায়রিয়া, আময়শা, জন্ডিস ও বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। এতে কিছু কিছু লোক মারাও যায়। **খরা ও শৈত্যপ্রবাহে** বিভিন্ন রোগের প্রাদুভাব দেখা দেয় । ফলে চিকিৎসা গ্রহণে দরিদ্র মানুষের উপর আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড খরায় ও তীব্র ঠান্ডায় শিশুসহ বয়স্করা মারাত্নক ঝুঁকির সম্মুখিন হয়। বিগত সনের খরা ও শৈত্যপ্রবাহে

খাতসমূহ	বর্ননা
	বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছে।
ঘরবাড়ী ও অবোকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ব্যাপক বন্যা হয়। এতে সাধারণ বন্যার যতটুকু এলাকা প্লাবিত হয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ এলাকা বেশী প্লাবিত হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার বন্যা কবলীত এলাকায় কাচঁ ঘরবাড়ী ৫০% সম্পূর্ণভাবে ৫০% আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আধাপাকা ও পাকা ঘরবাড়ী ২০-৩০%আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো(স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাস, অফিস ইত্যাদি) ৫০% আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় কাচা রাস্তা ৫০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাকা রাস্তা ৩০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ব্যাপক বন্যা হয়। এতে সাধারণ বন্যার যতটুকু এলাকা প্লাবিত হয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ এলাকা বেশী প্লাবিত হয়েছে। গাইবান্ধা জেলায় বন্যা কবলীত এলাকায় **বন্যায়** কাচা পায়খানা ৮০%সম্পূর্ণভাবে ও ৩০%আধাপাকা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৫০% নলকুপ বন্যায় ডুবে যায়। গাইবান্ধা জেলার **কালবৈশাখী ঝড়ে** বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে প্রায় ৫০-৭০% কাচাঁ পায়খানা বিধ্বস্ত হয় । **কালবৈশাখী ঝড়ে** মাত্রা আরো তীব্র হলে এই সংখ্যা ১০০% পৌছাবে। সাদুল্লাপুর উপজেলায় আধাপাকা ও কাচা পায়খানা 30% 60% আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তি	চূড়ান্ত
শৈত্য প্রবাহঃ **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে উপজেলার মোট আবাদী ৪৬৬৮৬ একর জমির মধ্যে ১৫,৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । মোট ১১টি ইউনিয়নের ২৪৫ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে। ২৪৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছসহ (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) ৮৩৩ টি ঔষধি গাছের ক্ষতি হয়েছে । ডায়রিয়া ৬% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হতে পারে। কৃষিজীবী ৪০ % ,৮%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৩% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ০২ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহে** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। মোট ৯ টি ইউনিয়নের ১০ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ৭৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছেরে সহ ক্ষতি হয়েছে । ডায়রিয়া ৪% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হয়েছে।কৃষিজীবী ১০%-৩০%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । **ফুলছড়ি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউানিয়নের ছোট-বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত শৈতপ্রবাহ হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্বাভবনা রয়েছে । **ফুলছড়ি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট ৫৫০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ, (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৭০০ টি ঔষধি গাছের ক্ষতি হয়েছে হতে পারে। **সাঘাটাঃ** সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালর মত **খরা ও শৈতপ্রবাহ** হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** শৈতপ্রবাহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ১১২০ টি পুকুরের মাছ চাষ	প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তন। শীত বস্ত্রাদি না থাকা। গবাদী পশুপাখির জন্য ঠান্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা না করা।	পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকা।	টিকে থাকার জন্য পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। গবাদিপশুর আশ্রয় স্থল ঠান্ডা প্রতিরোধযোগ্য করে তৈরী করা । পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা। ব্যাপক বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহণ না করা। বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা

ঝুকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তি	চূড়ান্ত
ব্যাহত হতে পারে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **সুন্দরগঞ্জ** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০৮ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং প্রাণহানি ও প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে। উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৪%-৬% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **গাইবান্ধা সদর** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০৮ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে।			
বন্যাঃ সাদুল্লাপুর **উপজেলায়ঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৬৬৮৩ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৩০৪ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৩২১২০ পশুপাখি, ৩২৭৭৫ গাছপালার, ৫০০ অবকাঠামো, ১৫৪০ ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । **২৮৭৪২৬** জনসংখ্যার মধ্যে ৬% জন বিভিন্ন রোগে (ডায়েরিয়া , আমাশয় , টাইফয়েট , জন্ডিস ও চর্ম রোগে) আক্রান্ত হতে পারে । বিভিন্ন পেশাজীবিদের ৫২% ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ১৫০০ আধাপাকা ও কাচা পায়খানা ও ১০০ পাকা পায়খানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে বন্যা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মোহাদিপুর হরিনাথপুর, ইউনিয়নের মোট ২৩৩৫৫ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৮০ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ২০ একর জমির পাট চাষ, ৯৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ৯০ একর জমির কলা চাষ, ব্যাহত হবে। ২১৪৫ ফলজ গাছ ৭০৫০ বনজ গাছ এবং ৪৯০ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৪ টি, কালভার্ট ১২ টি, কাচা রাস্তা ২ কিমি., পাকা রাস্তা ১ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ১৫০ টি গবাদী পশু, ৫০ টি বসত বাড়ি, ১৫ টি পুকুরের মাছ, ১২৫ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে ১৯৮৮ বন্যা হলে উরিয়া , ফুলছড়ি, ফজলুপুর ইউনিয়নের মোট ১০৭৪৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৫৯৪ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৬০ একর জমির পাট চাষ, ৭৮ একর জমির সবজি চাষ, ৩৪ একর জমির আলু, ব্যহত হবে। ৭৫০ ফলজ গাছ এবং	নীচু এলাকা হওয়া । অধিকাংশ পুকুরগুলি নিচু এলাকায় । পাড়গুলি নিচু । দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে গবাদি পশুর আবাস্থল কাঁচা হওয়ার কারণে বন্যার সতর্ক বার্তা সময়মত না পৌঁছানোর আতি বৃষ্টির কারণে। পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা না কারণে। খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায়। নদীর পাশ্বে বেড়ী বাঁধ না থাকার কারণে। হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে জমি তলিয়ে যাওয়ার	ঘরগুলির ভিটি উচু না থাকা । উচু জমিতে পুকুর না করা । পাড়গুলিতে জালের ব্যবস্থা না করা প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা । ছড়া ও খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়া । পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা কমে যাওয়া নিরাপদ স্থানের অভাব । আহত প্রানীদের চিকিৎসা দানের অভাব। চাষীদের সচেতন না হওয়া গাছপালা কমে যাওয়ার সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের কোন উদ্যোগ না থাকার	নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ার কারণে । পানি উন্নয়ন বোডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে। দাতা গোষ্টীর সহযোগীতা না থাকার কারণে। এলাকার জনগণ সচেতন না থাকার কারণে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা

ঝুকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তি	চূড়ান্ত
১৬৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ২টি, কালভাট ১২ টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি.) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২৬৬ টি গবাদী পশু, ১২২ টি বসত বাড়ি, ৮০ নলকুপ ডুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **সাঘাটাঃ** সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত **বন্যা** হলে ৫০০০ টি চারা গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত বন্যা হরে ৩২৪ টি পুকুরের মাছ ভাসিয়ে যেতে পারে । যা আগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। সাখাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৪%-৬% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। গোবিন্দগঞ্জঃ উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৩%-৫% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **সুন্দরগঞ্জঃ** উপজেলায় ১৯৯৮ সালর মত **বন্যা** হলে ১২০০ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, গাইবান্ধা সদরঃ উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৩%-৫% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে।	কারণে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারা।	বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা না থাকা। ঘরগুলি বন্যা সহনশীল করে নির্মান না করা । পুকুরের পাড়গুলি উচু না করা । প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা । খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়া । পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা কমে যাওয়া	
খরাঃ **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার মোট ৪৬৬৮৩ একর আবাদী জমির মধ্যে ১৪৩৮ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৬ একর জমির পাট চাষ, ৭০ একর জসমর সবজি চাষ, ২০০ একর জমির আলু, ২৪০ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১৩৫৪ ফলজ গাছ ২৪৫ বনজ গাছ এবং ৪৭৮ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২৪৫৮ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ৪১৯৮৪ একর আবাদী জমির মধ্যে ১৫৭০ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৪৬ একর জমির পাট চাষ, ২০ একর জসমর সবজি চাষ, ৩৫ একর জমির আলু, ৭৫ একর জমির কলা চাষ ব্যহত হবে। ১২৫৪ ফলজ গাছ ২৩৫৪ বনজ গাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২৩৫৪ প্রতিটি	গবাদিপশুর বিকল্প খাদ্য সংগ্রহ করে না রাখা । অনাবৃষ্টি। ভূ-গভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া। জলবায়ু পরিবর্তন	সামাজিক বনায়নের অভাব । ব্যাপক বৃক্ষরোপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করা। বৃক্ষ নিধোন করা।	টিকে থাকার জন্য পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। পরিবেশবান্ধব ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা। ব্যাপক বৃক্ষরোপন কার্যক্রম গ্রহণে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ না থাকা ।

ঝুকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তি	চূড়ান্ত
পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রসস্থ হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমির মধ্যে ১২৩৪ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৫ একর জমির পাট চাষ, ৩০ একর জমির সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ব্যাহত হবে। ৬৭৫ ফলজ গাছ এবং ২১৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ২% জন্ডিস, ৭% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৩৪৫২ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **সাঘাটাঃ** খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে মোট ১৩০৭ টি পুকুরের মধ্যে ৬৮৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে মোট ৬২৩৭ টি পুকুরের মধ্যে মোট ১৫৬৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে **সুন্দরগঞ্জ ঃ** খরাঃ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে মোট ৪৮৫৪ টি পুকুরের মধ্যে মোট ১২৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে। **গাইবান্ধা সদরঃ** খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে ২৫৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে।			
কাল বৈশাখী ঝড়ঃ **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের কালবৈশাখী হলে ৩৫৫ একর জমির ইরি ধান ৮০ একর জমির সবজি চাষ ১৩৩ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৪৫০ টি কাঁচা ৪০ পাকা ঘর ৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ২ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৬৫৫ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৩৪০ একর জমির ইরি ধান ৬০ একর জমির সবজি চাষ ১২৫ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা ঘর ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির , ৫ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । **ফুলছুড়িঃ** ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের	বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে। বায়ু দুষণের কারণে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। গবাদী পশুর অধিকাংশ আবাসস্থলগুলি দূর্বল কালবৈশাখী সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী না করা । ভিটি শক্ত করা	এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালানা থাকার কারণে। সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা নাথাকার কারণে। ঘূর্ণিঝড়সহনশীল গাছপালা নাথাকার কারণে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসনা পাওয়ার কারণে। লোকজন সচেতন না থাকা। গবাদী পশুর অধিকাংশ আবাসস্থলগুলি দূর্বল কালবৈশাখী সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী না করা ।	কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকার কারণে। কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকার কারণে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকমিটির অবহেলার কারণে। কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া।

ঝুকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মধ্যবর্তি	চূড়ান্ত
মত ঝড় হলে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হবে। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর ২প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মসজিদ ৫ টি মুরগীর খামার, ২১৫৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে ।		ভিটি শক্ত করা।	
নদী ভাঙ্গনঃ **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৭৫ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ১৫ একর জমির পাট চাষ, ৪৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৮০ একর জমির আলু , ৮৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১৫৭৮ ফলজ গাছ ৩৫৭১ বনজ গাছ এবং ৫৬৭ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৮০ টি গবাদী পশু, ১৫ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৩ টি, কালভাট ১৫ টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি., পাকা রাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৭৫ টি বসত বাড়ি, ৬০ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৭৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৬৬ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৮৫ একর জমির পাট চাষ, ৪০ একর জমির সবজি চাষ, ৩১ একর জমির আলু ব্যহত হবে। ৯৫০ ফলজগাছ এবং ২১১ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৭৫ টি গবাদী পশু, ৯ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ১ টি, কালভাট ৬ টি, কাচা রাস্তা ৪ কিমি. পাকারাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৬৪ টি বসত বাড়ি, ৪০ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২১৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	জলবায়ু পরিবর্তন। অতিবৃষিষ্ট, পানির প্রবল স্রোত । নদী ডেজিং ব্যবস্থা না থাকান। উজান থেকে পাহাড়ী ঢল। নদীর সংযোগ স্থলে বাঁধ দেওয়া।	খর স্রোত বর্ষা মৌসমে হটাৎ করে পানি বেড়ে যায়।	নদী শাসন না করা নদীর তলদেশ ভরাট । নদীর গভীরতা কম থাকায় স্রোত বেড়ে যায় ফলে নদী ভাঙ্গান বেরে যায়।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুকির বিবরন	ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
শৈত্য প্রবাহঃ **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০১২ সালের মত **শৈত্য প্রবাহ** হলে উপজেলার মোট আবাদী ৪৬৬৮৬ একর জমির মধ্যে ১৫,৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । মোট ১১টি ইউনিয়নের ২৪৫ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে। ২৪৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছসহ (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) ৮৩৩ টি ঔষধি গাছের ক্ষতি হয়েছে । ডায়রিয়া ৬% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হতে পারে। কৃষিজীবী ৪০ % ,৮%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৩% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ০২ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহে** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির	প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তন। শীত বস্ত্রাদি না থাকা। গবাদী পশুপাখির জন্য ঠান্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা না করা। দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে		• পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ নেয়া । চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বৃদ্ধি করা । এলাকার জনগন সচেতন হওয়া। • সরকারী/বেসরকারী ভাবে মাছ চাষীদের প্রশিক্ষিণ করা • সরকারী/বেসরকা

ঝুকির বিবরন	ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। মোট ৯ টি ইউনিয়নের ১০ টি পুকুরের মাছ চাষের ক্ষতি হয়। ৭৫২ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৮৫২ টি ঔষধি গাছেরে সহ ক্ষতি হয়েছে । ডায়রিয়া ৪% লোক অন্য লোক আক্রান্ত হয়েছে।কৃষিজীবী ১০%-৩০%, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ী ব্যবসায়ী ০৫% শ্রমিক ও চাকুরীজীবী ১০ % প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । **ফুলছড়ি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শৈত প্রবাহের কারণে সকল ইউানিয়নের ছোট-বড় ৮২৫ টি পুকুরের প্রায় ২০,০০০০০/- টাকার মাছ মারা যেতে পারে । ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের মত শৈতপ্রবাহ হলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়েরিয়া, ২% লোক আমাশয় ১% টাইফয়েট ১% লোকের জন্ডিস ৫% লোকের ডায়েরিয়া জনিত এবং ৩% লোক চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । **ফুলছড়ি** উপজেলায় ২০০৯ সালের মত **শৈত প্রবাহ** হলে মোট ৫৫০ টি বিভিন্ন জাতের ফল গাছ , (যেমনঃ আম, পেয়ারা, আমরা, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গা ইত্যাদি) সহ ৭০০ টি ঔষধি গাছের ক্ষতি হয়েছে হতে পারে। **সাঘাটাঃ** সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালর মত **খরা ও শৈতপ্রবাহ** হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** শৈতপ্রবাহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার ১১২০ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০১২ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **সুন্দরগঞ্জ** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০৮ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং প্রাণহানি ও প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে। উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৪%-৬% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **গাইবান্ধা সদর** **খরা ও শৈতপ্রবাহ** গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২০০৮ সালের মত শৈত প্রবাহ হলে সমস্ত উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৩%-৪% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং	গবাদি পশুর আবাস্থল কাঁচা হওয়ার কারণে বন্যার সতর্ক বার্তা সময়মত না পৌঁছানোর		রীভাবে নার্সারি মালিকদের প্রশিক্ষিণ করা ● ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন করা ● ঘরের উপকরণ গুলো ঘূর্নিঝড় সহনশীল করা ● পায়খানাগুলি পাকা করা ● সরকারী ভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করা

ঝুকির বিবরন	ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **বন্যাঃ** সাদুল্লাপুর **উপজেলায়ঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৬৬৮৩ একর ফসলী জমির মধ্যে ৪৩০৪ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ৩২১২০ পশুপাখি, ৩২৭৭৫ গাছপালার, ৫০০ অবকাঠামো, ১৫৪০ ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । **২৮৭৪২৬** জনসংখ্যার মধ্যে ৬% জন বিভিন্ন রোগে (ডায়েরিয়া , আমাশয় , টাইফয়েট , জন্ডিস ও চর্ম রোগে) আক্রান্ত হতে পারে । বিভিন্ন পেশাজীবিদের ৫২% ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ১৫০০ আধাপাকা ও কাচা পায়খানা ও ১০০ পাকা পায়খানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে বন্যা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মোহাদিপুর হরিনাথপুর, ইউনিয়নের মোট ২৩৩৫৫ একর আবাদী জমির মধ্যে ৮৮০ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ২০ একর জমির পাট চাষ, ৯৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ৯০ একর জমির কলা চাষ, ব্যাহত হবে। ২১৪৫ ফলজ গাছ ৭০৫০ বনজ গাছ এবং ৪৯০ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৪ টি, কালভার্ট ১২ টি, কাচা রাস্তা ২ কিমি., পাকা রাস্তা ১ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ১৫০ টি গবাদী পশু, ৫০ টি বসত বাড়ি, ১৫ টি পুকুরের মাছ, ১২৫ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে ১৯৮৮ বন্যা হলে উরিয়া , ফুলছড়ি, ফজলুপুর ইউনিয়নের মোট ১০৭৪৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৫৯৪ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৬০ একর জমির পাট চাষ, ৭৮ একর জমির সবজি চাষ, ৩৪ একর জমির আলু, ব্যহত হবে। ৭৫০ ফলজ গাছ এবং ১৬৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ২টি, কালভাট ১২ টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি.) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২৬৬ টি গবাদী পশু, ১২২ টি বসত বাড়ি, ৮০ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **সাঘাটাঃ** সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত **বন্যা** হলে ৫০০০ টি চারা গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাঘাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত বন্যা হরে ৩২৪ টি পুকুরের মাছ ভাসিয়ে যেতে পারে । যা আগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। সাখাটা উপজেলায় ২০০৭ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৪%-৬% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। গোবিন্দগঞ্জঃ উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত	দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা পুকুরগুলি পাড়গুলি উচু করা বন্যার সতর্ক বার্তা সময়মত পৌঁছানোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরী গ্রামের ঘরবাড়ী গুলো বাঁশ দিয়েএমনভাবে তৈরীর করতে হবে যাতে খুব সহজেই ভেঙ্গে না যায় রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী করতে হবে কালভার্ট শক্ত করে তৈরী করা নলকুপ ও পায়খানাগুলো উচ্চু স্থানে তৈরী করা	প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট থাকা। উচু জমিতে পুকুর করা পাড়গুলিতে জালের ব্যবস্থা করা নদী ও খালগুলি খনন ও পুনঃখনন করা। পলি পড়া এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধি করা নদী ও খালেন পারে ব্যাপক এলাকা নিয়ে বৃক্ষ রোপন । সকল ধরণের অবকাঠামো (ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা অফিস ইত্যাদি) সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলে উপরে নির্মাণ করা নিলকুপের গোড়ায় পাকা করা উচ্চুতে তৈরী করা পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকা পায়খানা উচ্চু জায়গায় তৈরী করা।	

ঝুকির বিবরন	ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
উপজেলায় ৩%-৫% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। **সুন্দরগঞ্জঃ** উপজেলায় ১৯৯৮ সালর মত **বন্যা** হলে ১২০০ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, গাইবান্ধা সদরঃ উপজেলায় ১৯৯৮ সালের মত **বন্যা** হলে সমস্ত উপজেলায় ৩%-৫% মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে।	চাষীদের সচেতন হওয়া বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা থাকা।		
খরাঃ **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার মোট ৪৬৬৮৩ একর আবাদী জমির মধ্যে ১৪৩৮ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৬ একর জমির পাট চাষ, ৭০ একর জসমর সবজি চাষ, ২০০ একর জমির আলু, ২৪০ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১৩৫৪ ফলজ গাছ ২৪৫ বনজ গাছ এবং ৪৭৮ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২৪৫৮ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ৪১৯৮৪ একর আবাদী জমির মধ্যে ১৫৭০ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৪৬ একর জমির পাট চাষ, ২০ একর জসমর সবজি চাষ, ৩৫ একর জমির আলু, ৭৫ একর জমির কলা চাষ ব্যহত হবে। ১২৫৪ ফলজ গাছ ২৩৫৪ বনজ গাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ১৫৭ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ৪% জন্ডিস, ৬% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২৩৫৪ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রসস্থ হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমির মধ্যে ১২৩৪ একর জমির ইরি ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৭৫ একর জমির পাট চাষ, ৩০ একর জমির সবজি চাষ, ৬০ একর জমির আলু , ব্যাহত হবে। ৬৭৫ ফলজ গাছ এবং ২১৪ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে এবং প্রচন্ড খরার কারণে সমস্ত উপজেলাতে ৩ % লোকের ডায়রিয়া, ২% জন্ডিস, ৭% লোকের জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ৩৪৫২ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **সাঘাটাঃ** খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে মোট ১৩০৭ টি পুকুরের মধ্যে ৬৮৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত	বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা ঠিকরাখতে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে। গ্রীন হাইজ ইফেক্টের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখা পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা থাকা । নির্বিচারে গাছপালা কেটে না ফেলা । কালবৈশাখী সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরী করা । পশু খাদ্য সংগ্রহ করে রাখা গাছপালার অভাব যে ক্ষতি হয় তা জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক ভারসাম্য না করা জলবায়ু পরিবর্তন	পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা থাকা জনগণর দূর্যোগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা গবাদিপশুর পরিচর্যা সম্পর্কে লোকজনের জ্ঞান রাখা বৃক্ষ রোপন অভিযান করা বাস্তবায়ন করা। পরিকল্পিতভাবে খরা সহনশীল অবেকাঠামো নির্মাণ করা।	কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকা কৃষি গবেষনা কেন্দ্র থাকা কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার প্রনয়ণ পশুপালনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পর্যাপ্ত স্থাপন পরিবর্তন সরকারী ভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করা ।

ঝুকির বিবরন	ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে। **গোবিন্দগঞ্জঃ** খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত খরা হলে মোট ৬২৩৭ টি পুকুরের মধ্যে মোট ১৫৬৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে **সুন্দরগঞ্জ ঃ** খরাঃ **সুন্দরগঞ্জ** উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে মোট ৪৮৫৪ টি পুকুরের মধ্যে মোট ১২৩৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে। **গাইবান্ধা সদরঃ** খরাঃ উপজেলায় ২০০৮ সালর মত **খরা** হলে ২৫৪ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, যা গত সালের খরার ক্ষতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে।			
কাল বৈশাখী ঝড়ঃ **সাদুল্লাপুর** উপজেলায় ২০০৫ সালের কালবৈশাখী হলে ৩৫৫ একর জমির ইরি ধান ৮০ একর জমির সবজি চাষ ১৩৩ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৪৫০ টি কাঁচা ৪০ পাকা ঘর ৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ , ১ টি মন্দির , ২ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৬৫৫ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৩৪০ একর জমির ইরি ধান ৬০ একর জমির সবজি চাষ ১২৫ একর জমির কলা চাষ ব্যাহত হবে। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা ঘর ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির , ৫ টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি কলেজ, ১৫ টি মুরগীর খামার, ২৩৪০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । **ফুলছুড়িঃ** ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের কারণে কিংবা ২০১১ সালের মত ঝড় হলে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষ চাষ ব্যাহত হবে। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা ঘর ২প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মসজিদ ৫ টি মুরগীর খামার, ২১৫৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ধবংস হয়ে যেতে পারে ।	নির্বিচারে গাছপালা কেটে না ফেলা। বাড়ীর চারপাশে শক্ত বৃক্ষ রোপন করা। নদীর পাড়ে ব্যাপক এলাকা নিয়ে বৃক্ষ রোপন করা। ঘূর্ণিঝড় পূর্ব সতর্কতা । দেয়া লোকজন সচেতন থাকা	সকল ধরণের অবকাঠামো (ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা অফিস ইত্যাদি) সর্বোচ্চ ঝড় বা টর্নেডো বা কালবৈশাখী ঝড় সহনশীল করে নির্মাণ করা । নিলকুপের গোড়ায় ঝড় সহনশীল করে তৈরী করা। পায়খানা ঝড় সহনশীল করে তৈরী করা।	সরকারী কর্তৃপক্ষ ও দাতা সংস্থাকে সাহায্যো হাত এগিয়ে দেয়া। ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন করা।
নদী ভাঙ্গনঃ **পলাশবাড়ী** উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৭৫ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ১৫ একর জমির পাট চাষ, ৪৫ একর জসমর সবজি চাষ, ৮০ একর জমির আলু , ৮৫ একর জমির কলা চাষ, ব্যহত হবে। ১৫৭৮ ফলজ গাছ ৩৫৭১ বনজ গাছ এবং ৫৬৭ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৮০ টি গবাদী পশু, ১৫ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ৩ টি, কালভাট ১৫ টি, কাচা রাস্তা ৩ কিমি., পাকা রাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৭৫ টি বসত বাড়ি, ৬০ নলকুপ ঢুবে যেতে পারে। এতে করে	রাস্তাঘাট মেরামত। বাড়ীঘর উচু করন । পানিনিস্কাষনের ব্যবস্থা করা। নদীর পাশ্বে বেড়ী বাধ নির্মান করা। নদীর পারে বসবাকারী লোকজনদের সতর্ক	উচু করে বাঁদ ও রাস্তা নিমান। নদী বা খালর সংযোগ স্থলে সুইচ গেচটর ব্যবস্থা করা।	নদী খনন করে নদীর গভরিতা বৃদ্ধি করা। পানি উন্নয়ন বোডের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। এলাকার জনগনকে সচেতন করা। বাধ রির্মাণ করা তিস্তা চুক্তি

ঝুকির বিবরন	ঝুকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (৫+)
ইউনিয়নগুলোর ৭৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **ফুলছড়ি** উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে গজাড়িয়া, উড়িয়া, কঞ্চিপাড়া, ইউনিয়নের মোট মোট আবাদী জমির মধ্যে ৬৬ একর জমির আমন ধানের চাষ ব্যাহত হবে, ৮৫ একর জমির পাট চাষ, ৪০ একর জমির সবজি চাষ, ৩১ একর জমির আলু ব্যহত হবে। ৯৫০ ফলজগাছ এবং ২১১ ঔষধি গাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ৭৫ টি গবাদী পশু, ৯ টি পুকুরের মাছ চাষ ব্যাহত হবে, অবোকাঠামো যেমন, (ব্রীজ ১ টি, কালভাট ৬ টি, কাচা রাস্তা ৪ কিমি. পাকারাস্তা ২ কিমি,) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭ টি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৬৪ টি বসত বাড়ি, ৪০ নলকুপ ডুবে যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর ২১৫ প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	থাকা এবং যা নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যাবে সেগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেলা, যেমন টির ও কাঠের ঘরবাড়ী, গাছ কেটে ফেলা ও সরিয়ে ফেলা		বাস্তবায়ন করা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ক্র	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	নবীন পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (এনপিইউএস)	স্বাস্থ্য, কৃষি, দারিদ্র বিমোচন সহ অন্যান্য কাজ করে			৩ বছর পর পর মেয়াদ বাড়ানো হয়
০২	ই,এস,ডি,ও	স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ে কাজ করে এবং দুর্যোগের সময় কাজ করেন			৭ বছর পরপর মেয়াদ বাড়ানো হয়।
০৩	সেবা	ত্রাণ বিতরনসহ অন্যান্য আর্থিক সাহায্য প্রদান			নিজস্ব বরাদ্দ

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (আনুমানিক)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা %	ইউপি %	এনজিও এবং কমিউনিটি %	
১	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে সেচ্ছাসেবক দল গঠন ও দলের দক্ষতা বৃদ্ধি করণ যেমন - দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষন ইত্যাদি।	প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি করে দল গঠন এবং ৩াট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ।	৪২,০০,০০০/-	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে	অক্টোবর, ১৪-জুন, ১৫	২৫%	২৫%	৪০%	১০%	মাসিক সমন্বয় সভায় ও জরুরী সভার মাধ্যমে। এছাড়াও বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম যেমন মোবাইল, ইমেইল ইত্যাদি
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ, আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ সমূহ তদারকি, পর্যবেক্ষন ও প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান।	আগামী ৬ মাসের মধ্যে	৫০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	অক্টোবর, ১৪-মার্চ, ১৫	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩	স্থানীয় পর্যায়ে আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান।	৮২টি ইউনিয়ন, ৭টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা ও জেলা	৯,২০,০০০/-	ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা	অক্টোবর, ১৪-মার্চ, ১৫	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫	সকল আশ্রয় কেন্দ্র সমূহ মেরামত নিশ্চিত করা ও স্বাভাবিক সময়ে এর সুষ্ঠ বহুমূখী ব্যাবহার নিশ্চিত করা।	৯টি	৪৫,০০,০০০/	ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা	অক্টোবর, ১৪- জুন, ১৬	৩০%	২৫%	৩০%	১৫%	
৬	স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ যাতে করে দুর্যোগকালীন সময়ে অতি দ্রুত সেবা দিতে পারে সে ব্যাপারে তাদের অবকাঠামোগত এবং কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান ও মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা ।	প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	১,৮০,০০,০০০/-	জেলা, উপজেলা, ইউপি, , পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭	দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল কে নিয়ে এবং সকল পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড) নিয়মিত	৮২টি ইউনিয়ন, ৭টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা ও জেলা	২২,০৮,০০০/	জেলা, উপজেলা, ইউপি, পৌরসভা	অক্টোবর, ১৪- জুন, ১৭	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (আনুমানিক)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা %	ইউপি %	এনজিও এবং কমিউনিটি %	
	(৩/৬ মাস পরপর) মহড়ার আয়োজন করা।									
৮	দুর্যোগ ও এর মোকাবেলায় (দুর্যোগ পূর্ব, কালীন ও পরবর্তি) করণীয় সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পোস্টার, লিফলেট বিতরন এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও এনজিও কতৃক মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক নিশ্চিত করা।	পোষ্টার – ৫০০০, লিফলেট – ৫০০০০০ ও বিলবোর্ড - ১৮৪	১৪,৭০,০০০/	জেলা, উপজেলা, ইউপি, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও গ্রাম	জানুয়ারী, ১৫-মার্চ ১৫	৩৫%	১৫%	২০%	৩০%	
৯	শুকনা খাবার, জীবনরক্ষা কারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা এবং সকল পর্যায়ে এব্যাপারে অবহিত করার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ করা।	শুকনো -৩ টন চাল / ডাল-৫ টন ঔষধ	৩০,৫০,০০০/-	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	অক্টোবর, ১৪- জুন, ১৭	৩৫%	২৫%	২৫০%	১৫%	
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল / কলেজ / মাদ্রাসা ছাত্র ছাত্রীদের পাশাপাশি ঐসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাবস্থাপনা কমিটিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দুর্যোগের সময় স্কুলটি যাতে করে ব্যাবহার করা যায় সেটা নিশ্চিত করা।	১৮৪টি স্কুলে (৮২টি ইউনিয়ন, ৭টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা ও জেলা থেকে ২ টি করে)	১,৮৪,০০০/	স্কুলে	অক্টোবর, ১৪- জুন, ১৫	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১১	সংশিস্লষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং এবং ঠিকানা সংরক্ষণ করা	সকল	৯২,০০০/	জেলায়, উপজেলায়, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায়	অক্টোবর, ১৪- ডিসেম্বর, ১৪	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১২	নিয়মিত জেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভার আয়োজন করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন নিশ্চিত করা এবং জেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা করা।	*বৎসরে ৪ টা করে ৩ বছরে কমপক্ষে ১২টা*	*১,২০,০০০/*	জেলায়, উপজেলায়, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায়	অক্টোবর, ১৪- জুন, ১৫	৪০%	১৫%	২০%	২৫%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা %	ইউপি %	এনজিও এবং কমিউনিটি %	
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে ।	১০,০০,০০০/	নিকটবর্তি নিরাপদ স্থান সমূহে ।	দুর্যোগ মুহুর্তে	২০%	০৪%	২০%	২০%	মাসিক সমন্বয় সভায় ও জরুরী সভার মাধ্যমে। এছাড়াও বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম যেমন মোবাইল, ইমেইল ইত্যাদি
২.	দূর্যোগের আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে কেন্দ্রে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাহন ব্যাস্থা করা এবং আহতদের জরুরী ভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরন ও সুষ্ঠ চিকিৎসা নিশ্চিত করা বা ব্যাবস্থা নেয়া।	দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে ।	১০,০০,০০০/	নিকটবর্তি নিরাপদ স্থান সমূহের আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে ।	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩.	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা। পাশাপাশি সকল সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত করে রাখা যাতে করে তারা স্বল্প সময়ের নোটিসে উদ্ধার কাজে অংশ নিতে পারে।	দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী ।	২,০০,০০০/	আক্রান্ত ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা সহ অন্যান্য এলাকা এবং জেলা	দুর্যোগ মুহুর্তে	২৫%	২৫%	৩০%	২০%	
৪.	বিশুদ্ধ পানি, শুকনো / রান্না করা খাবার (সম্ভব হলে), কিছু প্রয়োজনীয় ঔসধ বিতরনের ব্যাবস্থা নেওয়া।	আনুমানিক ২, ২৫,০০০ পরিবার	১১,২৫,০০,০০০ /	আক্রান্ত ইউনিয়ন / উপজেলা / পৌরসভা / জেলা	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	২০%	৩০%	১৫%	
৫.	জরূরী ভাবে ক্ষণস্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করা।	আনুমানিক ১০০০	১০,০০,০০০/	আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে	দুর্যোগ মুহুর্তে	২৫%	২৫%	৩০%	২০%	
৬.	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।	চুরি ডাকাতি করতে না দেওয়া	৪,৫০,০০০/	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩০%	২৫%	৪০%	৫%	
৭.	স্থানীয় পর্যায়ে দূর্যোগ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রন ও পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়মিত ভাবে জেলা পর্যায়ের নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগীতা নেয়।	দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী।	১,৮০,০০০/	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (আনুমানিক)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন%	উপজেলা %	ইউপি %	এনজিও এবং কমিউনিটি %	
১	যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলো ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।	দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী।	১০,০০,০০০/-	নিকটবর্তি নিরাপদ স্থান সমূহের আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	২৫%	৩০%	১০%	কার্যক্রম গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	মৃত মানুষ দাফন ও মৃত গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	প্রয়োজন অনুযায়ী।	২,২৫,০০০/	নির্দিষ্ট স্থানে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	২০%	২৫%	৪০%	১৫%	
৩	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে	২,২০,০০০/-	আক্রান্ত ইউনিয়ন / উপজেলা / পৌরসভা / জেলা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	প্রয়োজন অনুযায়ী।	২,২৫,০০০/		দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে / ঝঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (আনুমানিক)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	অবকাঠামো সংস্কার / তৈরী	প্রয়োজন অনুযায়ী।	৪৫,০০,০০০/	আক্রান্ত ইউনিয়ন / উপজেলা / পৌরসভা / জেলা						কার্যক্রম গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	প্রয়োজন অনুযায়ী।	১০,০০,০০০/-	আক্রান্ত ইউনিয়ন / উপজেলা / পৌরসভা / জেলা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	২৫%	৩০%	১০%	
৩	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	সকল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার		আক্রান্ত ইউনিয়ন / উপজেলা / পৌরসভা / জেলা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে					
৪	অধিক ক্ষতি গ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা । (দূর্যোগের ধরণ ও প্রকটতার উপর নির্ভর করে ২,২৫,০০০ পরিবারের মধ্যে আনুমানিক ২৫০০ পরিবার)	আনুমানিক ২৫০০ পরিবার (১০,০০০/ প্রতি পরিবার)	২,৫০,০০,০০০/	আক্রান্ত ইউনিয়ন / উপজেলা / পৌরসভা / জেলা	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	২৫%	২০%	৩৫%	২০%	
৫	অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী	ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা	৩০,০০,০০০/	সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা পর্যায়ে।	দুর্যোগের পরবর্তী স্বাভাবিক সময়ে					

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

গাউবান্ধা জেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগকালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্যযে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষন, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে একটি টেলিফোন ব্যবহার করা হয় ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১টি একটি কন্টলরুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইলন ম্বরের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	মোবাইলনম্বর
১	মোঃ এহছানে এলাহী	জেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, সভাপতি	০৫৪১-৬১৪৮৩
২	মোঃ আশরাফুল মমিন খান	উপজেলানির্বাহীকর্মকর্তা	০১৭৬২৬৯৫০৭১
৩	মোঃ মোফাক্ষারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৮৯৬২৫৮
৪	মোছাঃ গোলাম জীলানী	জেলা মৎস কর্মকর্তা	০১৭১৮০৪৪০২৯
৫	মোঃ আজাহার আলী	জেলা শিক্ষ অফিসার	০১৭১২০৬৬৯৩৬
৬	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০১৭১৮৩৪৬০৫৭

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্র. নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৭ টি উপজেলায় মোট ২১০০	ফেব্রয়ারী -মার্চ মাসে	UzDMCও UDMC	DM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষন প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্ক বার্তা প্রচার	৭ টি উপজেলায় মোট ১০০%	সতর্কর্বাতা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, সাইরেন ও ড্রামবাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	নৌকা / গাড়ী / ভ্যান প্রস্তুত রাখা	৭ টি জেলায় মোট ২০০টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভব্যফেব্রয়ারী -মার্চ মাসে	কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদে ফোন নং সংরক্ষণ করা	ঐ
৪	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	১১০০	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদানএবংজীবনর ক্ষাকারীসরঞ্জামসহ যাত্রিকনৌকাব্যবহা রকরে	UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ

ক্র. নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য	৭টি উপজেলায় মোট ১৪টিম	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	সৎকার মাটিতে পোতা	৭টি উপজেলায় মোট	ঐ	ঐ	ঐ		UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত	৩০ টন ৬ টন ৩০০ জন	দুর্যোগেরপূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয়ব্যবসায়ীও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDM Cও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৮	গবাদীপশুরচিকিৎসা/টিকা	৭০০টি	দুর্যোগেরপূর্বেওপরে	কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	আশ্রয়কেন্দ্ররক্ষণাবেক্ষণ (মেরামত)	৫০টি	দুর্যোগেরপূর্বে / সম্ভব্যফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্র গুলো পরিদর্শন করে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	ত্রাণ কার্যক্রমসমন্বয় করা	৪৫টি	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	মহড়ারআয়োজনকরা (সতর্কবার্তা,অপসারণ,উদ্ধারওপ্রা. চিকিৎসা)	১৮	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ প্রবন সে সব এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।

ক্র. নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কি ভাবে করবে	যোগাযোগ
১২	জরুরীকন্ট্রোলরুমপরিচালনাকারা (অপারেশন,কন্টোলওযোগাযোগরুম)	৫	দুর্যোগেরপূর্বে			কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

৪.৭কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এহছানে এলাহী	জেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, সভাপতি	০৫৪১-৬১৪৮৩
২	মোঃ আশরাফুল মমিন খান	উপজেলানির্বাহীকর্মকর্তা	০১৭৬২৬৯৫০৭১
৩	মোঃ মোফাক্ষারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৮৯৬২৫৮
৪	ডা. মোঃ আবুল কাসেম	জেলা প্রণী সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১২৯২৯১০২
৫	একে এম আমিনুর ইসলাম	জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১১৭৮৬৬৮৩
৬	মোঃ আবু তাহের মন্ডর	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোড	০১৭৭৩৬৫৮০২০
৭	হেলাল মোঃ আফজাল	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড	০১৭৩৬৪৭৩৯৯৩
৮	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০১৭১৮৩৪৬০৫৭

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০১৭১৮৩৪৬০৫৭
২	মোঃ সাইফুল ইসলাম	জেলা খাদ্য নিন্ত্রক	০১৭১৬৩২৪৭২০
৩	এস এস হালিম উদ্দিন	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা	০১৭১৩৫৪৩৯১৮
৪	মোঃ মাহবুবুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,	০১৭৩০৭৮২৭৪২
৫	মোছাঃ ছাবিয়া আক্তার	জেলা তথ্য অফিসার	০১৭১২১২৬৪১০
৬	মোঃ মোফাক্ষারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৮৯৬২৫৮

পঞ্চমঅধ্যায়:উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	**শৈত্য প্রবাহ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্যপ্রবাহে** উপজেলার মোট আবাদী ৪৬৬৮৬ একর জমির মধ্যে ১৫,৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১২ সালের **শৈত্যপ্রবাহে** পলাশবাড়ী উপজেলার মোট আবাদী ৪২৯৮৪ একর জমির মধ্যে ১০,৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলায় ২০০৯ সালের **শৈত্যপ্রবাহে** মোট আবাদী জমির মধ্যে ৩৫২১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ২০১২ সালের **শৈত্যপ্রবাহে** সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার প্রায় ২৫% একর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। **খরাঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৯৯৯ সালের মত খরা হলে উপজেলার মোট ৪৬৬৮৩ একর আবাদী জমির মধ্যে ২০৯০ আবাদী জমির ইরিধানসহ বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়েছে। পলাশবাড়ী উপজেলাতে খরার কারণে ২০১১ সালের মত খরা হলে পলাশবাড়ি উপজেলায় মোট ৪১৯৮৪ একর আবাদী জমিরমধ্যে ১৭৪৬ একর জমির ইরি ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলাতে খরার কারণে কিংবা ২০১০, সালের মত খরা হলে ফুলছড়ি উপজেলায় মোট ২৬১৬১ একর আবাদী জমির মধ্যে ১৩৯৯ একর জমির ইরি ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ২০১২ সালের খরায় সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার ২০% একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়০ঃ সাদুল্লাপুর উপজেলায় ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে মোট আবাদী ৪৬৬৮৬ একর জমির মধ্যে ১৩৯৯ একর জমির ইরি ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পলাশবাড়ী উপজেলায় ঝড়ের কারণে ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৪০ একর জমির ইরি ধান ৬০ একর জমির সবজি চাষ ১২৫ একর জমির কলা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলায় ঝড়ের কারণে ২০১১ সালের মত কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫ একর জমির ইরি ধান ২০ একর জমির সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পলাশবাড়ী উপজেলাতে বন্যা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মোহাদিপুর হরিনাথপুর, ইউনিয়নের মোট ২৩৩৫৫ একর আবাদী জমির মধ্যে ১১৪৫ সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার **কালবৈশাখী ঝড়ে** প্রায় ১০% একর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। **বন্যাঃ** সাদুল্লাপুর উপজেলাতে ১৯৯৬ সারের মত বন্যা হলে মোট ১১ টি ইউনিয়নের মোট ৪৬৬৮৩ একর আবাদী জমির মধ্যে ৪৩৫১একর জমির ইরি ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পলাশবাড়ী উপজেলাতে বন্যা হলে কিশোরগাড়ী, হোসেনপুর, মোহাদিপুর হরিনাথপুর, ইউনিয়নের মোট ২৩৩৫৫ একর আবাদী জমির মধ্যে ১১৪৫ একর জমির ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলাতে ১৯৮৮ বন্যা হলে উরিয়া , ফুলছরি, ফজলুপুর ইউনিয়নের মোট ১০৭৪৭ একর আবাদী জমির মধ্যে ৭৬৬ একর জমির ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার **বন্যায়** মোট ... এত সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার ১৯৮৮ সালের বন্যায় ১৫০৯২ একর জমির ধানসহ বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
মৎস	সাদুল্লাপুর উপজেলাতে ১৯৯৬ সালের মত **বন্যা** হলে মোট ৪৩৫৪ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ১৫৫৪ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছের ভেসে গেছে । সাদুল্লাপুর ছাড়া বাকী ৬টি উপজেলার মোট ২৫৮৫ টি পুকুরের বিভিন্ন জাতের মাছের ভেসে গেছে । গাইবান্ধা জেলায় ২০০৮ সালের মত **খরায় ৭**টি উপজেলার মোট ২০৯৮৬টি পুকুরের মধ্যে ৫৩৫৫টি পুকুরের মাছের ক্ষতি হয়েছে । গাইবান্ধা জেলায় ২০১২ সালের **শৈত্য প্রবাহ** ৭টি উপজেলার মোট ২০৯৮৬টি পুকুরের মধ্যে ২২৫০টি পুকুরের মাছের ক্ষতি হয়েছে ।

গাছপালা	গাইবান্ধা জেলায় ২০০৮ সালের **বন্যায় ৭**টি উপজেলার মোট বিভিন্ন প্রজাতির ৪২০৭০টি গাছের ক্ষতি হয়েছে। গাইবান্ধা জেলায় ২০০৮ সালের **খরায় ৭**টি উপজেলার মোট বিভিন্ন প্রজাতির ২৮৪২০টি গাছের ক্ষতি হয়েছে। গাইবান্ধা জেলায় ২০০৮ সালের **শৈত্যপ্রবাহ** ৭টি উপজেলার মোট বিভিন্ন প্রজাতির ১৭৭৬৫টি গাছের ক্ষতি হয়েছে। গাইবান্ধা জেলায় ২০০৮ সালের **কালবৈশাখী ঝড়ে** ৭টি উপজেলার মোট বিভিন্ন প্রজাতির ৫২৯৩০টি গাছের ক্ষতি হয়েছে।
পশুপাখি	গাইবান্ধা জেলার বিগত বছরগুলোতে যে সব দুর্যোগ হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে ২০-৩০% পশুপাখি মারা যাওয়াসহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে ভবিষ্যৎতে এই সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুনও হয়ে যেতে পারে।
অবকাঠামো ও ঘর-বাড়ী	গাইবান্ধা জেলার বন্যা কবলীত এলাকায় কাচঁ ঘরবাড়ী ৫০% সম্পূর্নভাবে বিধ্বস্ত হয় ৫০% আংশিকভিবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আধাপাকা ও পাকা ঘরবাড়ী ২০-৩০% আংশিকভিবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো(স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাস, অফিস) ৫০% আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় কাচা রাস্তা ৫০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাকা রাস্ত ৩০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
স্বাস্থ্য	গাইবান্ধা জেলার বিগত বছরগুলোতে যে সব দুর্যোগ (যেমনঃ বন্যা, নদীভাঞ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, ঝড় ইত্যাদি) হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে মোট জনসংখ্যার ১৫%-২০% মানুষ বিভিন্ন রোগ (ডায়েরিয়া , আমাশয় , টাইফয়েট , জন্ডিস ও চর্ম রোগে ইত্যাদি) আক্রান্ত হওয়াসহ কিছু সংখ্যাক মৃত্যুবরণও করে। জলবায়ু পরিবর্তনে ভবিষ্যৎতে বিভিন্ন দুর্যোগের মাত্রা আরো বেশী হলে এই সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। বর্তমানের চেয়ে বন্যাকবলীত এলাকাও বেড়ে যাবে।
পয়ঃনিষ্কাসন	গাইবান্ধা জেলার বন্যা কবলীত এলাকায় **বন্যায়** কাচা পায়খানা ৮০%সম্পূর্নভাবে ও ৩০%আধাপাকা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৫০% নলকুপ বন্যায় ঢুবে যায়। গাইবান্ধা জেলার **কালবৈশাখী ঝড়ে** বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে প্রায় ৫০-৭০% কাচাঁ পায়খানা বিস্তস্ত হয় । **কালবৈশাখী ঝড়ে** মাত্রা আরো তীব্র হলে এই সংখ্যা ১০০% পৌছাবে। সাদুলস্নাপুর উপজেলায় ১৫০০ আধাপাকা ও কাচা পায়খানা ও ১০০ আংশিক বা সম্পূর্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে কৃষিখাতে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্যোগ সংঘটিত হয়। প্রতিটি দুর্যোগকালীন সময়ে সকল ধরনের আবাদের ক্ষতি হয়। কখনও আবাদের আংশিক ক্ষতি হয় । কখনও সম্পূণভাবে ক্ষতি হয়। এতে কৃষিখাত সম্পূর্ণভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পেরিবর্তনে কোন কোন বছর এক একটি দুর্যোগ র্কষি খাতকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ভবিষ্যৎতে বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যাপকভাবে হলে বা আরো তীব্র আকারে হলে কৃষিখাতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দ্বিগুন ছাড়িয়ে যাবে।

অনুরুপভাবে উন্নয়নের অন্যান্য খাতগুলো একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎতে বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যাপকভাবে হলে বা আরো তীব্র আকারে হলে বিভিন্ন খাতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বেড়ে যাবে। বিভিন্ন দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষিখাত । িএছাড়া মৎস, গাছপালা, পশুপাখি, বিভিন্ন অবকাঠামো, পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদিও একইভাবে ক্ষতি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বায়ুমন্ডলের উঞ্চতা বৃদ্ধির সম্পর্ক অতোপ্রতোভাবে জড়িত। উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসে গাছপালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ব্যাপক বৃক্ষরোপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় বাঁধ, সুইজগেট, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা । বন্যায় রাস্তা ঘাটের ক্ষয়ক্ষতি নিরোসনে রাস্তা প্রয়োজনীয় উচ্চতায় নির্মাণ ও বন্যা সহনশীল করে তৈরী করা। পানি দ্রুতগতিতে নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন অত্যান্ত প্রয়োজন। খাল ভরাট হয়ে যাওয়া ও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে গেছে। বন্যা ও ঝড়ে অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। বিশেষ করে কাচাঁ ঘর-বাড়ীসহ সকল ধরনের অবকাঠামো মারাত্নকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। তাই এসকল অবকাঠামো খাতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ও ঝুঁকি নিরসনে অবকাঠামো সর্বচ্চে বন্যা লেভেলের চেয়ে উচ্চু করে নির্মাণ ও মারাত্নক ঝড়ের আঘত সহনশীল করে নির্মাণ করা প্রয়োজন । জলবায়ূ পরিবর্তসনর সাথে সাথে খরা ও শৈত্যপ্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে। এতে কৃষিখাত, মৎস, পশুসম্পদ ও গাছপালার ক্ষতি হচ্ছে। দুর্যোগে প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়াজনীয় কৃষি গবেষনাগার প্রয়োজন । উন্নত গবেষনার ফলে পরিবেশ অনুকুল কৃষি পন্য উৎপাদন করা গেলে দুর্যোগে ঝুকিঁ কম থাকবে ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এহছানে এলাহী	জেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, সভাপতি	০৫৪১-৬১৪৮৩
২	মোঃ আশরাফুল মমিন খান	উপজেলানির্বাহীকর্মকর্তা	০১৭৬২৬৯৫০৭১
৩	মোঃ মোফাক্ষারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৮৯৬২৫৮
৪	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭১৪৬২৪২৩৮
৫	একে এম আমিনুর ইসলাম	জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১১৭৮৬৬৮৩
৬	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০১৭১৮৩৪৬০৫৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ সামছুল আলম	মেয়র পৌরসভা, গাইবান্ধা	০১৭১২৫৫১৯৮৭
২	মীর মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপ- পরিচালক, কৃষিসম্প্রসারন বিভাগ	০১৭১১৯৬৯৮৫৬
৩	মোঃ সহিদুর হক	জেলা আনছার ভিডিপি কমা--ন্ট	০১৭২১৭৬৮০৬৬
৪	গোবিন্দ লাল দাশ	সভাপতি , প্রেসক্লাব গাইবান্ধা	০১৭১৫৪৮৩৭২৬
৫	সভাপতি কতৃক মোননীত	এস কে এ প্রতিনিধি (স্থানীয এনজিও)	০১৮৫৩৩৩২৯১৮
৬	সভাপতি কতৃক মোননীত	জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি (জাতীয় এনজিও)	০১৭১৬৩৭৩৮৪০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ আশরাফুল মমিন খান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাইবান্ধা সদর , গাইবান্ধা	০১৭৬২৬৯৫০৭১
২	এ কেএম মুসফিকুল ইসলাম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক বিসিক গাইবান্ধা	০১৭১৭১৩৭৪৪৩
৩	মোঃ আবু তাহের মন্ডর	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোড	০১৭৭৩৬৫৮০২০
৪	হেলাল মোঃ আফজাল	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড	০১৭৩৬৪৭৩৯৯৩
৫	একেএম আব্দুস ছালাম খান	নির্বাহী প্রকৌশলী, ,সরক ও জনপথ বিভাগ	০১৭১১৪৮৬৮৬৪
৬	মোঃ মোফাক্ষারুল ইসলাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৮৯৬২৫৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ এহছানে এলাহী	জেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, সভাপতি	০৫৪১-৬১৪৮৩
২	ডা. মোঃ শাহাদৎ হোসেন সরকার	সিভিল সার্জন , গাইবান্ধা	০১৭১২১৩০৪৭৪
৩	মোছাঃ গোলাম জীলানী	জেলা মৎস কর্মকর্তা	০১৭১৮০৪৪০২৯
৪	ডা. মোঃ আবুল কাসেম	জেলা প্রণী সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১২৯২৯১০২
৫	একে এম আমিনুর ইসলাম	জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১১৭৮৬৬৮৩
৬	শ্রী কলম্বল কুমার	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	০১৭১৪৬০৭৬৪৯
	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০১৭১৮৩৪৬০৫৭

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেকলিষ্ট

রেডিও টিভি মারফত ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংগে সংগে নিম্নবর্ণিত "ছ" চেকলিষ্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃনং	বিষয়	হ্যা/না
১.	সতর্কবার্তাপ্রচারেরনির্বাচিতসেচ্ছাসেবকদলেরসদস্যদেরডেকেআসন্নবিপদসম্মন্ধেপ্রচারকাজশুরুকরতেবলাহয়েছে।	
২.	ঝুঁকিপূর্ণএলাকারলোকজনকেউদ্ধারকরারজন্যদায়িত্বপ্রাপ্তব্যক্তি/দলতৈরীকরাআছেকিনা।	
৩.	২/১দিনেরশুকনাখাবারওপানীয়জলনিরাপত্তামোড়কেমাটিরনীচেপুতিয়ারাখারজন্যপ্রচারকরাহইয়াছে।	
৪.	সেচ্ছাসেবকদলেরসদস্যদেরনিরাপত্তারজন্যলাইফজ্যাকেটসরবরাহকরাহয়েছে।	
৫.	ইউনিয়ননিয়ন্ত্রণকক্ষসার্বক্ষনিকভাবেচালুরাখারজন্যপ্রয়োজনীয়জনবলেরব্যবস্থাকরাহয়েছে।	
৬.	ইউনিয়নখাদ্যগুদাম/ত্রানগুদামেরপ্রয়োজনীয়নিরাপত্তাব্যবস্থাআছে।	
৭.	অন্যান্য	

চেকলিষ্ট

প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পুরণ করবেন।

ক্রঃ নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য মজুদ আছে।	না
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৩	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	হ্যাঁ
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	হ্যাঁ
৫	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের কে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৬	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে। ক এলাকায় উপস্থিত আছেন। নির্বাচিত	হ্যাঁ
৭	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	না
৮	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকূপ আছে।	না
৯	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	না
১০	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	হ্যাঁ
১১	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	না
১২	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	না
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	না
১৪	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	না
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	না
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালূ আছে।	হ্যাঁ
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
১৮	অন্যান্য	

সংযুক্তি ২

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য তালিকা (গাইবান্ধা)

ক্রঃ	সদস্যের নাম	প্রতিষ্টান	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	মোঃ এহছানে এলাহী	জেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা	সভাপতি	০৫৪১-৬১৪৮৩
০২	শ্রী কলম্বল কুমার	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১৪৬০৭৬৪৯
০৩	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন	জেলা পুলিশ সুপার, গাইবান্দা	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৮৮৬
০৪	ডা. মোঃ শাহাদৎ হোসেন সরকার	সিভিল সার্জন , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১২১৩০৪৭৪
০৫	মীর মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপ- পরিচালক, কৃষিসম্প্রসারন বিভাগ	সদস্য	০১৭১১৯৬৯৮৫৬
০৬	মোছাঃ গোলাম জীলানী	জেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮০৪৪০২৯
০৭	ডা. মোঃ আবুল কাসেম	জেলা প্রণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৯২৯১০২
০৮	একে এম আমিনুর ইসলাম	জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১১৭৮৬৬৮৩
০৯	মোঃ আজাহার আলী	জেলা শিক্ষ অফিসার	সদস্য	০১৭১২০৬৬৯৩৬
১০	হাবিবা খাতুন	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৯৩১৫৬৯
১১	মোঃ সাইফুল ইসলাম	জেলা খাদ্য নিন্ত্রক	সদস্য	০১৭১৬৩২৪৭২০
১২	এস এস হালিম উদ্দিন	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১৩৫৪৩৯১৮
১৩	মোঃ মাহবুবুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,	সদস্য	০১৭৩০৭৮২৭৪২
১৪	মোঃ সহিদুর রহমান	উপ- পরিচালক জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য	০১৭১২৫২০০৪৪
১৫	গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ	উপ- পরিচালক জেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য	০১৫৫২৪২৪৫০৪
১৬	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৪৬২৪২৩৮
১৭	মোঃ সহিদুর হক	জেলা আনছার ভিডিপি কমা--ন্ট	সদস্য	০১৭২১৭৬৮০৬৬
১৮	মোছাঃ ছাবিয়া আক্তার	জেলা তথ্য অফিসার	সদস্য	০১৭১২১২৬৪১০
১৯	মোঃ আবু তাহের মন্ডর	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোড	সদস্য	০১৭৭৩৬৫৮০২০
২০	হেলাল মোঃ আফজাল	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড	সদস্য	০১৭৩৬৪৭৩৯৯৩
২১	একেএম আব্দুস ছালাম খান	নির্বাহী প্রকৌশলী, ,সরক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য	০১৭১১৪৮৬৮৬৪
২২	কোবদ আলী সরকার	এসিসট্যান্ট ডাইরেক্ট/ ডিপুটি এসিসট্যান্ট ডাইরেক্ট/ DAD	সদস্য	০১৭৩০০০২৫৮২
২৩	এ কেএম মুসফিকুল ইসলাম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক বিসিক গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১৭১৩৭৪৪৩
২৪	সভাপতি কতৃক মোননীত	সিনিয়ার অফিসার সোনালী ব্যাংক, গাইবান্ধা	সদস্য	০৫৪১-৬১৬১৫
২৫	মোঃ সামছুল আলম	মেয়র পৌরসভা, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১২৫৫১৯৮৭
২৬	মোঃ আশরাফুল মমিন খান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাইবান্ধা সদর , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭৬২৬৯৫০৭১
২৭	সৈয়দ ফরাদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭৫৯০৮৫৩৬৩
২৮	মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলছরি, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১৬০২৫৬৭৮
২৯	আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জ , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১২৬৮২৮৬০
৩০	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাঘাটা , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৯৪২২০৭২৭৬
৩১	মোঃ মাহবুবুল হক	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পলাশবাড়ী , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১২০৯৭৭৩৩
৩২	মোহাম্মদ মামুন উল হাসান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোবিন্ধগঞ্জ , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১১৩২৮২২৮
৩৩	রেজিয়া আক্তার বিউটি	স্থানীয় মহিলা প্রনিধি (সভাপতি কতৃক মোননীত)	সদস্য	০১৭১২০৪৪৭৮১
৩৪	মোঃ দেলোয়ার হেসেন	জেলা প্রতিনিধি , রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি , গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭২৫৭৮৩৪৯১
৩৫	সভাপতি কতৃক মোননীত	এস কে এ প্রতিনিধি (স্থানীয় এনজিও)	সদস্য	০১৮৫৩৩৩২৯১৮
৩৬	সভাপতি কতৃক মোননীত	জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি (জাতীয় এনজিও)	সদস্য	০১৭১৬৩৭৩৮৪০
৩৭	সভাপতি কতৃক মোননীত	কেয়ার বাংলাদেশ প্রতিনিধি (আমত্মরাতিক এনজিও)	সদস্য	
৩৮	গোবিন্দ লাল দাশ	সভাপতি , প্রেসক্লাব গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১৫৪৮৩৭২৬
৩৯	সভাপতি কতৃক মোননীত	সভাপতি জেলা আইনজীবি সমিতি	সদস্য	০১৭১২২৩৩৬৭৩
৪০	সভাপতি কতৃক মোননীত	অধ্যক্ষ, সরকারী মহিলা কলেজ গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১১২৩৬২০১
৪১	সভাপতি কতৃক মোননীত	সভাপতি, গাইবান্ধা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য	০১৭১১২৩৬২০১
৪২	নাজমুল আরেফিন তারেক	মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডর, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১৯০২৩৫৭১
৪৩	সৈয়দ আজহারম্নর হক	সভাপতি, জেলা স্কাউট গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১২২৫৬৪৪৩
৪৪	মোঃ মাহবুবুর রহমান টুলু	সভাপতি, জেলা ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম, গাইবান্ধা	সদস্য	০১৭১২২২৬৭২৬
৪৫	সভাপতি কতৃক মোননীত	সসস্ত্র বাহিনী প্রতিনিধি (দুর্যোগ কালীন সময়)	সদস্য	
৪৬	সভাপতি কতৃক মোননীত	ঘুণিঝড় প্রসত্মতি কর্মসুচী প্রতিনিধি	সদস্য	
৪৭	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	সদস্য- সচিব	০১৭১৮৩৪৬০৫৭

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল	মন্তব্য
	ডা. মোঃ শাহাদৎ হোসেন সরকার	সিভিল সার্জন , গাইবান্ধা	০১৭১২১৩০৪৭৪	পদ অনুযায়ী সাধারনত দিয়িত্ব বন্টন করা হয়ে থাকে।
	মোঃ সহিদুর রহমান	উপ- পরিচালক জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	০১৭১২৫২০০৪৪	
	গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ	উপ- পরিচালক জেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর	০১৫৫২৪২৪৫০৪	
	গোবিন্দ লাল দাশ	সভাপতি , প্রেসক্লাব গাইবান্ধা	০১৭১৫৪৮৩৭২৬	
	মোঃ নাজমুল হুদা	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা	০১৭১৮৩৪৬০৫৭	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

জেলা	ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
গাইবান্ধা	**গাইবান্ধা জেলা ফায়ার ষ্টেশন**	**মোঃ কোবাদ আলী সরকার**		
		মোঃ শাহানুর আলম, ফায়ার ম্যান		

সংযুক্তি ৫

এক নজরে জেলা

আয়তন	২১৭৯.২৭ বর্গ কিলোমিটার		গীর্জা	
ইউনিয়ন/ উপজেলা	৮২টি /০৭টি		ঈদগাঁহ্	
মৌজা	১১০১টি		ব্যাংক	৭০
গ্রাম	১২৪৯টি		পোস্ট অফিস	১১৭
পরিবার	১,০৯,৬২৮ টি		ক্লাব	
মোট জনসংখ্যা	২৪,৩০,৬২৭ জন		হাট বাজার	১০৪
পুরুষ	১২,৩০,৯৩৮ জনঃ		কবরস্থান	
মহিলা	১১,৯৯,৬৮৯ জন		শ্মশান ঘাট	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৮২৬		মুরগির খামার	৫৯৬
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪৫		তাঁত শিল্প কারখানা	৩টি
-	-		গভীর নলকূপ	৩৩৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০৫		অগভীর নলকূপ	৪১২৬৬
কলেজ	৭৫		হস্ত চালিত নলকূপ	
মাদ্রাসা(দাখিল, ফাজিল,এবতেদায়ী)	৫৯১			
ব্র্যাক স্কুল			নদী	৫
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	১৬৩ টি		খাল	
শিক্ষার হার	৫৪%		বিল	
কমিউনিটি ক্লিনিক	৩১২		হাওড়	
বাঁধ	২৯৮.৫ কিমি.		পুকুর	২৫৩৮৯ টি
স্লুইচ গেট	৬৪		জলাশয়	৩০১ টি
ব্রীজ	৩৬৫		কাঁচা রাস্তা	২১৭৮.৭৩ কিমি
কালভার্ট	২৭৮৮		পাকা রাস্তা	৬৮৩.৬২ কিমি
মসজিদ	৩৬৫২		মোবাইল টাওয়ার	
মন্দির			খেলার মাঠ	

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

প্রত্যয়ন পত্র

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের **Comprehensive Disaster Management programme (CDMP),** এর আওতায় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে **"ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট"** (ড্রীম বাংলাদেশ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় সরকারের সহায়তায় স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্প্রিক্ত করে গাইবান্ধা জেলার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করেছে। **"ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট"** (ড্রীম বাংলাদেশ) ভ্যালিডেশন কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনার জন্য সিডিএমপি কতৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইনের উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত যাবতীয় সংকলিত তথ্য যাচাই-বাছাই করে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করেছে। এই কার্যক্রমটি সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটিকে ধন্যবাদ সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ নাজমুল হুদা)
জেলা ত্রান ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা ও
সদস্য সচিব, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
গাইবান্ধা।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ
ভ্যালিডেশন কর্মশালা
অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান: জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ   উপজেলা: X   জেলা: গাইবান্ধা   তারিখ: ১১০২২০১৪

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১.	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	অতি: জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় গাইবান্ধা	01712-695051	[illegible] ১১.২.১৪
০২.	ডাঃ মোঃ শাহাদত হোসেন [illegible]	সিভিল সার্জন (ভাঃ প্রাপ্ত)	গাইবান্ধা	0171213047[illegible]	[illegible]
০৩.	মোঃ সাবিকুল আনওয়ার [illegible]	জেলা তথ্য অফিসার	DIO Office গাইবান্ধা	01712-126410	[illegible]
০৪	মোঃ আবু সাঈদ সরকার	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	SKS	01716390506	[illegible]
০৫	মো: আক্তারুজ্জামান [illegible]	U.N.O. - সদর	U.N.O. - অফিস	01762695071 01911036404	[illegible] ১১/০২/১৪
০৬	মোঃ মাহমুদুল হাসান	সহ. কম: DRRO (প্র:)	DC অফিস, গাইবান্ধা	01718-346057	[illegible] ১১/০২/১৪
০৭	শাহারুল ইসলাম [illegible]	P.I.O সুন্দরগঞ্জ	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা	01912266[illegible]	[illegible] ১১/২/১৪
০৮	মোঃ [illegible]	Office Assistant	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় গাইবান্ধা	01712829051	[illegible]

সমন্বয়কারীর নাম: মোঃ শাহরিয়ার হোসেন ...   সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর: [illegible]

টহশহড়হি
ংরিঃপয
ধৎমঁসবহঃ.

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান: জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষ উপজেলা: X জেলা: গাইবান্ধা তারিখ: ১১০৭২০১৪

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০৯	মো: মাহিদুর রহমান	উপ-পরিচালক	জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়	০১৭১২৬২০০৪৪	[signature] ১১/৭/১৪
১০.	মো: কামরুল হাসান	প্রতিনিধি জেলা শিক্ষা অফিসার	জেলা শিক্ষা অফিস	০১৭১১৩০৫৮৪৪৮	[signature] ১১/৭/১৪
১১	মো: আবু তাহের মণ্ডল	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	পানি উন্নয়ন বিভাগ, গাইবান্ধা	০১৭৭৩৬৫৮৫০২০	[signature] ১১/৭/১৪
১২	এ এস এম আবেদবিল্লাহ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	01716232993	[signature] 11.7.14
১৩.	মো: আব্দুর রাজ্জাক	জেলা সমবায় অফিসার	জেলা সমবায় অফিস গাইবান্ধা	01714624238	[signature] ১১/৭/১৪
১৪	মো. [illegible] ইসলাম	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	01711-786683	[signature] ১১/৭/১৪
১৫	ড. মো: সাইফুল আলম	সচিব, জেলা পরিষদ পক্ষে প্র.নি.ক.	জেলা পরিষদ	01191613979	[signature] ১১/০৭/১৪
১৬.	এ.কে.এম. মুশফিকুল ইসলাম	পরিচালক,	[illegible], গাইবান্ধা	01793983449	[signature] ১১/৭/১৪

সমন্বয়কারীর নাম: মো: শাহাদাৎ হোসেন

সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর: [signature]

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থানঃ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ   উপজেলা ঃ x   জেলা ঃ গাইবান্ধা   তারিখঃ ১ ১ ০ ৭ ২ ০ ১ ৮

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১৭.	মো: মাহিদুল হক	[illegible]	সদর গাইবান্ধা	01721768066	[signature] ১১/৭/১৮
১৮	[illegible]	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা [illegible]	জেলা মৎস্য অফিস, গাইবান্ধা	01718-046029 0541-61643	[signature] ১১/০৭/১৮
১৯	মীর মো: আব্দুর রাজ্জাক উপপরিচালক	উপপরিচালক ডিএই	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা	[illegible]	[signature] ১১/৭/১৮
২০	মো: মাহবুবর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী সওজ	সড়ক বিভাগ, গাইবান্ধা	01730-782741 ([illegible])	[signature] ১১/৭/১৮
২১	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইসলাম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	[illegible] -	01711-451694	[signature] ১১/০৭/১৮
২২	মো: [illegible]	[illegible]	জেলা [illegible]	01771896258	[signature] ১১/৭/১৮
২৩	হাবিবা খাতুন	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, গাইবান্ধা	01712-931569	[signature] ১১/৭/১৮
২৪	মো: আনোয়ার হোসেন	[illegible]	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়, গাইবান্ধা	[illegible]	[signature] ১১/৭/১৮

সমন্বয়কারীর নামঃ মো: [illegible] হোসেন

সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরঃ [signature]

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতি ছক

মেয়াদঃ ১ দিন

স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ উপজেলা : X জেলা : গাইবান্ধা তারিখঃ ১১০৭২০১৮

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান / ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
২৫	মো: আ: জলিল	CA to DC	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	[illegible]	[illegible] ১১/৭/১৮
২৬	মো: মাহবুবুর রহমান	অফিস সহকারী	ঐ	[illegible]	[illegible] ১১/৭/১৮
২৭	মো: ফজলুল	O.A	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	[illegible]	[illegible]
২৮	মো: মিজানুর রহমান	C.A	এলজিইডি, [illegible]	[illegible]	[illegible]
২৯	মো: [illegible]	সহকারী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩০					
৩১					
৩২					

সমন্বয়কারীর নাম: মো: মাসুদ হোসেন

সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরঃ [illegible]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
গাইবান্ধা।

স্মারক নং ৫১.০১.৩২০০.০০০.৪১.০০১-১৬২৯ তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৪ইং

বিষয় ঃ ভ্যালিডেশন কর্মশালায় অংশ গ্রহন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, Comprehensive Disaster Management programme (CDMP) "ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট" (ড্রীম বাংলাদেশ) সংশ্লিষ্ট জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সহ সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকারী তথ্য ও উৎস থেকে সিডিএমপি কর্তৃক প্রদত্ত ছক ও গাইড লাইন এর ভিত্তিতে "ডেভেলপমেন্ট রিসার্স এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট" (ড্রীম বাংলাদেশ) মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করেছে। সম্মিলিত তথ্য সমূহঃ সন্নিবেশিত করে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। যার কপি সকলের কাছে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করার লক্ষে প্রদত্ত তথ্যসমুহ পুনরায় যাচাই বাচাই করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে ০১ (এক) দিনের একটি ভ্যালিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত কর্মশালাটি আগামী ১১/০৯/২০১৪ ইং তারিখ রোজ বৃহষ্পতিবার বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। (অংশগ্রহনকারীদের জন্য নাস্তা এবং সম্মানীর ব্যবস্থা আছে)

নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক দুপুর ২.৩০ মিনিটে উপস্থিত হয়ে কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৮/৯/১৪
(মোঃ নাজমুল হুদা)
জেলা ত্রান ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা ও
সদস্য সচিব, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
গাইবান্ধা।

অবগতি ও যথাসময়ে অংশগ্রহনের জন্য ঃ

১। জেলা .... কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।
২। .... গাইবান্ধা।

উৎৎড়ৎ! টহশহড়হি ংরিঃপয ধৎমঁসবহঃ.

DREAM, Bangladesh

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ড্রীম), বাংলাদেশ

১৫/৫, ব্লক- সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ ০৮৮০২৮১৫৩৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৭৫৭১১৬৬২৪, ০১৯৭৪৪৪৭৭৭৫